চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

অশোকবর্দ্ধন ও গুরুনানকের জীবনচরিত এই সংস্করণে নূতন সংযোজিত হইল। মাননীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র L. L. D. C. I. E. মহোদয়ের উপদেশমত বাদশাহগণের নামগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত অনুসৃত হইল।

বড়িশা }
জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১। } শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সমগ্র ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের উপনিবেশ।

বেদ ও উপনিষদ।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারতসাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব্য উপসাগর ও বেলুচস্তান এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে ষড়্‌বিংশতি কোটী প্রজা বাস করে।

বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদা নদী ভারতবর্ষকে স্বতঃই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণাপথ।

রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য ব্রিটীস ভারতবর্ষ আসাম, বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কুর্গ, বরার ও ব্রহ্মদেশ এই কয়েকটী প্রধান অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে ১৫৩টী করদ ও মিত্ররাজ্য এবং তিনটী স্বাধীন রাজ্য আছে।

ভারতবর্ষ এত বিস্তীর্ণ দেশ যে য়ুরোপের ন্যায় ইহাকে একটী মহাদ্বীপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি প্রাচীন কা... ...বধি এই মহাদেশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অ... ...কোন দিন সমগ্র ভারত একচ্ছত্র করিতে... ...দেশে বাস করে, এবং অনূ্ন...

জন্ম অনুসারে এই বহুবিধ লোককে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। আর্য্যাবর্ত্তবাসী দীর্ঘকায় বিস্তৃতবক্ষ গৌরবর্ণ জাতি এবং দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মগধবের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ আর্য্য জাতি। আর কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ, কদাকার, খর্ব্বদেহ জাতিগণ অনার্য্য। অনার্য্যদিগকে আবার দ্রাবিড়ী ও কোল এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। আর্য্য ও অনার্য্য সকলেই বিদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। আর্য্যেরা কাবুল নদী ও সিন্ধুপ্রবাহ অনুসরণ করিয়া এবং অনার্য্যেরা কখন বা সেই পথে কখন বা ব্রহ্মপুত্রের অনুসরণ করিয়া এদেশে আসিয়াছিল। অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিল বলিয়া ইহারা আদিম নিবাসী নামে খ্যাত। দ্রাবিড়ীরা আর্য্য জাতির আগমনের কিছু পরেই তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে এজন্য ইহারা কোলদিগের অপেক্ষা শিক্ষিত ও সভ্য। কোল জাতীয় অনার্য্যেরা এখনও ঘোর অসভ্য; এই শ্রেণীর জুয়াঙ্গ জাতি অদ্যাপি বন মধ্যে উলঙ্গাবস্থায় বাস করে। এক সময়ে দ্রাবিড়ীরা বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন নাগরী অক্ষর দ্রাবিড়ী ভাষা হইতে গৃহীত এবং রামচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রাবণ এই বংশোদ্ভূত এবং গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যেও আর্য্যেরা দ্রাবিড়ীদিগের নিকট অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছে।

দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত আর্য্য ও কোল ভাষার কোন সংস্রব ... আর্য্য জাতীয় প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত। এক্ষণে ... দেশে মহারাষ্ট্রী, গুজরাটে গুর্জ্জরী ... উত্তর পশ্চিম প্রদে...

বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যায় উড়িয়া ভাষা ব্যবহার করে; ঐ সকল গুলিরই জননী সংস্কৃত ভাষা। দ্রাবিড়ী হইতে তামিল তৈলঙ্গী ও কর্ণাটী ভাষার জন্ম। কর্ণাট সিংহলের উত্তরাংশ ও চোরমণ্ডলের দক্ষিণাংশে তামিল, উত্তর সরকার বেরার ও নিজামের রাজ্যের কিয়দংশে তৈলঙ্গী এবং মহিসুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণাংশ এবং মলবর উপকূলের কিয়দংশে কর্ণাটী ভাষা প্রচলিত। চুটিয়া নাগপুরে কোল, জুয়াঙ্গ, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিরা কোলভাষা ব্যবহার করে।

অকসস নদীর পূর্ব্ব ও কাসগারের পশ্চিম এই ভূভাগে আর্য্য জাতির প্রাচীন নিবাস। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থানটী আর্য্যবাস বা উত্তরকুরু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজ, জর্ম্মণ, গ্রীক এবং রোমানেরাও আমাদিগের ন্যায় আর্য্যবংশোদ্ভূত। আমাদিগের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একত্র এই উত্তর কুরুতে বাস করিত।

সেই প্রাচীন সময় আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কি অবস্থায় দিনপাত করিতেন জানিতে সকলেরই ঔৎসুক্য হয়। সে সময়ের ইতিহাস নাই, তাম্রফলক বা কিম্বদন্তী নাই। কিন্তু বর্ত্তমান আর্য্যজাতিদিগের ভাষার তুলনা করিয়া ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এক প্রকার অসম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়াছেন। সকল অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যেরা প্রথমে মৃগয়ালব্ধ মাংসে দিনপাত করিতেন। মৃগয়ার পর সভ্যতার প্রাসাদে উঠিতে দ্বিতীয় সোপান পশুপালন। কি পশুপালনে কি মৃগয়াব্যাপারে তখন তাঁহাদিগকে বনে বনে বা গোচারণোপযোগী শ্যামল তৃণক্ষেত্রের অন্বেষণে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত। তখন গৃহ ছিলনা, মাতৃভূমির উপর আস্থা জন্মে নাই।

এই সময়ে কেহ কেহ কৃষি বিদ্যার উদ্ভাবন করেন। কৃষি কার্য্য করিতে হইলে এক স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে হয়, স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যক হয়। প্রাচীন আর্য্য সমাজে এই আর একটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। যাঁহারা গৃহে বাস করিয়া কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিলেন তাঁহারা বিদেশচারী পশুপালক-দিগের সম্মাননীয় হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে আর্য্যজাতি কৃষি ব্যবসায়ী ছিলেন। সে সময়ে জাতিভেদ ছিল না। সরল প্রকৃতি আর্য্যপ্রধানেরা মাঠে মাঠে হলচালন ও শস্যবপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, গৃহে কর্ত্রীগণের উপর সংসারের ভার থাকিত, দুহিতৃগণ গৃহপালিত পশুগণের দুগ্ধ দোহন করিতেন। পশুদিগের লোম ও চর্ম্মে বস্ত্র বয়ন হইত। চতুর্দ্দিক আবরণকারী আকাশ, প্রকাণ্ড, সূর্য্য ও উজ্জ্বল অগ্নি তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। প্রতিমা পূজা আরম্ভ হয় নাই। সুবর্ণ, লৌহ, তাম্রের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। মৃৎ ভাণ্ডে জলপান ও বৃক্ষ পত্রে সোম পান হইত। তখন সমাজ ও গোত্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল, বিবাহ ও উত্তরাধিকারের নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল। গোত্রের প্রধান ব্যক্তি রাজা হইতেন, তাঁহাকে সকলকে রক্ষা করিতে হইত, প্রজাগণ তাঁহাকে শস্যের অংশ দিত। কৃষি ও পশু পালন ভিন্ন কেহ কেহ এক একটু ব্যবসায়ও করিত, দুই একটী নগরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুদিন স্থায়ী হয় এরূপ গৃহও নির্ম্মাণ করিতে কেহ কেহ শিক্ষা করিয়াছিল।

এই সুখের সংসারে তুরানীয় অনার্য্যগণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বনে বনেই বেড়াইত, ধনধান্য-পশুশালী গ্রাম ও নগরের উপর যে তাহাদিগের আক্রোশ জন্মিবে অসম্ভব কি? ক্রমে তাহাদিগের অত্যাচারে আর্য্যপরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া

যায়। ক্রমে ক্রমে অনেকে উত্তর কুরু পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম মুখে য়ুরোপে প্রবেশ করে। তাহাদিগেরই বংশধর বর্ত্তমান প্রশিয়ান, জর্ম্মান, ওলোন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী, স্পানিয়ার্ড, রোমান, গ্রীক প্রভৃতি জাতিগণ। তখনও পারসী ও হিন্দু আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা মাতৃভূমির মমতা কাটাইতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদিগকেও স্থানান্তরে আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিতে হইল। তাঁহারা দক্ষিণ মুখে একত্র হইয়া কাবুলের পূর্ব্বাংশ হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভূভাগে এবং তথা হইতে আবার সপ্তসিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করেন। তখন পূর্ব্বাগত অনার্য্যগণ সপ্তসিন্ধুতে বাস করিত। তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া আর্য্যগণ সেই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। অনার্য্যগণ কেহ বা উত্তর মুখে হিমালয় প্রদেশে কেহ বা দক্ষিণ মুখে বিন্ধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিল : কোথায় কোথায় বা অনার্য্য স্ত্রীপুরুষেরা আর্য্যদিগের-দাসত্ব স্বীকার করিয়া ছিল। অনার্য্যগণ ঋগ্বেদে দস্যু বা দাস নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রমে তাহাদের সহিত সম্মিলন হইলে তাহারা শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সপ্তসিন্ধু নিবাসী আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের বর্ণে, ধর্ম্মে, ভাষায় ঐক্য ছিল না। বোধ হয় তখন তাহারা লিঙ্গোপাসক ছিল।

সপ্তসিন্ধু হইতে পারসী আর্য্যগণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম মুখে পারস্যদেশে প্রবেশ করেন। কিহেতু তাঁহারা হিন্দু আর্য্যগণকে পরিত্যাগ করেন এখনও স্থির হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন মতভেদ হইয়াছিল। পারসীরা হিন্দুদের মত মৃগচর্ম্মের উপবীত ধারণ করে ও অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে।

সপ্তসিন্ধু হইতে আর্য্যেরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী

ব্রহ্মাবর্ত্ত (১) দেশে বসতি বিস্তার করে। পরে সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু সেখানেও স্থানাভাব হইলে ক্রমে ব্রহ্মর্ষি(২) মধ্যদেশ(৩) ও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে (৪) অধিকার ও বাসস্থান স্থাপন করে। কথিত আছে পরশুরাম আর্য্যদিগকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ পূর্ব্বক মলয় কূলে প্রথম আর্য্যোপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

আর্য্য সমাজের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বেদ রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী, বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তাম্রশাসন বা মুদ্রা সকল হইতে এক প্রকার সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, রাজতরঙ্গিনী, দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি তিন চারিখানি ভিন্ন প্রাচীন ইতিহাস এখন দুর্লভ। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যে ইতিহাস লিখিতেন না একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না; বোধ হয় কালক্রমে তাহাদের লোপ হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র প্রথমতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বেদ ও উপনিষদ শ্রুতি পদবাচ্য; অন্য সকলকে স্মৃতি বলিয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রকে আবার (১) বেদাঙ্গ (কল্প শিক্ষা চ্ছন্দ জ্যোতিষ নিরুক্ত ব্যাকরণ) (২) স্মার্ত্তসূত্র (গৃহ্য ও সময়াচারিক) (৩) ধর্ম্মশাস্ত্র (মনু যাজ্ঞবল্ক ইত্যাদি) এবং (৪) ইতিহাস (রামায়ণ,মহাভারত, ১৮ পুরাণ ১৮ উপপুরাণ ইত্যাদি) এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

---

(১) সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতংদেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। মনুঃ [বর্ত্তাদনন্তরং। মনুঃ

(২) কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালা শূরসেনকাঃ। এষ ব্রহ্মর্ষি দেশবৈ ব্রহ্মা-

(৩) হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎপ্রাগ্বিনশনাদপি। প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মনুঃ [রার্য্যাবর্ত্তঃ বিদুর্বুধাঃ। মনুঃ

(৪) আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যো-

অতি প্রাচীন কালে ঋক্, যজুঃ ও সাম নামে তিনখানি বেদ প্রচলিত ছিল। পরে অথর্ব্ব বেদ রচিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ঋক্ বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, বোধ হয় কোন কোন সূক্ত চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে হইয়াছিল; এবং অথর্ব্ব বেদ সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। কিন্তু অথর্ব্ব বেদেরও কোন কোন অংশ ঋগ্বেদের সম সাময়িক। প্রত্যেক বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই স্বতন্ত্র অংশ আছে। মন্ত্র সকল দেবতাগণের আরাধনায় ও ব্রাহ্মণ সকল কর্ম্ম কাণ্ডের নিয়ম মালায় পরিপূর্ণ মন্ত্রভাগ প্রায়ই পদ্যে ও ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ-ঐতরেয ও কৌষিতকী। যজুর্ব্বেদ কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই অংশে বিভক্ত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ। সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণ—পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সাম বিধান, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ, সংহিতোপনিষদ, এবং উপনিষদ। অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ।

উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অংশ বিশেষ। ইহাতে মনুষ্য কে, কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে, এইরূপ বিজ্ঞান বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন সকলের মিমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদ খৃষ্ট জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছিল। ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ইষ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি কয়েক খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপনিষদ।

বৈদিক সময়ে আর্য্য সমাজে অনেক উন্নতি হইয়াছিল। কার্য্য অনুসারে সমাজে শ্রেণী বিভাগের সূত্রপাত হইয়াছিল; তখন যাহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন ও দেবপূজার ভার লইয়াছিল, তাহারাই ব্রাহ্মণ; যাহারা দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা

করিবার ভার লইয়াছিল তাহারাই ক্ষত্রিয়; কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ বৈশ্য ও যাহারা দাসরূপে হীনতর কার্য্য করিত তাহারাই কালক্রমে শূদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মনুসংহিতা রচনা সময়ে (খৃঃ পূঃ৫০০) শূদ্র জাতির অবস্থা যেরূপ ঘৃণিত হইয়াছিল বৈদিক সময়ে সেরূপ ঘৃণিত ছিল না।

সপ্তসিন্ধু বাসী আর্য্যগণ কেবল আকাশ অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। বৈদিক সময়ে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল; ঊষা, মরুৎ, ইন্দ্র, মিত্র, যম, অদিতি, দক্ষ, বরুণ প্রভৃতি তখন তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। কিন্তু তখনও প্রতিমা পূজার আরম্ভ হয় নাই।

ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের ও অন্যান্য জাতির মঙ্গল সাধনার্থ দেবগণের আরাধনা করিতেন। কখনও ক্ষত্রিয়েরা স্বয়ংই ব্রাহ্মণের ন্যায় আরাধনা করিতেন। শুভ ইচ্ছা, বন্ধুতা, কবিত্ব, ভবন, গাভী, ধন, বীরপুত্র, প্রখর বুদ্ধি, সমরে সহায়তা অথবা ধানপূর্ণ শস্য সংগ্রহ করাই আরাধনার উদ্দেশ্য ছিল। সোমরস, হবি, কুশ, অর্ক ও পিষ্টকের নৈবেদ্য দেওয়া হইত। তখনই যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের আরম্ভ হইয়াছিল। ধনবান ক্ষত্রিয়েরা পুরোহিতদিগকে বহু মূল্যের দক্ষিণা দিতেন। রাজ-প্রদত্ত উপহারে ও যজমানদিগের দক্ষিণায় ব্রাহ্মণদিগের সংসার খরচ নির্ব্বাহ হইত।

তখন রাজা ছিল, রাজদূত ছিল, মাগধ ছিল। রাজগণ দূত প্রেরণ করিয়া পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেন; প্রণিধি পাঠাইয়া শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করিতেন। রাজা তখনও গোত্রের প্রধান; বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রজাগণ রাজাকে আপনারা মনোনীত করিতেন; কিন্তু প্রায়ই পুত্রেরা পৈতৃক সিংহাসনে বসিতে

পাইত। রাজার আজ্ঞাধীন পুরপতি ও গ্রামপতিগণ নগর ও গ্রাম শাসন করিতেন। প্রজাগণ রাজাকে উপহার দিত। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ একত্র মিলিত হইতেন। রাজার রাজধানীতে লৌহ বা প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ ও নির্দ্দিষ্ট বিচারালয় থাকিত। দোষ করিলে দোষী ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে দণ্ডলাভ করিত। উত্তরাধিকারের, বিক্রয়ের, বিনিময়ের, ভৃত্যের বেতনের, ঋণ ও কুষিদের ব্যবহার ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তখনই ব্যবসায়ে প্রতারণা আরম্ভ হইয়াছিল। পাশক্রীড়া, নর্ত্তকী, সুরা পান, বহু বিবাহ ও বহুমূল্য বসন ভূষণাদি ভোগ বিলাসের উল্লেখ ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশেও অনেকবার দৃষ্ট হয়।

গোমেষাদি পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি। নল ফেলিয়া ভূমি মাপ করা হইত, হল দিয়া কর্ষণ হইত, খাল ও কূপ কাটিয়া জল সিঞ্চন করা হইত, গোধূমাদি শস্য বপন করা হইত এবং পাকিলে গাড়ী করিয়া গৃহে আনিয়া গোলায় রক্ষা করা হইত। বলদেরাই হলকর্ষণ করিত। তখন গোচারণের নির্দ্দিষ্ট মাঠ ছিল, গৃহে গাভী, মেষ, ছাগ, অশ্ব ও কুকুর পালন করা হইত। অপর জন্তুর মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, দ্বীপি, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শূকর, হরিণ, সরীসৃপ, মশা, মাছি, কীট মৎস্য, কুম্ভীর, মর্কট, মহিষ, ইঁদুর, শৃগাল, ভেক, ময়ূর, ঈগল, গৃধ্র, পারাবত, হংস, শ্যেন প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

ধনবানেরা দরিদ্রের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিত; মধ্যবিত্তেরা ব্যবসা বাণিজ্যে সুখে ছিল; দরিদ্রদিগের কথঞ্চিত গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ হইত। বৈশ্যগণ বাণিজ্য উপলক্ষে জলযানে সাগর পারে দেশ দেশান্তে গমন করিত। বেদে এই কয়েক প্রাচীন ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে। পুরোহিত, কবি, বৈদ্য, ক্ষৌর-

কার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, শস্তচূর্ণক, যাননির্ম্মাতা ও অস্ত্রকর। এতদ্ভিন্ন জাহাজ ও গাড়ী, ধাতু কাষ্ঠ ও রজ্জু দ্রব্য নির্ম্মাণেরও উল্লেখ আছে। ভিস্তীরা মসকে জল আনিত, সহিস ঘোড়ার সেবা করিত।

নগরে ভাল পথ ছিল। নগর হইতে নগরান্তরে যাইতে সুবিধার জন্য পথ পার্শ্বে বিশ্রাম ঘর ছিল, তাহাতে উপাদেয় সামগ্রী সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। ক্রয় বিক্রয় সুবিধার জন্য মুদ্রার ব্যবহার হইত। গৃহের ছাদ গবাক্ষ ও দ্বার থাকিত। ধনবানেরা কখন কখন ইষ্টক ও প্রস্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। সহস্রদ্বার, সহস্রস্তম্ভবান ও ত্রিতল গৃহেরও উল্লেখ আছে।

গৃহে পুত্র পৌত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া সকলে বাস করিত। কুটুম্ব আসিলে কেহ বিরক্ত হইত না। স্বামী স্ত্রীতে যথেষ্ট প্রণয় ছিল; সংসারে কলহ ছিল না। কর্ত্তা ও গৃহিণী তুল্যরূপে সংসার শাসন করিতেন। পুত্রেরা অধিক আদর পাইলেও কন্যাগণের প্রতি স্নেহের খর্ব্বতা দেখা যাইত না। তাহারাও পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইত এবং কুমারীগণ পিতা ভ্রাতা বা অপর আত্মীয়দিগের উপর ভরণ পোষণের জন্য দাবী করিতে পারিত। তখন রমণীগণ প্রায় সমকক্ষ ভাবে স্বামীর সহিত ব্যবহার করিতে পাইত। স্বামী স্ত্রী একত্র যজ্ঞ করিত ও নারীগণ পদব্রজে বা অশ্বারোহণে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারিত। উৎসবে বা রঙ্গস্থলে প্রকাশ্য ভাবে তাহারা উপস্থিত হইতে কোন লজ্জা বোধ করিত না। যুবতী বয়সে অবিবাহিতা থাকা নিন্দনীয় ছিল না; বাল্য বিবাহ ক্বচিৎ হইত। স্ব গোত্রে কাহারও বিবাহ হইত না। প্রায় সকলেই এক মাত্র বিবাহ করিত, বহু বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না।

দুগ্ধ, শস্য, মধু, ঘৃত, ব্যঞ্জন, পিষ্টক, মাংস ইত্যাদি আহার

হইত। তখন গোমাংস আহার শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল না। তপস্যাশীল ঋষিগণও গোমাংস আহার করিতেন। দোকানে মদ বিক্রয় হইত; আহারান্তে পুরুষেরা নিয়মিতরূপে সুরা পান করিত, কখন কখন স্ত্রীলোকেরাও সেবন করিত।

লোম চর্ম্ম কার্পাশ ইত্যাদি হইতে নানা বর্ণের নানা মূল্যের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু শুভ্রবর্ণ বস্ত্রের বিশেষ গৌরব ছিল। কাটা কাপড়েরও অভাব ছিল না। স্ত্রীলোকেরা পা পর্য্যন্ত কাপড় পরিত, নহিলে লজ্জা নিবারণ হইত না এবং বক্ষ দেশ সর্ব্বদা আবৃত থাকিত। পুরুষেরা মাথায় উষ্ণীষ পরিত, স্ত্রীলোকেরা চাদর ও কঞ্চুক ব্যবহার করিত। তাহারাও পুরুষদের মত জুতা ও খড়ম পরিত। গোচর্ম্ম হইতে জুতা প্রস্তুত হইত। অলঙ্কারের মধ্যে বালা, হার, মল, অঙ্গুরীয়, মুকুট প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আর্য্য জাতি কখন শ্মশ্রু রাখিত না।

যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ বর্ম্ম ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পতাকা উড়িত, শংখ ঢাক ও দুন্দুভি বাজিত। পদাতি ও অশ্বারোহী দুই প্রকার সৈন্য ছিল; তাহাদের অস্ত্র—চক্র ভল্ল খড়্গ কর্ত্তন ধনুর্ব্বান প্রভৃতি।

শাস্ত্রচর্চ্চায়ও সেই আদিম সময়ে আর্য্যগণ সামান্য উন্নতি করেন নাই। তখন ছন্দ ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ হইয়াছিল; ত্রিকোণমিতির অনেকগুলি সত্যে তাঁহাদের অধিকার ছিল; জ্যোতিষ শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদেও তাঁহারা সামান্য উন্নতি করেন নাই। যজ্ঞাদি সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মে জ্যোতিষ গণনার আবশ্যক হইত। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ এত দূর সভ্য হইয়াছিল, তখন য়ুরোপ অন্ধকারে আবৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপন।

রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা।

খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সপ্তসিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করেন। সেই সময় হইতে খৃঃ পূঃ সহস্রাব্দ পর্য্যন্ত সরস্বতী দৃষদ্বতী গঙ্গা ও যমুনা কুলে তাঁহাদিগের অধিবাস সময়ের এক প্রকার অসম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত আমরা চতুর্ব্বেদ হইতে কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। খৃঃ পূঃ সহস্রাব্দ হইতে পাঁচশত বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের কিয়দ্ভাগে আর্য্য অধিকার বিস্তার হয়। এই সময় মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা রচিত হয়; এই তিন খানি পুস্তক হইতে সেই সময়ের আর্য্যদিগের সামাজিক অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়। দুর্ভাগ্য ক্রমে পুস্তকত্রয় কবিকল্পনায় এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে তাহাদিগের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। এই তিন খানি গ্রন্থের কেহই ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক সময় বিশেষে লিখিত হয় নাই। বাল্মিকী বা দ্বৈপায়ণ মহাভারতের বা রামায়ণের কোন কোন অংশ রচনা করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু সময় স্রোতে অন্যহস্তে তাহাদিগের কলেবর যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। রামায়ণে অন্ধ্র বংশ ও বুদ্ধ দেবের উল্লেখ আছে, সেইজন্য ভ্রমে পড়িয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন রামায়ণ আধুনিক গ্রন্থ। কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী লেখকদিগের চিত্র নৈপুণ্যেই তাঁহাদিগকে এ ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে।

রামায়ণে কোশলা বা প্রাচীন অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জীবন চরিত বর্ণিত হইয়াছে। রাম অল্পবয়সে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া মিথিলার রাজা জনকের দুহিতা সীতার পানিগ্রহণ করেন। বৃদ্ধবয়সে দশরথ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সিংহাসন হইতে অবসৃতি লাভের বাসনা করেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রামকে জনক জননী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতা লক্ষণ ও বনিতা জানকীর সহিত বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণবর্ত্তী অনার্য্যসঙ্কুল দণ্ডককাননে বনবাস সহ্য করিতে হয়। তখন দক্ষিণাপথ লঙ্কার রাজা রাবণের অধিকারে ছিল। রাবণের সামন্তগণের সহিত রাম লক্ষণের বিবাদ হয়। তাই প্রতিবিধিৎসা সাধনার্থ রাবণ জানকীকে অপহরণ করিয়া লঙ্কায় প্রস্থান করেন। অসহায় রাজকুমারেরা কোন প্রকারে কিস্কিন্ধ্যার (মহিসুর) অনার্য্যদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করিয়া তুমুল সংগ্রামে সবংশ রাবণকে পরাজিত ও ধ্বংস করেন। অনন্তর প্রতিজ্ঞাত বনবাস সময় অতীত হইলে সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রামচন্দ্র পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এখানেও তাঁহাকে মানসিক সুখ অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। জন সাধারণ সীতার চচ্চরিত্রতায় সন্দিগ্ধ হইলে রাম প্রজারঞ্জনার্থ তাঁহাকে পুনরায় বনবাসে প্রেরণ করেন।

মহাভারতের আখ্যায়িকা আরও বিস্তৃত। চন্দ্রবংশীয় রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই, কনিষ্ঠ পাণ্ডুই হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র যুধিষ্ঠির,

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি এক-শত পুত্র। পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ কৌরব নামে অভিহিত হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন এবং মহা সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ করেন। পাণ্ডবদিগের শ্রীবৃদ্ধিতে কৌরবেরা হিংসায় কাতর হইয়া প্রতারণা পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য ধন অপহরণ করিয়া লয় ও অবশেষে বন-বাসে প্রেরণ করে। দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস সহ্য করিয়া তাহারা প্রত্যাগত হইলে দুর্য্যোধন তাহাদি-গকে রাজ্যের কিয়দংশ দিতেও স্বীকার করেন নাই। এইরূপে সিংহাসন লইয়া কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন দেশের রাজগণ পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়াছিল। কুরু-ক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসংগ্রাম হয়। উভয় পক্ষে বিস্তর সৈন্য নাশ হইলে ও কৌরবেরা সকলেই হত হইলে যুধিষ্ঠির জয় লাভ করেন। কাহারও মতে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠির পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ধৃতরাষ্ট্র মনোদুঃখে বনিতা গান্ধারীর সহিত তপঃ সাধ-নার্থ হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির চক্রবর্ত্তীত্ব সূচক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন কিন্তু কুরুক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য দিবানিশি হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। জ্ঞাতি বন্ধু বিনাশ জনিত মনোবেদনায় অবশেষে তিনিও পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য দিয়া বনিতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গমুখে মহা প্রস্থান অবলম্বন করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতা হইতে খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসরের

ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের সময়ে ভারতবর্ষ অধিকতর সভ্য হইয়াছিল, সংসারে বিলাসের অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং আর্য্য রাজত্ব প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল। রামায়ণে ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিতে এবং মহাভারতে ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ তখনও জাতি নির্ণয় এখনকার মত হয় নাই; জাতি বিভাগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মনুসংহিতার সময়ে হয়। অপর পক্ষে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের সময় দেব দেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কোথাও কোথায়ও প্রতিমা পূজা হইত, তথাপি বর্ত্তমান সময়ের মত নহে। তিনখানি গ্রন্থে এই রূপ বিভিন্ন বর্ণনা থাকিলেও এ পুস্তকে আমরা একটী চিত্রই প্রদর্শন করিব।

এই পাঁচশত বৎসরে আর্য্যাবর্ত্তে ও তৎবহির্ভাগে বাহ্লিক, বনায়ু, পহ্লব, দরদ, কেকয়, বাহিক, সিন্ধু, সৌবীর, কাম্বোজ, সৌরাষ্ট্র, মালব, দশার্ণ, অবন্তী, পুষ্কর, মৎস্য, পঞ্চাল, কাম্পিল্য, সাঙ্কাশ্য, শূরসেন, মদ্র, বীরমৎস্য, কুরুজাঙ্গল, অপরতাল, প্রলম্ব, শৃঙ্গবেরপুর, বৎস, মহোদয়, ধর্ম্মারণ্য, কোশল, গিরিব্রজ, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, গয়া, মগধ, বিশালা, মিথিলা, প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্টি হয়। দক্ষিণাপথে ব্রহ্মমাল, বিদর্ভ, মহীবিক, গোকর্ণ, কেরল, চোল, অন্ধ্র, কিষ্কিন্ধ্যা, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, পাণ্ড্য ও চের রাজ্য অবস্থিত ছিল। এ সকল রাজ্যে এক একজন রাজা ছিলেন। কখন কেহ অপর কয়েক জনকে পদানত করিতে পারিলে আপনাকে চক্রবর্ত্তী বা সার্ব্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

এই সময়ে ইন্দ্র ও অগ্নিপূজার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। কিন্তু রুদ্র ও বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়া ছিল। পরলোকে

বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল, যম প্রবল প্রতাপে পিতৃলোক শাসন করিতেছিলেন। ইন্দ্র সভায় গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও কিন্নরীগণের দর্শন অনেকবার পাওয়া যায় এবং স্বর্গের অন্যান্য বাহ্যিক শোভারও বৃদ্ধি হইয়াছিল। জ্ঞানকাণ্ডের কিঞ্চিত অবনতি হইয়াছিল কিন্তু কর্ম্ম কাণ্ডে যাগ যজ্ঞের ইয়ত্তা ছিল না। পুত্র লাভ, ধন লাভ, রাজ্য লাভ, স্বর্গ লাভ, শত্রু বিনাশ, পাপ বিনাশ, জন্ম, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বিবাহ, অন্তেষ্টি প্রত্যেক কার্য্যের জন্য বিভিন্ন যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা প্রায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ বনভাগে বাস করিতেন এবং তথা হইতে প্রয়োজন মত লোকালয়ে গমনাগমন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে সমাজে অদ্বিতীয় ক্ষমতা উপভোগ করিতেন। সকল কার্য্যই তাঁহাদের আদেশ মত নির্ব্বাহ হইত, সিংহাসনস্থ রাজা হইতে পর্ণকুটীরের শূদ্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লঙ্ঘন কবিতে কাহারই সাহস হইত না। রাজকার্য্যে রাজা ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইতেন, আইন কানুন তাঁহারাই করিতেন, দেব কার্য্যে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। অন্য লোক রাজাকে কর দিত কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সঞ্চিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। মনু বলিয়াছিলেন যেমন অগ্নি পূত বা অপবিত্র হইলেও দেবতা, সেইরূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান বা মূর্খ হইলেও দেবতার ন্যায় পূজনীয়।

ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ রাজা হইতেন। প্রজারা রাজাদিগকে ইন্দ্রাদি দিকপালগণের অংশাবতার বলিয়া মান্য করিতেন, তথাপি রাজাকে প্রজাপালন নিমিত্ত বিধান সংহিতা মানিতে হইত। বিধি নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে তাঁহার সাহস হইত না এবং সর্ব্বদা মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার কার্য্য

করিতে হইত। পুরোহিত, দূত, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, বিচারপতি এইরূপ সাত আটজনকে লইয়া মন্ত্রী সভা গঠিত হইত। তখনকার দূতেরা এখনকার ফরেন সেক্রেটরীর ন্যায় অন্য রাজ্যের সংবাদ রাখিত, সন্ধি বিবাদ করিতে হইলে তাহার মতেই কার্য্য করিবার রীতি ছিল। রাজার অধীনে আবার প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তা ছিল। রাজার অধীনে পুরপতি, তাহার অধীনে সহস্র গ্রামাধীশ, এইরূপ শত গ্রামাধীশ, বিংশতীশ, দশ গ্রামীন, গ্রামীন পর্য্যায় ক্রমে শাসন করিতেন। এই সকলের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক, দূত, প্রণিধি প্রভৃতি নিযুক্ত হইত। ইহাঁরা কেহই বেতন পাইতেন না, জীবিকা জন্য রাজা ব্রহ্মত্তর দিতেন। প্রজাগণের নিকট হইতে উপ্ত শস্যের ষষ্ঠাংশ, বাস্তু বাটীর উপর খাজানা, ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে শুল্ক প্রভৃতি হইতে রাজার রাজস্ব আদায় হইত। প্রজাদিগকে মাসে এক দিন করিয়া রাজ সংসারে বেগার দিতে হইত। বিচার কার্য্য প্রায়ই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। গুরুতর বিষয়ে রাজা সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া বিচার করিতেন। ফৌজদারী বিচার সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত ছিল। বিচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিচারালয়, বিচার প্রণালী ও আইন ছিল। অভিযোগ পত্র, জবাব ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া মোকদ্দমার মীমাংসা হইত। বর্ণের উচ্চতা ও নীচতা অনুসারে দণ্ড বিধিরও বিভিন্নতা হইত। অপরাপর কার্য্যের ন্যায় রথ্যা ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পয়ঃ প্রণালী বাপী কূপ তড়াগাদি খনন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদিও রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণিত হইত।

এই সময়ে ক্ষত্রিয়গণের বিশেষ উন্নতি হয়, এই সময়ে ভারতবর্ষ বীর গৌরবের চরমোন্নতি লাভ করে। সেনাগণ অশ্ব বা গজ

পৃষ্ঠে, রথারোহণে বা পদব্রজে যুদ্ধ করিত; কখন কখন নৌযুদ্ধও ঘটিত। অস্ত্র নানাবিধ ছিল—শরাশন, শর, চর্ম্ম, খড়্গ, মুদ্গর, পট্টিস, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ গদা ইত্যাদি। শতঘ্নী নামে আর এক প্রকার অস্ত্রের অনেকবার উল্লেখ দৃষ্ট হয় বোধ হয় উহা এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ধনুর্ব্বাণেরই অধিকতর ব্যবহার হইত। সৈন্যগণ শরীরে বর্ম্ম, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান করিয়া ও পৃষ্ঠে তূণ এবং কটিদেশে খড়্গ লম্বমান করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিত। প্রত্যেক পক্ষের বিভিন্ন রূপে চিত্রিত ধ্বজা থাকিত। দেখিলেই কাহার সৈন্য বলা যাইতে পারিত। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সেনাপতিগণ শঙ্খধ্বনি ও ধনুষ্টংকার করিতেন। এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

বৈশ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় করিত সুদ লইয়া টাকা ধার দিবারও প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে শূদ্র জাতির বিশেষ হীনাবস্থা ঘটিয়াছিল। বৈদিক সময়ে শূদ্রেরাও কখন কখন যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে পারিত। কিন্তু এখন অবধি শাস্ত্রের ভাষা উচ্চারণ বা শ্রবণ করাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তথাপি দুই এক জন তপস্বী বা শাস্ত্রজ্ঞ শূদ্রেরও নিদর্শন আছে। একই দোষ করিয়া অপর জাতির অপেক্ষা তাহাদের দণ্ড অধিক হইত। কৃষি ও অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য তাহারাই করিত। এই সময়ে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে কতকগুলি বর্ণশঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

সমগ্র সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বিবিধ নিয়মে বদ্ধ, দৃঢ়গঠিত, ধনশালী ও উন্নত হইয়াছিল। সাধারণ লোকে পূর্ব্বের ন্যায়

এখনও কেবল এক মাত্র বিবাহ করিত। উচ্চ জাতীয়েরা নিম্ন-শ্রেণীর কন্যাও গ্রহণ করিত কিন্তু নীচ জাতির উচ্চ জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া পড়িতে ছিল। নৃপতিগণ প্রায়ই বহু-বিবাহ করিত। রাজকুমারীরা প্রায়ই স্বয়ংবরা হইত। রাজ-কুমারী ও ঋষিকন্যাদিগের উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধী-নতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সহমরণের প্রথা প্রবর্তিত হইয়া-ছিল এবং নীচ জাতীর মধ্যে বিধবা বিবাহ অবৈধ ছিল না। বৈদিক সময়ে মৃতদেহ কবরসাৎ বা ভস্ম করা হইত, এসময় কবরের প্রথা দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তার।

খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর হইতে গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ কাল মধ্যে ষড়দর্শন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল জগত, ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মিমাংসাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভূত ও প্রচারিত হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এই সময়ের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যায়।

গোরক্ষপুর জিলায় রোহিণী নদীতটে কপিলবস্তু নামে একটী নগর ছিল। এইখানে প্রাচীন ইক্ষাকু বংশের একটী শাখা শাক্য বংশ নামে বাস করিত। কথিত আছে ইক্ষাকু বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃ শাপে কপিলাশ্রমের একটী শাক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল, সেই জন্ত এই বংশটীকে শাক্য বংশ বলা হইত। কপিল গৌতমবংশীয়, আশ্রয় দাতারে

নামানুসারে শাক্য বংশীয়েরা গৌতম বংশীয় বলিয়াও উক্ত হয়। শাক্য বংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে এবং মায়া দেবীর গর্ব্ভে বুদ্ধের জন্ম হয়। শাক্য সিংহ, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, বুদ্ধ ও গৌতম শুদ্ধোদন পুত্রের এইপ্রকার নানা অভিধান। ইহাদের মধ্যে কোনটী তাঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় না। বুদ্ধের জন্মের কএক দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তখন মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি তাঁহার লালন পালন করিতেন। অতি অল্প বয়সে বুদ্ধ নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হন। বাল্যাবধি তিনি সাতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন, শৈশবাবস্থাতেও ক্রীড়া কৌতুকে তাঁহার আসক্তি ছিল না। শুনা যায় এক জন দৈবজ্ঞ সেই সময়ে বলিয়াছিলেন গৃহস্বামী হইলে শাক্য সিংহ চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, সন্ন্যাসাশ্রম করিলে সম্যক সম্বুদ্ধ অর্হত হইবেন। পুত্রের নির্জ্জনচিন্তাপ্রিয়তা দর্শনে পাছে সংসার বিরাগী হয় এই আশঙ্কায় শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের দুহিতা গোপা বা যশোধরা নামে গুণবতী কুমারীর সহিত অতি অল্পবয়সেই বুদ্ধের বিবাহ দেন। গোপার গর্ভে বুদ্ধের রাহুল নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু গুণবতী ভার্য্যা, পিতার স্নেহ, রাজ সিংহাসন, রাজ প্রাসাদের বিবিধ বিলাশ কিছুতেই তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিল না। পৃথিবী কেবল দুঃখ ক্ষেত্র, জীবন যন্ত্রণাময় জন্মজরা-ব্যাধিগ্রস্ত, জন্মে জন্মে কতই ক্লেশ মোহান্ধ মানুষের ভাগ্যে; কিরূপে এ কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবেন ও মনুষ্যসন্তানদিগকে মুক্ত করিবেন অহর্নিশি এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে ২৯ বৎসর বয়সে রাহুলের জন্মদিনে রজনী যোগে পিতৃ ভবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন এবং অনোমা নদীতীরে ভিক্ষু বেশ ধারণ করিয়া বৈশালি নগরে এক ব্রাহ্মণের নিকট

শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মনোমত শিক্ষালাভ হইল না। তখন প্রাচীন রাজগৃহের আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। সে ব্রাহ্মণও তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই। তথা হইতে তিনি পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উরুবিল্ব গ্রামে ছয় বৎসর সমাধি ও যোগাভ্যাস করেন। তপস্যায় মনোগত সিদ্ধ হইল না। তখন তপস্যা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে গয়ার অপর পার্শ্বে নিরঞ্জন নদীতটে বুদ্ধ গয়ার বুদ্ধিদ্রুম মূলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সমাধিগত হইয়া তিনি তপস্যার ও যাগযজ্ঞের আবশ্যকতা নাই, ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলে ও জগতকে প্রীতি করিতে পারিলে মুক্তি হয় এই মুক্তি জনন জ্ঞান লাভ করেন। তদনন্তর হিন্দুধর্ম্মের পুরাতন দুর্গ বারাণসীতে যাইয়া নূতন ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। এখানে কয়েক জন লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তথা হইতে মগধরাজ বিম্বসরের অনুরোধ ক্রমে রাজ গৃহে যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে দলে দলে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় এবং বিম্বসর বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে বারাণসী রাজগৃহ বৈশালি শ্রাবস্তি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগর সকলে দ্বাদশ বৎসর কাল সহস্র সহস্র লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া অবশেষে রাজকুমার ভিক্ষুবেশে মুণ্ডিত মস্তকে চিরপরিধান করিয়া জন্মভূমি কপিলবস্তুতে যাইয়া যশোধরা ও শুদ্ধোদনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাহুল ও শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোকদিগকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে দেশদেশান্তে ধর্ম্ম প্রচারণে পর্য্যটন করিয়া কুশী নগরে খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে বুদ্ধ মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই যশোধরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাক্যসিংহের মৃত্যু হইলে কাশ্যপ, আনন্দ, শনকবাস, উপাগুপ্ত, ধৃতক, কাল, বসুমিত্র, বুদ্ধানন্দী, বসুমিত্র, পার্থ, পুণ্যবশ, অশ্বঘোষ, কপিমার, নাগার্জ্জুন, কণদেব, রাহুলত, সংজ্ঞানন্দী, সঙ্ঘশেত, কুমারিল, জয়, বসুবন্ধু, মনোরত, পদ্মরত্ন, আর্য্যসিংহ মাশশত, পুণ্যমিত্র, প্রজ্ঞাতর ও বুদ্ধিধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধদিগের আচার্য্য হন। শনকবাস আলেকজাণ্ডারের আগমনের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কান্দাহারে, কাল সিংহল ও উড়িষ্যায়, বসুমিত্র সিন্ধুদেশে এবং কপিমার দক্ষিণাপথে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ১৩ অব্দে সঙ্ঘশেতের, খৃষ্টপর ২৩ অব্দে কুমারত বা কুমারিলের এবং খৃষ্টের ৭৪ অব্দে জয়তের মৃত্যু হয়। বসুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রাদিত্যের সমসাময়িক; খৃষ্টের ১৭৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মনোরত ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগ ও ফারগানায় এবং পদ্মরত্ন মধ্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ২০৯ খৃষ্টাব্দে পদ্মরত্নের মৃত্যু হয়। আর্য্যসিংহ ধর্ম্ম প্রচার করিতে কাবুলে গিয়াছিলেন, সেখানকার রাজা তাঁহাকে হত্যা করে। মাশশত মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে (মৃত্যু ৩২৮) ও পুণ্যমিত্র পূর্ব্ব ভারতবর্ষে (৩৭৮) বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রজ্ঞাতরের মৃত্যু হয়। তিনিই দক্ষিণাপথবাসী বুদ্ধি ধর্ম্ম নামে এক রাজপুত্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধিধর্ম্ম খৃষ্টের ৫২৬ অব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চীনদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বুদ্ধদেব স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মের কোন শাস্ত্র লিখিয়া যান নাই। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার উপদেশ সকল শিষ্যগণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। কথিত আছে তাঁহার তিন জন শিষ্য ত্রিপিটক নামে ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ত্রিপিটক তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ।

প্রথম খণ্ড অভিধর্ম্ম পিকট কাশ্যপ কর্তৃক, দ্বিতীয় খণ্ড সূত্র পিকট আনন্দ কর্তৃক এবং তৃতীয় খণ্ড বিনয় পিকট উপালি কর্তৃক সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমেও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক গুহ্যকথার মীমাংসা হয়। মগধে অজাতশত্রুর রাজত্ব ও কাশ্যপের আচার্য্যত্ব কালে প্রথম সঙ্গম, ইহার এক শত বৎসর পরে কালাশোকের রাজত্ব ও উপাগুপ্তের আচার্য্যত্ব কালে দ্বিতীয় সঙ্গম এবং মগধে অশোকের রাজত্বকালে বসুমিত্রের সভাপতিত্বে তৃতীয় সঙ্গম আহূত হয়।

বুদ্ধ উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু বলিয়াছেন, ইচ্ছা ও জ্ঞানপূর্ব্বক কেহ জগৎ সৃষ্টি করে নাই, জগৎ চিরকাল এই অবস্থায় আছে। কর্ম্মফল ভোগ করিতে জীব বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে, কিন্তু জন্মমাত্রই দুঃখের কারণ; বাসনা সংযত করিয়া, মৈত্র আচরণ করিয়া জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়াই বৌদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য। জীবহিংসা করিবে না, চুরি বা পরদার করিবে না, মিথ্যা বলিবে না ও মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না এবং ভিক্ষুগণ স্বেচ্ছাচার বা বিলাস রত হইবে না। যতিগণ মস্তক মুণ্ডন, রক্তাম্বর পরিধান, কমণ্ডলু, চর্ম্মাসন ও সমূহাবস্থান অবলম্বন করিবে এবং সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিবে। পরলোক নাই, যত দিন জীব নির্ব্বাণ লাভ না করে ততদিন সংসারে নানা জন্মলাভ করিবে, কিন্তু একবার নির্ব্বাণ লাভ করিলেই জন্মজরা মৃত্যু এড়াইয়া আত্মা বিলোপ পাইবে। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র যবন সকলেরই শাস্ত্র চর্চ্চায় ও নির্ব্বাণ লাভে সমান অধিকার। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাহারা যে দেব দেবী পূজা করিবে না সহ-

জেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা বিশ্বাস করে যে কার্য্যগুণে মনুষ্য জন্মান্তরে বোদ্ধিসত্ত্ব প্রভৃতি উন্নত জীবের পদবী লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধেরা মঠ মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুখে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা মহায়ন ও হীনায়ন নামে দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মহায়ন সম্প্রদায় মহাসাংঘিক ও স্থবির নামে দুই দলে এবং ইহাদের মধ্যে আবার মহাসাংঘিক সাত ও স্থবির সম্প্রদায় এগার দলে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে ধর্ম্মে ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার অনুমোদন সেখানেই বিভিন্ন মতের সৃষ্টি। এখন অনেক স্থানেই বৌদ্ধগণ পৌত্তলিক।

বুদ্ধ দেবের জীবন কাল মধ্যে কৌশাম্বী, শ্রাবস্তি ও বৈশালি নামে তিনটী রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মগধের রাজা বিম্বসব বুদ্ধদেবকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাত শত্রু পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও প্রকাশ্যে আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং তাঁহারই সময়ে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গমে বুদ্ধের ধর্ম্মের মত সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসা হয়। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধির যেরূপ বাসনা ছিল ধর্ম্ম প্রচারের সেরূপ ছিলনা। এই সময়ে বিভিন্ন বিভাগের রাজগণ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অজাত শত্রুর সহিত শ্রাবস্তি ও কৌশাম্বীর রাজা-দের সর্ব্বদা বিবাদ হইত। অজাত শত্রু কপিলবস্তু অধিকার করিয়া ধ্বংস করেন। তিনিই পাটলিপুত্র নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে মগধ আর্য্যাবর্ত্তে প্রধান রাজ্য হইয়া উঠে।

খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে বিপাশা তটে আলেকজাণ্ডার বিজয়িনী শক্তির সংযম করেন। তিনি গ্রীশ দেশের অন্তর্গত মাকিদনের

রাজা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে পারস্যের রাজারা গ্রীশ দেশ আক্রমণ করিয়া বড় উৎপাত করিত। সেই পারস্য দেশীয় একজন রাজা দারায়ুস হস্তাপ্প একবার সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থা হইয়া পড়ে; সেই সুযোগে আলেকজাণ্ডার পারস্য অধিকার করিয়া লন। তথা হইতে তিনি পূর্ব্ব মুখে পঞ্জাবে আসিয়া প্রবেশ করেন; সেখানে পুরু-নামধেয় একজন রাজা তাঁহার গতি রোধের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। সেই সময়ে তক্ষশিলা নামে আর একটী রাজ্যও পঞ্জাবে অবস্থিত ছিল। তক্ষশিলার রাজা পুরুর বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সময়ে নন্দবংশ মগধে রাজত্ব করিত। চন্দ্র গুপ্ত নামে এক জন বিদ্রোহী তথা হইতে পলায়ন করিয়া সিকন্দরের শিবিরে উপস্থিত হন। পরে তিনি পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া লন। খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মগধের রাজা নন্দ হত হইলে চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য আপনা আপনি অংশ করিয়া লইয়াছিল। এইরূপে সেলুকস পূর্ব্বাংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। চন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দুর করিয়া দেন। চন্দ্রগুপ্ত মুরি নামে নন্দবংশীয় রাজার এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্য এই বংশটী মৌর্য্য নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন এই চন্দ্র গুপ্তই কালাশোক নামে বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং তাঁহারই সময়ে পূর্ব্বোক্ত বৈশালি সঙ্গম ঘটিয়া-

ছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কি তাঁহার পুত্র অমিত্রঘাতী বিম্বুসর বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই বিম্বুসরের পুত্র বিখ্যাত প্রিয়দর্শী বা অশোক বর্দ্ধন। অদ্যাপি ভলগা হইতে জাপান ও শ্যাম দেশ হইতে সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত অশোকের নাম ইতর সাধা- রণ লোকে উল্লেখ করে। তাঁহার উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। অশোক রাজা হইবার দশ বৎসর পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম মতের পবিত্রতা রক্ষা করিতে, চৈত্য দেহগোপ ও আরাম স্থাপন করিতে, পশুদিগের ও মনুষ্যদিগের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতে, এবং তাম্র শাসনে বা গিরিদেহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার মত খোদিত করিয়া প্রচার করিতে তাঁহার জীবন কাল অতিবাহিত হয়। অদ্যাপি দিল্লী, এলাহাবাদ, কপূর্দগিরি, গির্ণার ও ধব- লীতে স্তম্ভ বা গিরিগাত্রে তাঁহার শাসন সকল লিখিত রহি- য়াছে। অশোকের পুত্র মহীন্দ্র খৃষ্ট জন্মের ২৩০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে সিংহলে যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার প্রেরিত দূতগণ দাক্ষিণাত্যে চোল, পাণ্ড্য সত্যপুত্র, ও কেরল দেশে এবং পশ্চিমে গ্রীশ দেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুসমাচার লইয়া গিয়া- ছিল। সিংহল হইতে ব্রহ্ম (৪৫০ খৃষ্টাব্দে) এবং শ্যাম দেশে (৬৩৮ খৃষ্টাব্দে) বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যাবা দ্বীপে এবং তথা হইতে বালী দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করে।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিম্বুসরের ঔরসে ও সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশো- কের জন্ম হয়। বাল্যকালে অশোক অতিশয় দুর্বিনীত ছিলেন। পিঙ্গলবৎস নামে এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত অশোকের দুর্বিনীত- ভাবও বৃদ্ধি হইতে থাকে। তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী

হইলে, তাহাকে দমন করিবার জন্য বিন্দুসর অশোককে প্রেরণ করেন। হয়ত এ দুরূহ কার্য্যে পুত্রের মৃত্যু হইলে বিন্দুসর তাদৃশ দুঃখিত হইতেন না। সুসীম নামে অশোকের এক বৈমাত্রেয় এবং বিগতাশোক নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। সুসীম পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহদমনে সফল হইলে বিন্দুসর তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকাইয়া, সুসীমকে তক্ষশিলার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রাজমন্ত্রী রাধগুপ্ত অশোকের পক্ষে ছিলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে বিন্দুসর মৃত্যুশয্যায় অশোককে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে অশোক মগধের সিংহাসন লাভ করেন (খৃঃ পূঃ ২৭০)। ওদিকে সুসীম বিদ্রোহী হইয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। যাহা হউক, শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে হত্যা করিয়া অশোক আপন পদ দৃঢ় করিয়াছিলেন। সিংহাসনে নিঃশঙ্ক হইয়া অশোক ভোগ বিলাসে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার অত্যাচার ও দুষ্কর্ম্মের সীমা ছিল না। কালক্রমে উপগুপ্ত নামে বৌদ্ধ যতির উপদেশে তাঁহার চৈতন্য জন্মে। তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহার বিলাসলালসা বা অত্যাচারিতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার সুশাসনে বিস্তৃত মগধরাজ্য রামরাজ্যের ন্যায় হইয়া উঠে। তাঁহার রাজত্ব কালে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় মহাসভা হয়। খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। তিন প্রকার চরিত্রগুণে অশোক তিনটী আখ্যা পাইয়াছিলেন, চন্দ্রাশোক, কামাশোক, ধর্ম্মাশোক।

অশোকের পরে কাশ্মীরের রাজা সক বংশীয় কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পিতামহ হুবিষ্ক কাবুলে রাজত্ব করিতেন। পরে সে সিংহাসন হারাইলে কাশ্মীর অধিকার করিয়া লন এবং ক্রমে মথুরা পর্য্যন্ত রাজ্য বৃদ্ধি করেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র হুষ্ক উভয়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা অগ্নিরও উপাসনা করিতেন। কনিষ্কের সময় কাশ্মীর রাজ্য কাবুল হইতে হিন্দুকুশ দিয়া কোকন ও ইয়ারকান্দ পর্য্যন্ত এবং লাডক ও হিমবন্ত হইতে যমুনা দোয়াব, রাজপুতনা, গুজরাট, সিন্ধু ও সমস্ত পঞ্জাবে বিস্তৃত ছিল। কনিষ্কের মৃত্যুপরে কাশ্মীর রাজ্য কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অবশেষে ১০৪ খৃষ্টাব্দে মেঘবাহন কাশ্মীরের রাজা হইয়া কলিঙ্গ ও উড়িশ্যা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন মেঘবাহন চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের পরে বল্লভী আর্য্যাবর্ত্তে একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য হইয়া উঠে। বল্লভী গুজরাট দেশে, আনহলুরা বল্লভী বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। ১৪৪ খৃষ্টাব্দে কণকসেন এই রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা চারি শত বৎসর এখানে রাজত্ব করিয়া ছিলেন; পরে সেন বংশ রাজা হয়। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে পারসিকেরা বল্লভী আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখন গোহ চিতোরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি গোহলোট নামে উদয়পুরে রাজত্ব করিতেছেন।

বাঙ্গালাও একটী প্রাচীন রাজ্য। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সিংহ নৌযানে বঙ্গোপসাগর পার হইয়া সিংহল আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লন। যখন চীনদেশীয় হুয়েন্থ সাঙ্গ বৌদ্ধ

ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিবার মানসে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাম্রলিপি কিরণ সুবর্ণ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশের পরে পাল বংশীয়েরা বাঙ্গালার বিখ্যাত রাজা। তাঁহারা পশ্চিম বাঙ্গলা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন। ভূপাল এই বংশের স্থাপয়িতা। পাল বংশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গৌড় ইহাদের রাজধানী ছিল। যখন পালবংশীয় রাজাগণ পশ্চিম বাঙ্গালায় তখন সেন বংশ পূর্ব্ব বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী। এই বংশীয় প্রথম রাজা বাঙ্গালা ইতিহাসে আদিশূর নামে খ্যাত। তিনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে বেদ বিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে ছান্দড়, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ ও ভট্টনারায়ণ নামধেয় পঞ্চ সদ্ ব্রাহ্মণ আনাইযাছিলেন। বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা ইহাঁদের সন্ততি এবং ইহাঁদেরই অনুচর পঞ্চ এদেশীয় কায়স্থ দিগের আদিপুরুষ। এই বংশীয় আর এক জন রাজা বল্লালসেন বাঙ্গালায় কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। বল্লালের সময়ে বাঙ্গালা দেশ, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে অন্ধ্র বংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে রাজ্য করিতেন। মগধ, মালব, উজ্জয়িনী, বরঙ্গুল, ত্রৈলঙ্গ ও দক্ষিণ উড়িশ্যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য এই বংশীয় রাজা, উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল। সেই সময়ে উত্তর দিক হইতে শক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে, বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া দেন। বিক্রমাদিত্য

খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রাজ্য করিতেন তদবধি সম্বৎ শকের গণনা হয়।

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য, চল ও চের বংশীর রাজারা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মদুরা পাণ্ড্যরাজগণের, কাঞ্চিপুর ও তাঞ্জোর চল বংশীয়দিগের এবং মলবর উপকূলে চেরদিগের রাজধানী ছিল। মুসলমান আক্রমণের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেশরী ও তৎপরে গঙ্গা বংশীয় রাজগণ উড়িশ্যায় রাজত্ব করিতেন। যযাতী কেশরী, অনঙ্গভীম ও লাঙ্গুলী নৃসিংহদেবের অদ্ভুত কীর্ত্তি অদ্যাপি ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি, পুরী ও কোণার্কে বিরাজিত রহিয়াছে।

সেলুকশের মৃত্যুর পরে গ্রীশদেশীয় আর কয়েক জন রাজা পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। বাক্‌ট্রিয়ার অন্তর্গত বাল্‌খ নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। অবশেষে সোটার বংশীয় কয়েক জন গ্রীক রাজা পঞ্জাবে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আরো কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জল বুদ্‌বুদের ন্যায় উদয় হইয়া লোপ পাইয়াছে। কোন গ্রন্থে তাহাদের নামোল্লেখও নাই। বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, সিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি কয়েকটী নাম এই ঐতিহাসিক তিমির মধ্যে উজ্জ্বলিত। এই সকল রাজ্য একে একে পরাজিত করিয়া মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার—প্রথম মুসলমান আক্রমণ।

মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। খৃষ্টের ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। সে সময়ে আরবীয়েরা গ্রহ নক্ষত্র এবং নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তী পূজা করিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে মিসর, পালেস্তিন ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে মক্কা আরব দেশের একটী প্রধান নগর হইয়া উঠে। নানা দেশীয় বণিক গণ এখানে সমবেত হইত। এই মক্কার কাবা নামক মন্দিরে আলিলাট নামে এক দেবতা এবং এই মন্দিরের পার্শ্বে জেমজেম নামে একটী পবিত্র কূপ ছিল। আরবেরা এই মন্দির ও কূপকে প্রগাঢ় ভক্তি করিত এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া এখানে তীর্থ করিত। সুতরাং কাবা কালক্রমে বিশেষ সমৃদ্ধি শালী হইয়া উঠে। কোরেশ নামক এক সম্ভ্রান্ত বংশ এই মন্দি রের তত্ত্বাবধারণ করিতেন ; এই কোরেশ বংশেই মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলমানেরা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক, তাহারা দেবদেবী পূজা করে না বা ঈশ্বরের মনুষ্যরূপে জন্ম-গ্রহণ, মনুষ্য বংশে সন্তানোৎপাদন স্বীকার করে না। তাহারা বলে নিজগুণে, পবিত্রতা, সৎকার্য্য ও প্রার্থনা দ্বারা আপন আপন মুক্তিলাভ করিতে হইবে। এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের মুক্তি লাভে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে না। মহম্মদও ঈশ্বরের অবতার নহে, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারক মাত্র। ধার্ম্মিকেরা স্বর্গে সুখে বাস করে এবং পাতকীরা নরকে নানা যন্ত্রণা পায়।

বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার অন্যায় নহে, ধর্ম্মযুদ্ধে মরিলে মনুষ্য স্বর্গ লাভ করে।

বাল্যকালেই মহম্মদ পিতা মাতা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ মুত্তালিব ও পিতৃব্য আবুতালিব তাঁহার লালন পালন করিতেন। বিংশতি বৎসর বয়সে মহম্মদ সওদাগরদিগের সহিত দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। মক্কায় খাদিজা নামে একটী ধন শালিনী বিধবা বাস করিত, তাহারও বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল। কিছু দিন পরে ইহার নিকট মহম্মদ চাকরী করেন; অবশেষে তিনি ইহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাদিজাকে বিবাহ করিবার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে মহম্মদ আপন ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। খাদিজা তাঁহার প্রথম শিষ্য। মহম্মদ প্রথমে অতি গোপনে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন তথাপিও তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কোরেশবংশ পৌত্তলিকতায় ভক্তির জন্য দেশ মধ্যে বিখ্যাত ছিল; এবং কাবা মন্দিরের রক্ষকস্বরূপে পৌত্তলিকতা হইতেই তাহারা বিশেষ ধনবান হইয়াছিল। সুতরাং মহম্মদ তাহাদিগের বংশধর হইলেও তাহারা যে তাঁহাকে বিশেষ উৎপীড়ন করিবে অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাহাদিগের উৎপীড়নে অবশেষে মক্কা ছাড়িয়া মহম্মদকে মেদিনায় পলাইতে হয়। মেদিনায় পলায়ন বৎসর (খৃ ৬২২) হইতে মুসলমানেরা আপনাদের হিজিরা শক গণনা করে। মেদিনায় মহম্মদের কতকগুলি শিষ্য ছিল তাহারা তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। এই মেদিনা হইতে মহম্মদের জীবিতাবস্থায়ই আরবদেশের নানা ভাগে মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও অধিকার যুগপৎ প্রচারিত হয়। খৃ ৬৩২ অব্দে জ্বর রোগে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণকে খলিফা বলে। আবু বাখর প্রথম ৬৩২-৩৪, ওমার দ্বিতীয় ৬৩৪-৪৩, অথমান তৃতীয় ৬৪৩-৫৪ ও তাহার পর মহম্মদের জামাতা আলি ৬৫৪-৬৬০, খলিফা হন। অনেক মুসলমানে প্রথম তিন জনকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করে না; তাহারা আলিকেই প্রথম খলিফা ধরিয়া লয়; ইহাদিগকে সিয়া বলে অপর পক্ষের নাম সুন্নি। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ মুসলমানই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

মহম্মদের মৃত্যুপরে মুসলমানেরা অপ্রতিহত বেগে বিদেশ জয়ে বহির্গত হয় এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সিরিয়া, পালস্তিন, মিসর, পারস্থ, সাইপ্রস, রোডস উত্তর আফরিকা জয় করে। তখন সিন্ধুদেশে রায়বংশীয় রাণাকে বিনাশ করিয়া চাচ নামে এক ব্রাহ্মণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রায় ও ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজগণের সহিত পারসিক রাজাদিগের সর্ব্বদা কলহ হইত। সুতরাং পারস্থ জয়ের অব্যবহিত পরেই যে মুসলমানেরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবে আশ্চর্য্য নহে। খলিফা ওমানের রাজত্ব কালে এক দল মুসলমান সৈন্য বোম্বায়ের সন্নিকটে টানা এবং সিন্ধুমুখে দেবল নগর আক্রমণ করে। এই প্রথম চেষ্টায় মুসলমানেরা তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এবং যদিও ৬৬৩ খৃঃ অব্দে মহল্লব সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ছিলেন তথাপি সে নাম মাত্র। একে পারস্থ জয় তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় নাই, তাহাতে মুসলমানদিগের গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। ভারত বিজয়ের আর একটী প্রধান অন্তরায় ভারতবাসীদিগের হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মে রাজা কেবল রাজ্যপতি নহেন ধর্ম্মেরও রক্ষক। সুতরাং হিন্দু রাজত্ব নাশ হইলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার ভয়ে ভারতবাসীরা অন্য দেশের লোক অপেক্ষা অধিকতর

আগ্রহে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। পুনশ্চ আফগানস্থানের মরুমধ্য দিয়া সিন্ধু জয়ে সৈন্য প্রেরণ অত্যন্ত দুরূহ, অল্প সৈন্য আসিলে বিনষ্ট হয়, অধিক সংখ্যক হইলে অনাহারে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। এজন্য বহু দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সৈন্য প্রেরণে মুসলমান খলিফাদিগের তাদৃশ উৎসাহ ছিল না।

খৃঃ ৭০৫ অব্দে ওয়ালিদ খলিফাৎ প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে সিংহল হইতে আট খানি জাহাজে খলিফার নিমিত্ত বহুমূল্য উপঢৌকন আসিতেছিল, পথিমধ্যে দেবলের জলদস্যুরা তাহা হরণ করিয়া লয়। এই আক্রোশে ওয়ালিদ সিন্ধু আক্রমণ করিবার জন্য মুসলমান সৈন্য প্রেরণ করেন। চাচ ব্রাহ্মণের পৌত্র দাহির তখন সিন্ধুদেশের রাজা। মুসলমানেরা দুইবার আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। তখন মহম্মদ কাশিম সিন্ধু জয়ে প্রেরিত হন। যে সময়ে পশ্চিম রাজ্যে মুসলমানেরা স্পেন এবং উত্তরে খারিজম অধিকার করে, ঠিক সেই সময়েই কাশিম দাহিরকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু অধিকার করিয়া লন (খৃঃ ৭১৩)। ইহার ছয় মাস পরে ওয়ালিদের মৃত্যু হয় এবং কাশিম বোগদাদে আহূত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

কাশিমের মৃত্যু পরে দাহিরের পুত্র জয়শ্রী বিদ্রোহী হইয়া ব্রাহ্মণাবাদ পুনরধিকার করিয়া লন। ৭১২ খৃঃ অব্দ হইতে দশম শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত সিন্ধুদেশে অনেক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা বারম্বার বিদ্রোহী হইলেও ক্রমে মুলতান, কাশ্মীর এবং গুজরাট উপকূলে বরদা পর্য্যন্ত মুসলমানদের হস্তগত হয়।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফাদিগের রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। চতুর্দ্দিকে অধীন সামন্তগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন

রাজ্য স্থাপিত করিয়া লয়। সামনি নামক মুসলমানেরা খোরাসান অধিকার করে এবং দুই জন মুসলমান আমির সিন্ধুদেশে মুলতান ও মানসুর নামে দুই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। সিন্ধুদেশের দক্ষিণ অংশ লইয়া মানসুর গঠিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মামুদ গাজি এই দুই রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করেন।

যখন মুসলমানেরা প্রথম সিন্ধুদেশ জয় করে, তখন তাহারা দেশের অবস্থা, রীতি নীতি কিছুই জানিত না। সুতরাং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য এদেশীয়গণ সমুদায় ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও মুসলমান সৈন্যেরা বৃত্তি স্বরূপ জায়গির পায়, কিন্তু তাহাদের কর্ষণ করিবার অবসর ছিল না। এজন্য পুরাতন কৃষাণেরাই তখনও নিজ নিজ ভূমি কর্ষণ করিত, কেবল জায়গিরদারকে খাজানা স্বরূপ কিছু দিতে হইত। যাহারা জায়গির না পাইত, তাহাদিগকে বেতন ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ দেওয়া হইত। সৈনিক গণকে কোন প্রকার কর দিতে হইত না; দেশীয়দিগকেও সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করা হইত। কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের কোন প্রকার সংস্রব ছিল না। মুসলমানেরা স্বপ্রতিষ্ঠিত নগর সকলে বাস করিত; ইহাদিগের অধিকাংশ দেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়াছিল। দেশীয় সৈনিকেরা প্রায়শঃ যুদ্ধ সমাপনান্তে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কখন কখন বিদেশ জয়েও প্রেরিত হইত।

যুদ্ধ কোলাহলের কথঞ্চিত অবসান হইলে সিন্ধুবাসী মুসলমানেরা বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্থলপথে তাতার, কাবুল প্রভৃতি এবং জলপথে সিংহল, চীন, কনষ্টান্টিনোপাল ও আরব দেশের সহিত আমদানি রপ্তানি

চলিত। এই সময়ে মুলতান আসিয়ামহাদেশে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে*। অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা সিন্ধু দেশীয় হিন্দুরা মুসলমানদিগের হস্তে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অল্প অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল। সিন্ধুদেশে অল্প সংখ্যক মুসলমান বসতি করিত। তাহাদের হিন্দুধর্ম্ম বিনাশ করিবার সামর্থ ছিল না। এজন্য আমরা দেখিতে পাই কোন নগরে রাজদরবারে বেতন দিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাখা হইত; রাজকীয় উচ্চতম পদে ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত হইতেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় পুরোহিতগণ দেবসেবার উপস্বত্ব গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সময় পাইলেই মুসলমানেরা ধর্ম্মান্ধতার পরিচয় দিত।

ভূমির খাজানা এবং জিজিয়া নামক কর হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হইত। হিন্দুদিগের বিচার কার্য্য গ্রাম্য পঞ্চায়তের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত এবং মুসলমান জন্য কাজি ছিল। হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ হইলে কাজি কোরাণানুসারে বিচার করিতেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে প্রথম মুসলমানদিগের অধিকারকালে সিন্ধু দেশস্থ হিন্দুদিগের তাদৃশ কষ্টের কারণ ছিল না।

---

* মুলতান হইতে হিন্দু সওদাগরেরা মধ্যআসিয়ার নানা স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত। বোধ হয় তাহাদিগেরই প্রতিষ্ঠিত একটী দেব মন্দির কাস্পিয়ান সাগর তটে অদ্যাপি অবস্থিত রহিয়াছে; ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু যাজকেরা এখনও সেখানে যাইয়া রীতিমত দেবতার পূজা করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

গজনভি বংশ—সবক্তাগিন ও মামুদ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বোগ্দাদের খলিফাগণ কথঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইলে চতুর্দ্দিকে স্বাধীনরাজ্য সকলের উদয় হইতে থাকে এবং সামনি বংশীয়গণ খোরাসানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এই বংশের পঞ্চম রাজার আলপ্তাগিন নামে একটী বিশ্বাসী দাস ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে আলপ্তাগিনের খোরাসানে তিষ্ঠান ভার হয়; তখন তিনি গজনীতে আসিয়া একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন।

এই সময়ে দিল্লী, কনোজ, চিতোর, কালঞ্জর, গুজরাট, লাহোর, ও বঙ্গদেশে এক একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত ছিল। দিল্লীতে তুয়ার বংশ, কনোজে (১) রাঠোরবংশ, চিতোরে গেলট-বংশ, গুজরাটে সোলাঙ্কী বংশ, লাহোরে পালোপাধিধারী ব্রাহ্মণবংশ ও বঙ্গদেশে সেনবংশ রাজত্ব করিত।

প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, বাক্ট্রিয়া দেশে সোটর উপাধিধারী গ্রীক রাজগণ আধিপত্য করিতেন। বার্ত্তিগিন নামক এক জন তুর্কি মুসলমান অষ্টম শতাব্দীতে সেই সোটর বংশ নিপাত করিয়া কাবুল অধিকার করেন। খৃঃ ৮৫০ অব্দে পাল উপাধিধারী লাহোরের ব্রাহ্মণ রাজারা তুর্কি-দিগকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া কাবুল লাহোরের অধিকার-

---

(১) আনন্দপাল দেব দিল্লী স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া কনোজে রাজধানী করিয়াছিলেন, তদবধি একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কনোজ রাঠোর বংশের অধীন ছিল।— Cunningham

ভুক্ত করিয়া লন। আলপ্তাগিন খোরাসান হইতে বহিস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দূরীভূত করিয়া কাবুলে পুনরায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন।

এখন হইতে লাহোরেও ব্রাহ্মণগণ নিরাপদ হইয়া বাস করিতে পারেন নাই। আলপ্তাগিনের সবক্তাগিন নামে একটী ভৃত্য ছিল। প্রভুর জীবিতাবস্থায় সবক্তাগিন অনেক-বার সিন্ধুতটবর্ত্তী দেশ সকল আক্রমণ করেন। অনন্তর আল-প্তাগিনের মৃত্যু হইলে সবক্তাগিন গজনীর সিংহাসনে অধি-রোহণ পূর্ব্বক অধিকতর উৎসাহ সহকারে সিন্ধু প্রদেশে উৎপাত করিতে আবস্ত করিলেন। লাহোরপতি জয়পালের ধৈর্য্যের অবসান হইল। তিনি আক্রমণকারীদিগকে দূরীভূত করিতে সসজ্জ বহির্গত হইলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহাকে সসৈন্য পলাইয়া আসিতে হয়। সবক্তাগিন ইহার পরে আর কয়েকবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন; অবশেষে জয়পালের সহিত সন্ধি হয়।

পঞ্জাবে সবক্তাগিনের আক্রমণ ক্ষেত্রে তৎপুত্র যৌবনোন্মত্ত মামুদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অসীম সম্পত্তি ও হীনবীর্য্য সৈন্য সকল দেখিয়া আসেন বাল্যাবধি তাঁহার বাসনা ছিল, উদ্ধত রাজপুতদিগকে কোরাণ পড়াইবেন এবং ভারতবর্ষীয় নগর সকলের লুণ্ঠিত মণি মুক্তায় গজনীর শিলা সকল আচ্ছাদিত করিবেন।

খৃঃ ৯৯৬ অব্দে মামুদ পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়াই চিরাভিপ্রেত সুসিদ্ধ করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি (খৃঃ ১০০০—১০২৫) ক্রমান্বয়ে সপ্তদশ বার ভারতবর্ষে যুদ্ধার্থ আগ-মন করেন। জয়পাল ও তাঁহার বংশীয়েরা সহজে পরাজিত

হইবার নহে; অধিকাংশ যুদ্ধযাত্রা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে, কয়েকটী কার্ম্মেশিয় মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ও অপর গুলি প্রসিদ্ধ স্থান সকল লুণ্ঠনার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল। মামুদ কাশ্মীর বিজয়ার্থ দুইবার লোহকোট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, দুই বারই বিফল হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয়। তাঁহার আক্রমণ সকলের মধ্যে ১০০৮-৯ খৃষ্টাব্দে নগরকোট বা কোটকাঙ্গাড়ার লুণ্ঠন, ১০২০ অব্দে শিবগঙ্গা তটে যুদ্ধ ও ১০২৪ অব্দে সোমনাথ আক্রমণ সুপ্রসিদ্ধ। কোট কাঙ্গাড়া বহু দিনের তীর্থস্থান। জয়পালের পুত্র আনন্দ পাল এইখানে আক্রমণকারীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হন। ইহার পর শিবগঙ্গা তটে সমগ্র হিন্দুরাজা মামুদের দণ্ড-বিধানার্থ সমবেত হন, কিন্তু এখানেও তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হয়।

গুর্জ্জর দেশের প্রান্তভাগে সোমনাথ একলিঙ্গের মন্দির ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে হিন্দুগণ সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ উপলক্ষে এখানে আগমন করিত; সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গাজল আনিয়া প্রতিদিন একলিঙ্গের স্নান করান হইত; মন্দির মধ্যে দীপশলাকার আবশ্যক ছিল না; হীরক জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইত, এবং তীর্থাগত ব্যক্তিদিগের উপহার ধনে মন্দির পরিপূরিত হইয়াছিল। যখন ইতঃপূর্ব্বে নগরকোট ও থানেশ্বর লুণ্ঠিত এবং তত্রত্য দেবদেবীগণ যবন-স্পর্শে কলঙ্কিত হয়, সোমনাথের ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন যে একলিঙ্গের অনুগ্রহ হ্রাস হওয়াতে তত্তৎ দেবগণকে দুরবস্থা ভোগ করিতে হইয়াছিল কিন্তু একবার গুজরাটে আসিলে বিধর্ম্মী সমুচিত শাস্তি পাইবে। এতৎ শ্রবণে মামুদের হৃদয়ে যুগপৎ জিগীষা ও সাহসিকতার উদ্ভব হয়। তিনি সমুচিত সজ্জা করিয়া মন্দির দ্বারে

উপস্থিত হইলেন। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণেরা পরাজিত হইল, বিগ্রহ ত্রিখণ্ডিত হইলেন, অসীম ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া মামুদ পরমানন্দে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। একবার তাঁহার বাসনা হইয়াছিল, গুজরাটে রাজধানী স্থাপন করিবেন, কিন্তু সভাসদ্দিগের পরামর্শে অগত্যা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

মামুদ এক সঙ্গে ছয় মাসও ভারতবর্ষে বাস করেন নাই। তাঁহার আগমনোপলক্ষে কি হিন্দু কি মুসলমান রাজা সকলেই দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত, আবার আক্রমণকারীর অনবস্থিতি কালে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিত। ইহাও মামুদের এতবার ভারতবর্ষ আক্রমণের একটী প্রধান কারণ। বস্তুতঃ স্বীয় শৌর্য্য প্রদর্শন ও অপরিসীম রত্ন লুণ্ঠন ব্যতীত, মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাদৃশ পরাক্রমশালী এবং জয়প্রত্যাশী ছিলেন না, এ জন্য অল্প কাল মধ্যেই মামুদের আক্রমণের শেষ চিহ্ন অপসারিত হয়। সুতরাং সুলতান মামুদকেও ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের স্থাপয়িতা বলা যাইতে পারে না।

মামুদ যুদ্ধ বিগ্রহের ন্যায় কাব্য-রসেরও প্রিয় ছিলেন। এ জন্য বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার সভামণ্ডপ দিগ্‌দেশীয় কবিগণের আশ্রয় স্থান হইয়াছিল। কথিত আছে শাহনামারচয়িতা ফীর্দূসী একদা একটী শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলে মামুদ মোহিত হইয়া আদেশ করেন, কবি তাদৃশ যত গুলি কবিতা শুনাইতে পারিবেন, মামুদ তত গুলি সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিবেন। মামুদ নিতান্ত কৃপণ-স্বভাব ছিলেন, আশা পাইয়া

ফীর্দ্দৌসী গৃহ হইতে ষষ্ঠী সহস্র শ্লোকপূর্ণ শাহনামা আনিয়া মামুদকে শুনাইলেন। তখন মামুদ কেবল ষষ্ঠী সহস্র রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কারের আদেশ করিলেন। নিরাশায় ভগ্নচিত্ত হইয়া ফীর্দ্দৌসীর মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহম্মদ ঘোরি—ও দাসবংশ।

গজনভি বংশের যশঃ-সূর্য্য মামুদের সহিত অস্তমিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল না। কেবল দুই একজন মাত্র মামুদের কীর্ত্তি বজায় রাখিতে কথঞ্চিৎ যত্নবান হইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতেতিবৃত্তে তাঁহাদের উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই গজনভি বংশীয় রাজা বাহরমের রাজত্ব কালে কাবুলের ঈশান কোণস্থ ঘোর বংশীয়দিগের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং এই বংশীয় রাজা আলা-উদ্দীন বাহরমকে পদচ্যুত করেন। তখন বাহরমের পুত্র খসরু পঞ্জাবে আশ্রয় লন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। খসরুর পুত্র খসরু মালিক গজনভি বংশের শেষ রাজা।

কাবুল অধিকার করিয়া আলাউদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্র গয়াস উদ্দীন ও সাহেব উদ্দীনকে যুগপৎ গজনীতে রাজত্ব করিতে নিযুক্ত করেন। গয়াস নম্রস্বভাব কিন্তু সাহেব উদ্দীন বা মহম্মদ ঘোরি দারুণ জয়স্পৃহ ছিলেন, তাঁহা হইতেই যথার্থতঃ ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। মহম্মদ ন্যূনাধিক একাদশ বার পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ আক্রমণ করেন। মামুদের ন্যায় পুরাতন রাজ্য বিনষ্ট করিয়াই ঘোরি সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার

অনবস্থিতি কালে তিনি কুতব উদ্দীন নামক বিশ্বাসী ভৃত্যকে শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া যাইতেন, সুতরাং লব্ধ সাম্রাজ্য অপহৃত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

প্রথমতঃ মুলতান (১১৭৫) প্রভৃতি অধিকার করিয়া মহম্মদ গুজরাট দেশস্থ আনহলবা * আক্রমণার্থ প্রস্থান করেন। তখন ভীমদেব গুজরাটের রাজা। সঙ্কট যুদ্ধে ঘোরি পরাজিত হইয়া (১১৭৮) দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে ঘোরি গজনভী বংশের শেষ রাজা খসরু মালিককে কৌশলে কারাবদ্ধ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ যুদ্ধ দিল্লীপতি পৃথুরাওর সহিত সরস্বতী তটে স্থানেশ্বর নগরে ঘটিয়াছিল (১১৯১)। দিল্লী রাজের সেনাপতি গোবিন্দ রাওর [illegible] ও সাহসিকতায় মহম্মদ পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া কাবুলে পলায়ন করেন।

এই সময়ে রাঠোর বংশীয় জয়চন্দ্র কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেন। জয়চন্দ্র ও পৃথুরাও দিল্লীর সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ; সমগ্র দেশ এই গৃহযুদ্ধে দুই দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ; সুবিধা পাইয়া অধ্যবসায়শীল ঘোরি পুনরায় সরস্বতী তটে উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর পৃথুরাও হত হইলে, হিন্দু রাজলক্ষ্মী যবনের অঙ্কগত হইলেন (১১৯৩) কুতবকে দিল্লীতে রাখিয়া ঘোরি গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পর বৎসর তিনি প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রাবর নগরে জয়চন্দ্রকে আত্মদ্রোহিতার পরিণাম শিক্ষা দেন।

ভারতবর্ষের বায়ুকোণে গোক্কুর নামে এক দল অসভ্য বাস করিত। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ইহারা বিদ্রোহী হইলে ঘোরি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করেন।

* এই স্থানটীর সংস্কৃত নাম অনহিল্লপুর।

দেশে প্রত্যাগমন কালে নদীতটে পট মণ্ডপে সুখে শয়ান আছেন, এমন সময়ে দুই জন গোক্কুর নীরবে নদী পার হইয়া বিজেতার প্রাণবধ করে। তাহার মৃত্যু কালে মুসলমান সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

অনতি পূর্ব্বেই (১২০৩) গয়াস উদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল ; এক্ষণে ঘোরি হত হইলে তাঁহার দাসদ্বয় ইল্‌ডজ ও কুতব গজনী এবং দিল্লীতে আপনাপন স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন। ঘোরের জীবিতাবস্থায় কুতব আজমীর আনহলবা স্থানেশর কানাজর এবং গোয়ালিয়র অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বখতিয়ার খিলিজি নামক জনৈক দাস বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। * সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ যবন-করগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

কুতব হইতেই দিল্লী দাস বংশের সূত্রপাত। কুতব ধার্ম্মিক প্রকৃতি—দয়াশীল, সাহসী ও সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। বাল্য কালে তুর্কিস্থান হইতে নিশাপুরে আনিয়া এক জন বণিক কাশী নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নিকট দাস বলে তাঁহাকে বিক্রয় করে। কাশী কুতবের বুদ্ধি প্রাখর্য্য দেখিয়া তাহাকে এক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এইরূপ পড়িবার সুবিধা পাইয়া অল্প কাল মধ্যে কুতব নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। কিন্তু তখনও তাহার দুর্গ্রহ কাটে নাই। কাশীর মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মীয়গণ অপরাপর সম্পত্তির সহিত কুতবকেও এক বণিকের নিকট বিক্রয় করে। মহম্মদ ঘোরি

---

* বখতিয়ার আপন যত্নে বঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন। তথাপি কুতবকে আপন প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন।

তাহার নিকট কুতবকে ক্রয় করিয়া লন। দাস বংশীয় রাজগণের মধ্যে ইলতমস্ ও বুলবন সুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা বিহার এবং সিন্ধু প্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হইলেও কুতবের রাজ্যকালে সম্রাটের অধীন ছিল না। ঘোরির মৃত্যু হইলে বখ্তিয়ার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বাঙ্গালা বিহারে আপনাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নাজির উদ্দীন নামে এক জন দাস কিছু দিন মধ্যে সিন্ধুদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া লন। কুতবের উত্তরাধিকারীগণ সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তে দিল্লীর একাধিপত্য বিস্তার করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া কুতবের মৃত্যু হয়। কুতব কার্য্য বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এজন্য লোকে তাঁহাকে "লাখ্ বক্স" (লক্ষ মুদ্রার দাতা) উপাধি দিয়াছিল।

১২১০ খৃঃ অব্দে বদায়ুনের শাসনকর্ত্তা ইলতমস শ্যালক আরাম্‌কে পদচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তখন গয়াস উদ্দীন বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাবগণ স্বনামে মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। ইলতমস (খৃঃ ১২২৫) সসৈন্য বাঙ্গালায় আগমন করিলে বৃদ্ধ গয়াস আপনাকে দিল্লীর অধীন বলিয়া স্বীকার করেন। ১২২৯ খৃঃ অব্দে গয়াসের উত্তরাধিকারী মালিক খিলজী অধীনতা অস্বীকার করিলে আর একবার অইলতমসকে তথায় গমন করিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়া লইতে হইয়াছিল। পশ্চিম দেশে দিল্লী রাজ্যের সীমা লইয়া গজনীর শাসনকর্ত্তা ইলডোজের সহিত একবার এবং লাহোরের আধিপত্য লইয়া সিন্ধুপতি নাজির উদ্দীনের সহিত ইলতমসের তিনবার যুদ্ধ হয়। উভয় বিপক্ষই

পরাজিত হয় ও সিন্ধু পারে পলায়ন করিবার সময় খৃঃ ১২২৮ অব্দে নাজির উদ্দীনের মৃত্যু হয় ; এবং মুলতান, কচ্ছ, ও সিন্ধু প্রদেশ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে। অল্পকাল মধ্যে ইলতমস কান্যকুব্জ, বিহার ও বাঙ্গালা এবং মানসুর, রণস্তম্ভর, মালব, গোয়ালিয়র, ভিলসা ও উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া লন। এই সকল স্থান জয় করিবার সময় রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার দারুণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া ইলতমস মহাকালদেবের মন্দির চূর্ণ করেন এবং মহাকাল ও বিক্রমাদিত্যের মূর্ত্তী দিল্লীতে লইয়া গিয়া জুমামসজিদের সোপান পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে আপনার ভক্তি সপ্রমাণ করেন।

ইতিপূর্ব্বেই সেলজক ও মোগল নামধেয় মধ্য-আসিয়ার অসভ্য পশুপালকেরা গজনী ও পারস্য প্রভৃতি সভ্যতর রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। ইলতমসের রাজত্ব কালে প্রসিদ্ধ জেঙ্গিস খাঁর উদয় হয়। খারিজমের রাজা জলাল উদ্দীন জেঙ্গিস কর্ত্তৃক বারবার পরাজিত হইয়া আশ্রয় পাইবার মানসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু ইলতমস তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন (১২১৮)। এই যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য দ্বারা ইলতমস জেঙ্গিসের অত্যাচার হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে ইলতমসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বোগ্দাদের খলিফা তাঁহাকে ভারতবর্ষের বাদশাহ রূপে স্বীকার করিয়া এক সনন্দ পাঠাইয়াছিলেন। কুতবের ন্যায় ইলতমস দাস রূপে বিক্রীত হইয়া এক বণিকের অনুগ্রহে শিক্ষা লাভ করেন। এই বণিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা কুতবের নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করে। সুতরাং কুতবের ন্যায় তাঁহারও রাজত্ব লাভ কেবল নিজগুণে বলিতে হইবে।

ইলতমসের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কন্যা এবং পৌত্রগণ কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অল্প-বয়স্ক, চঞ্চল-প্রকৃতি, দুশ্চরিত্র বা অকর্ম্মণ্য ছিলেন।

দিল্লীর চতুষ্পার্শ্ব বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, মেয়টী দস্যুদিগের দৌরাত্ম্যে বাণিজ্য ও গতায়াত এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসে, অধিক কি বৈকালে নিজ দিল্লীর পশ্চিম তোরণ পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিরা রাখিতে পারা যাইত না। মোগলেরা উত্তর পশ্চিম প্রান্তে বারম্বার আক্রমণ করে এবং অবশেষে লাহোর লুণ্ঠিত ও ধ্বংসাবশিষ্ট করিয়া যায়।

১২৬৬ খৃষ্টাব্দে গয়াসউদ্দীন বুলবন দিল্লীর সিংহাসনে উপ-বেশন করেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট নাসির উদ্দীন মামুদের জীবি-তাবস্থায় দরবারে বুলবনকে সমুদয় প্রধান কার্য্য করিতে হইত। সুতরাং এক্ষণে অকর্ম্মণ্য প্রভুর মৃত্যু হইলে তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করাতে কাহারও অসন্তোষের কাবণ ছিল না। দস্যু দমন, বিদ্রোহ নিবারণ, জঙ্গল কাটিয়া বর্ত্ম নির্ম্মাণ, কর্ম্মক্ষম সৈন্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার রাজত্বের প্রথম অংশ অতি-বাহিত হয়। মোগলেরা পুনর্ব্বার বিতস্তার পর পারে উপস্থিত হইলে বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদিগকে অপর পারে তাড়াইয়া দেন।

মোগল আক্রমণ উপলক্ষে সুবিধা পাইয়া বাঙ্গালার তুর্কি নবাব তোগরল খাঁ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। তোগরল সম্প্রতি জাজনগর অধিকার করিয়াছিলেন, তথাপি দিল্লীতে এক কপর্দ্দকও প্রেরণ করেন নাই; অধিকন্তু স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বুলবন ক্রমান্বয়ে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু দুই দলই তোগরল কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। অব-

শেষে বুলবন স্বয়ং সসৈন্য লক্ষ্মণাবতী * অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সংবাদ পাইয়া তোগরল গৌড় পরিত্যাগ করিয়া জাজনগর মুখে পলায়ন করিলেন; তাঁহার আশা ছিল বর্ষার যন্ত্রণায় বুলবন অধিক দিন বাঙ্গালার জলময় প্রদেশে বাস করিতে পারিবেন না, তিনি দিল্লীতে পুনঃ প্রস্থান করিলেই নবাব গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু বুলবন সাতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনিও জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করিয়া সুবর্ণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একদা তাঁহার অগ্রগামী কতিপয় সৈন্য সহসা তোগরলের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত করে। বাঙ্গালা পুনর্ব্বার দিল্লী সম্রাটের অধীন হইল। মধ্যম পুত্র নাসির উদ্দীনকে গৌড়ে রাখিয়া বুলবন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আর একবার মোগলেরা পঞ্জাবে দেখা দেয়। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হত হন। মনোদুঃখে অশীতি বর্ষ বয়সে বুলবনের মৃত্যু হয়। তাঁহার বাসনা ছিল, মধ্যম পুত্র কাইখস্রু দিল্লীর সম্রাট হন, কিন্তু রাজধানীর প্রধান লোকেরা নাসির উদ্দীনের পুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসন প্রদান করিল। (১২৮৭)

এতদিন পর্য্যন্ত দাসের পর দাস প্রভুর মৃত্যু হইলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতেছিল। বাদশাহের পারিষদ মধ্যে তুর্কি ওমরাওরা প্রধান ছিল। তাহাদিগের ষড়যন্ত্রে পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রকন্যাগণ সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইতেন,

---

* নদিয়া সেন বংশের শেষ রাজধানী। বখ্তিয়ার লক্ষ্মণাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। কোন সময়ে লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে প্রথম অভিহিত হয় জানা যায় না। গৌড়ের ভগ্নাবশেষ মালদহের অনতিদূরে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

বুলবন সিংহাসনে বসিয়াই আপন বংশাবলির উত্তরাধিকার বজায় করিতে তুর্কি ওমরাওদিগের উন্মূলন করেন। এই নিষ্ঠুরতাই বিচক্ষণ বুলবানের রাজত্বের একমাত্র কলঙ্ক। তিনি সুলতান মামুদের ন্যায় সাহসী ও কাব্যামোদী ছিলেন। মোগল আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হইয়া অনেক বিদেশীয় রাজা ও পণ্ডিত তাঁহার দরবারে আশ্রয় লয়। তাহাদিগের বিদ্যা গৌরবে দিল্লী প্রাচীন উজ্জয়িনীর শোভা ধারণ করে। সুবিখ্যাত পারসী কবি সেখ সাদিকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য বাদসাহ দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত সাদি এত দূরে আসিতে সাহস করেন নাই। ধন সৌন্দর্য্যে দিল্লী শাহজঁহার পূর্ব্বে এমন শোভা আর কখন ধারণ করে নাই। এদিকে আবার বুলবন অতি সুবিচারক নৃপতি ছিলেন। ইদ ও নৌরজার মহাসমারোহের মধ্যে কাহারও উৎশৃঙ্খল হইবার সাহস হইত না। এত দিন নরহত্যা করিয়া হত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে ধন দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলে দোষী নিষ্কৃতি পাইত। বুলবন হত্যাপরাধে ফাঁসির নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে সুরাপান নিবারণ করেন এবং জুয়াড়িদিগকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পতিত রমণীগণও বিশেষ শাসনে শাসিত ছিল।

বাল্যাবধি কৈকোবাদ অতি সাবধানে লালিত পালিত হইয়াছিলেন কিন্তু দিল্লীর অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব শিক্ষা সকল ভস্মসাৎ হইল। তিনি দিন যামিনী আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। আমিরেরা কে তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিবে সেই কল্পনায় ব্যাপৃত হইল। বৃদ্ধ নাসির

উদ্দীন পত্র লিখিয়া পুত্রকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না দেখিয়া অবশেষে নবাব স্বয়ং দিল্লীমুখে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যা প্রদেশে সরযূ তটে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে নানাবিধ অপমান সহ্য করিয়া নাসির পুত্রকে আবার কতই বুঝাইলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া নবাব বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই চারি দিন পিতার চক্ষুজল ও কাতর উপদেশ কৈকোবাদের স্মরণ ছিল। কিন্তু রাজধানী না পৌঁছিতেই সে সকল বিস্মৃত হইলেন। অবশেষে বাতরোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলে তাঁহার উন্মত্ততার শেষ হয়। এই সময় সামানার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা তাঁহার উজির জলাল উদ্দীন তাঁহার প্রাণবধ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কৈকোবাদের সহিত দিল্লীর দাসবংশের উচ্ছেদ হইল। কৈকোবাদের শাসন কালে মোগলেরা আর এক-বার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া লাহোরে বাদশাহী সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

খিলজি বংশ—দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অধিকার।

দাস বংশের রাজত্বকালে কেবল আর্য্যাবর্ত্তই মুসলমানদিগের শাসনাধীন হয়। দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত সাম্রাজ্য সকলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। জলাল উদ্দীন খিলজিবংশের স্থাপয়িতা, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী খিলজি অলাউদ্দীন বারম্বার দক্ষিণাপথ আক্রমণ করিয়া দিল্লীর অধীন করিয়া লন। সুতরাং অলাউদ্দীনকে দক্ষিণাপথের মহম্মদ ঘোরি বলা যাইতে পারে।

খৃঃ ১২৯০ অব্দে জলালউদ্দীন সপ্ততি বর্ষ বয়ক্রম কালে সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি কোমল ছিল। দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণও দুই চারিটী কাতর উক্তি ও কপট অনুতাপ করিয়া তাঁহার নিকট নিষ্কৃতি লাভ করিত; কেবল সিদি মৌলা নামক একজন দরবেশ সম্রাটের প্রাণবধ সূচক ষড়যন্ত্র করাতে হস্তীপদতলে পেষিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব-কালে মালব, মাণ্ডু ও উজ্জয়িনী পুনরায় অধিকৃত হয়। এবং ১২৯২ অব্দে মোগলেরা একবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। এবং বুলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র চিজু বিদ্রোহী হইয়া পরাস্ত হইলে তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র অলাউদ্দীনকে কারা ও এলাহাবাদের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। অলাউদ্দীনের বাসনা ছিল পিতৃব্যকে পদচ্যুত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুতরাং যুদ্ধের ব্যয় সংগ্রহার্থ অলা সহসা দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়া দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। রাজা রামদেব নূতন প্রকার শত্রু দর্শনে ভীত হইয়া বিপুল অর্থ দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। অলার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। জলাল উদ্দীন বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিবার জন্য এলাহাবাদে উপস্থিত হইলে অলাউদ্দীনের আদেশ ক্রমে তাঁহার সহচরেরা জলালউদ্দীনের প্রাণবধ করিল। অলাউদ্দীন নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীর সম্রাট হইলেন। *

অলা উদ্দীন নিতান্ত মূর্খ, দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষ ও নির্দ্দয়, অথচ সুবিচারক ও বীর্য্যবান রাজা ছিলেন। তাঁহার স্বভাব এতাদৃশ গর্ব্বিত ছিল, যে যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে এক নব-

---

* মন্ত্রিগণ অলার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জলালকে অনেক নিবারণ করিয়াছিল। কিন্তু স্নেহে অন্ধ হইয়া জলাল তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।—Ferista.

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতা এবং দিগ্বিজয়ী দ্বিতীয় সিকন্দর হইবার বাসনা হয়।

১২৯৬ খৃষ্টাব্দে অলা দিল্লীর বাদশাহ হন। খৃঃ ১২৯৯ অব্দে গুজরাট ও কাম্বে অধিকৃত হয় এবং গুজরাটের রাজা কর্ণ দেবগিরির রামদেবের আশ্রয় লন। কিছু দিন পরে উজ্জয়িনী ও রণস্তম্ভর (১) অধিকৃত হয়। রণস্তম্ভরের রাজা হামির দেব কয়েক মাস পর্য্যন্ত বিপক্ষদিগের সকল চেষ্টা বিফল করেন; অবশেষে হামির হত হইলে রণস্তম্ভর মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে।

মূর্খ রাজার নিদারুণ অত্যাচারে, মোগলদিগের অবিশ্রান্ত আক্রমণ এবং দক্ষিণাপথ জয়ে অলাউদ্দীনের অনবস্থিতি রূপ সুযোগ পাইয়া আর্য্যাবর্ত্তের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘটনা হয়। কিন্তু মোগলদিগের সকল আক্রমণ ব্যর্থ এবং সকল বিদ্রোহ নিষ্পেশিত হইয়াছিল। এই সকল দুর্ঘটনায় অলা উদ্দীনের হৃদয় এতাদৃশ বিকৃত হইয়া উঠে, যে অবশেষে অত্যাচার করাই রাজ্যশাসন বলিয়া তাঁহার ভ্রান্তি জন্মে। তাঁহার আদেশে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারিত না ও গোপনে পরামর্শ করিতে পারিত না। (১) রাত্রদিন প্রণিধিগণ সকল গৃহের সংবাদ আনিয়া বাদশাহের কর্ণগোচর করিত। এমন কি কুটুম্বিতা করিতে ও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে সম্রাটের অনুমতি আবশ্যক হইত। হিন্দুদিগের উচ্চ বাচ্য করিবার শক্তি না

---

(১) এই দেশটীর সংস্কৃত নাম রণ-স্তম্ভ-ভ্রমর। ইংরাজেরা ইহাকে রিণ-তাম্বোর ও দেশীয়েরা রণস্তম্ভর বলে—Colebrook.

(১) প্রকাশ্য পথে তিন জন লোক একত্র কথা কহিলে অলাউদ্দীনের আইন মত তাহাদের দণ্ড হইত। Elliot.

থাকে, এবং হিন্দুগণ নির্ম্মূলিত হয়, এতাদৃশ আইন সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। কৃষাণদিগের হল ও বলদের উপরেও কর নির্দ্ধারিত হইল, তাহাদিগকে উপস্বত্বের অর্দ্ধেক রাজভাণ্ডারে দিতে হইত। এই ধন হইতে অসংখ্য সৈন্য পোষিত হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে দুর্গ সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। সুতরাং কিছু দিন অবধি আর বিদ্রোহের নাম গন্ধ ছিল না। মোগলেরা বারম্বার পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষের দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। নির্ব্বিঘ্নে অলাউদ্দীন সমুদয় দক্ষিণাপথ অধিকারের সুবিধা পান।

কাম্বেনগর অধিকার কালে কাফুর নামক একজন দাস দিল্লীতে আনীত হয়। এ ব্যক্তি সুশ্রী এবং সাহসী ছিল, সে ক্রমে প্রভুর অনুরাগভাজন হয়। বহু দিন দেবগিরির রামদেব রাজভাণ্ডারে নিয়মিত কর প্রেরণ করেন নাই। কাফুর প্রথমতঃ রামদেবকে দমন করিতে প্রেরিত হয়। যুদ্ধে রামদেব পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলেন। সেখানে অলাউদ্দীন তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং রায় রাঁইয়া উপাধি দেন (১)। তদবধি রামদেব রীতিমত দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপরে কাফুর ত্রৈলঙ্গের রাজা লক্ষধরদেব এবং দ্বার সমুদ্রের অধিপতি বল্লালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লক্ষধর সন্ধি করেন এবং বল্লাল হত হন ও দ্বারসমুদ্র অধিকৃত হয়। (১৩১০)

কাফুরের সাহায্যে অলাউদ্দীন সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়

---

(১) নিষ্ঠুর অলাউদ্দীনের এইটী বিচিত্র কার্য্য। বোধ হয় রামদেবকে লোভ দেখাইয়া বিনা যুদ্ধে অন্য রাজাদিগকে হস্তগত করিবার ইচ্ছা ছিল।

Elliot.

অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন রাজা এতাদৃশ আধিপত্য লাভ করে নাই। কিন্তু সৌভাগ্য কত দিন? কাফুর অলার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, তাহার পরামর্শে সম্রাটের পুরাতন ভৃত্য সকল অপদস্থ বা হত হইল, ও রাজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অলা এতাদৃশ নির্দ্দয় হৃদয়, যে কএকজন মোগল মুসলমান বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল বলিয়া এক দিনে তিনি ত্রিশ সহস্র মোগলের প্রাণবধ করেন। রাজার অত্যাচারে চতুর্দ্দিকে অরাজককাণ্ড সকল আরম্ভ হইল। এমন সময়ে সহসা উদরী রোগে অলার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলে প্রভুর প্রাণ হরণ করিতে কাফুর বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল।

কাফুরের একান্ত বাসনা ছিল, দিল্লীর বাদশাহ হইবে। তদুদ্দেশে ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে কয়েক জন রাজকীয় পাইক তাহাকে হত্যা করে।

অলাউদ্দীন ও কাফুরের মৃত্যু হইলে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন মুবারক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাস পাঠে একবিধ ঘটনার উপর্য্যুপরি কতবার অভিনয় দেখা যায়। একজন রাজনীতিজ্ঞ বীর্যবান রাজা, যত্ন ও পরিশ্রমে বিপুল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া যান, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অনায়াসে পৈতৃক সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া আমোদ প্রমোদে সে রাজ্য বিনষ্ট করে। আমরা এপর্য্যন্ত দেখিয়াছি, এইরূপে গজনভি ও দাসবংশের উচ্ছেদ হয়। আমরা দেখিব এইরূপে খিলজি, তোগলক, লোদী ও মোগলবংশেরও শেষ হয়।

কুতব রাজ্য প্রাপ্তির পর কিছুদিন পর্য্যন্ত কুশলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেবগিরি, মালব ও গুজরাট কাফুরের মৃত্যু হইলে

বিদ্রোহী হইয়াছিল; কুতব রাজ্যেশ্বর হইয়াই তাহাদিগকে পদানত করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম ও শেষ ঘটনা। অলার অতুল সম্পত্তি তাঁহার মস্তকঘূর্ণীত করিল, তিনিও খস্‌রু নামক একজন দাসের নিতান্ত অধীন ও একান্ত ব্যসনাসক্ত হইলেন। চরণে নুপুর পরিয়া রমণীবেশে প্রকাশ্য ভাবে বাহির হইতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইত না। রাজা সুরাসক্ত ও ব্যভিচারী হইলে কোন কার্য্যেরই শৃঙ্খলা রহিল না, অবশেষে সিংহাসন লোভে তাঁহার প্রিয়দাস তাঁহাকে হত্যা করিল। খস্‌রুকেও অধিক দিন লুব্ধফল ভোগ করিতে হয় নাই। গয়াসউদ্দীন তুগলক নামে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই অবধি খিলজিবংশের উচ্ছেদ ও তুগলক বংশের আরম্ভ।

অষ্টম অধ্যায়।

তুগলক বংশ—সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও স্বাধীন রাজ্য সকলের অভ্যুদয়।

তুগলক বংশের রাজত্ব সময়ে দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। এই বংশের দুইজন রাজা প্রসিদ্ধ, মুহম্মদ ও ফিরোজ তুগলক।

গয়াসউদ্দীন সম্রাট হইয়াই রাজস্ব সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করেন। তিনি একজন প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। প্রজাগণ যাহাতে একেবারে নিঃস্ব হইয়া না পড়ে, পতিত ভূমি সকল কর্ষিত হয়, এবং করভারে লোকে পীড়িত না হয়, ইহাই

তাঁহার আইন সকলের অভিপ্রায়। সহসা বজ্রাঘাতে গৃহের ছাদ পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

গয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ তুগলক দিল্লীর সম্রাট হন। (১৩২৫) তৎকালে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিত। মুহম্মদ সুশিক্ষিত ও সাহসী, কিন্তু নৃশংস স্বভাব, নীতিজ্ঞান-শূন্য ও কল্পনামত্ত ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুকালে কেবল দেবগিরি ও গুজরাট দিল্লীর অধীনে ছিল। প্রজাগণকে দোহন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবেন, দিল্লী হইতে রাজধানী দেবগিরিতে উঠাইয়া লইবেন, অসংখ্য সৈন্য পোষণ করিয়া খোরাসান ও চীন অধিকার করিবেন, দিবারাত্র এই সকল কল্পনায় অতিবাহিত হইত। মনের কথা কাহাকে শুনিয়া বলিতেন না, নিজে যাহা বুঝিতেন তাহাই সিদ্ধান্ত। দোয়াবের কৃষকদিগের খাজনা একেবারে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিলেন, তাহারা হল পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। সম্রাট জঙ্গল আক্রমণ করিয়া বন্যপশুর ন্যায় তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। দেবগিরি ভারতবর্ষের মধ্য-কেন্দ্র, সুতরাং সেখানেই রাজধানী স্থাপন করিতে হইবে। এই জন্য দিল্লীবাসী আবাল বৃদ্ধ, কুক্কুর বিড়াল, জীবন্ত দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ পর্য্যন্ত দিল্লী হইতে দেবগিরিতে নীত হইল; দিল্লী শ্মশান হইয়া পড়িল। অবশেষে সম্রাট দেবগিরি পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। খোরাসান ও চীন জয় করিতে অসংখ্য সৈন্য ও অসংখ্য মুদ্রা আবশ্যক, রাজভাণ্ডারে তাদৃশ স্বর্ণ রৌপ্য ছিল না, অভাবে সোণার দরে তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিলেই চলিতে পারে। সম্রাটের আদেশে

মৃত্তিকার রজত মূল্য। স্বর্ণমুদ্রা একেবারে অপ্রচার হইয়া পড়িল, রাশি রাশি তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল। দেশে অনাবৃষ্টি, তাহাতে কৃষকগণ পলায়ন করিয়াছে, বিদেশী বণিকেরা কাঞ্চন মূল্যে তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করিল না। সুতরাং চারিদিকে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিল, শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রজাগণ চারিদিকে বিদ্রোহ ঘটাইতে লাগিল, বাঙ্গালা ও ত্রৈলঙ্গ স্বাধীন হইল, কর্ণাটের রাজগণ বিজয়নগরে নূতন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিল। মোগলেরা গুজরাট, বিদর্ভ ও মূলতানে বিদ্রোহী হইল। হোসেন ব্রাহ্মণি নামে একজন মুসলমান মধ্যদেশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। হোসেনের বাল্যাবস্থায় গঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিশেষ উপকার করে, তদবধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ হোসেন আপনাকে ব্রাহ্মণানুগৃহীত বা ব্রাহ্মণি বলিত।

মুহম্মদ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমস্ত দেশ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যখন মালবারে যান, তখন গুজরাটে বিদ্রোহ ঘটে; তিনি গুজরাটে আসিলে মালবার ও মুলতান বিদ্রোহী হয়। যেখানে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়, সেইখানেই তিনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ দণ্ড করেন, তথাপি বিদ্রোহের সহস্র মস্তক চূর্ণ হইল না। পঞ্জাবে মোগল বিদ্রোহীদিগকে দণ্ড দিতে যাত্রা করিয়া সহসা জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যে সকল সম্রাট খলিফাগণের অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা বাদশাহ নামের যোগ্য নহে। এজন্য শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া মুহম্মদ মিসরের খলিফাগণের নিকট হইতে বাদশাহী করিবার সনন্দ লইয়াছিলেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার

ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। পিতৃব্যের ন্যায় তিনিও মিসর হইতে সনন্দ আনাইয়াছিলেন। *

ফিরোজ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এ দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার রাজ্যে অতি অল্প যুদ্ধ ঘটনা হয়। তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির অনতিবিলম্বে বাঙ্গালার নবাব সিকন্দর বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করেন। অবশেষে সন্ধি করিয়া সিকন্দর আপনার অধীনতা স্বীকার করেন। বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগমন কালে পথে তিনি বারাণসী ও জাজনগর অধিকার করিয়া লন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট মুহম্মদ তুগলোকের রাজত্ব কালে সিন্ধু প্রদেশ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে। ফিরোজ দুইবার সিন্ধুর রাজধানী টাটা নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারে টাটার হিন্দুরাজার সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন হৃতরাজ্য পুনরধিকারার্থ ফিরোজ যত্নবান হন নাই। তিনি নিতান্ত সদয়-হৃদয়, শান্তিপ্রিয় ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। অধিবাসীদিগের উপকারার্থ তিনি অনেক পুরাতন কর উঠাইয়া দেন, কৃষাণদিগকে কেবল দশমাংশ উপস্বত্ব রাজসংসারে দিতে হইত, এবং কেহ প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত না। জলকষ্ট নিবারণার্থ তিনি চতুর্দ্দিকে খাল খনন করাইয়াছিলেন, পথিকদিগের সুবিধার জন্য পথিমধ্যে রাজকীয় সরাই সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, রুগ্নদিগের শুশ্রূষার্থ চিকিৎসালয় স্থাপন করাইয়াছিলেন, এবং দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ দাতব্যালয় সকল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পতিত ভূমি সকল কর্ষণার্থ তিনি সৈনিকদিগকে জায়গীর স্বরূপে দান করিতেন।

* মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ মুহম্মদের খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। মুহম্মদ পণ্ডিতদিগের সমাদর করিতেন। তাঁহারাও তাঁহার সম্মান রাখিয়াছেন।

এবং প্রজাদিগের উপকারার্থ চতুর্দ্দিকে নগর ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত জোনপুর নগর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এত ব্যয় করিয়াও প্রতি বৎসর তাঁহার ধনাগারে সাত কোটি টাকা সঞ্চিত হইত।

ফিরোজ মুসলমান ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন। এজন্য কি সিয়া মুসলমান, কি হিন্দু, অপর ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই তাঁহার রাজ্যে বিলক্ষণ তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিন্দুদিগকে জিজিয়া ও জিমিয়া নামক দুইটী বিধর্ম্মসূচক কর দিতে হইত। ফিরোজ বিস্তর হিন্দু দেবালয় চূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং একজন ব্রাহ্মণ মুসলমান হইতে অস্বীকার করিলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করেন।

এই সকল দোষ সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে, আকবরের পূর্ব্বে কোন বাদশাহের শাসন কালে লোকে এরূপ সুখশান্তিতে বাস করে নাই। খৃঃ ১৩৮৮ অব্দে ফিরোজের মৃত্যু হয়।

ফিরোজের মৃত্যুর পরে তুগলক বংশীয় আর চারিজন রাজা রাজত্ব করেন। কিন্তু তাহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাহাদিগের রাজত্বকালে দরবারের আমিরগণ স্বস্ব প্রধান হইয়া চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করে। এই রূপে জোনপুর, মুলতান, গুজরাট ও অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীন হইয়া উঠে এবং এটোবা, কনোজ ও গোয়ালিয়ারের হিন্দুরাজগণ দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। প্রত্যেকেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার জন্য অপর আমিরদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১৩৯৮)।

জেঙ্গিস খাঁর সময় অবধি মধ্য আসিয়ায় মোগলদিগের

ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। জেঙ্গিসের মৃত্যু হইলে মোগলেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং পারস্য চীন প্রভৃতি রাজ্য সকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে তাহাদিগের আক্রমণের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রাজত্বকালে কথিত হইয়াছে। তৈমুর ঐ সকল বিভিন্ন দল এক করিয়া তাহাদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তাঁহার এক পদ বিকল হওয়াতে লোকে তাঁহাকে "লঙ্গ" বা "খোঁড়া" কহিত। গজনভি বংশীয় সুলতান মামুদের ন্যায় তাঁহারও গাজি হইয়া দেবতা চূর্ণ করিবার বাসনা হয়। সেই উদ্দেশে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন (১৩৯৮)। তাঁহার ভারতবর্ষে রাজত্ব করিবার ইচ্ছা ছিল না। এজন্য দিল্লী মিরট প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর সকল অধিকার করিয়া লুণ্ঠন পূর্ব্বক তিনি স্বদেশে প্রস্থান করেন।

তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ সময়ে মহমুদ তুগলক দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তিনি ভয় পাইয়া গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তৈমুর প্রস্থান করিলে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আবার আমিরদিগের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, তাঁহাতে প্রাণরক্ষার্থ কনোজে আশ্রয় লইতে হইল। অবশেষে সৈয়দ বংশীয় খিজর খাঁ দিল্লীর বাদশাহ (১৪১৪) সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।

সৈয়দ বংশীয় চারিজন রাজা ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। মহম্মদের সন্তানগণকে সৈয়দ বলে। সৈয়দ বংশীয় প্রথম রাজা খিজর ও শেষ রাজা আলমশাহ। খিজর ও মুবারকের রাজত্বকালে কাটিবারের হর সিংহ, এটোবার সম্বরদেব, জোনপুরের ইব্রাহিম, মালবের মামুদ, গুজরাটের কুতব, বামনি রাজ্যের অলাউদ্দীন, কাশ্মীরের জৈনল আলাদিন বাদশাহকে

কর দিতে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু অলাউদ্দীনের রাজত্বকালে কেবল দিল্লী ও তৎচতুষ্পার্শ্ব সম্রাটের অধিকারে ছিল। সৈয়দ বংশের রাজত্বকালে গোক্কুর বংশীয় যশোরথ বিস্তর উৎপাত করিয়াছিল, মুবারক ও মুহম্মদ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও গোক্কুরদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। আলম ও মুহম্মদ নিতান্ত বিলাসপ্রিয় ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। অবশেষে কেবল মাত্র বদায়ুন প্রদেশ জায়গীরস্বরূপ লইয়া আলমশাহ বহলোল লোদীর হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করেন (১৪৪৫)।

ইতঃপূর্ব্বেই বহলোল পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে দিল্লী ও পঞ্জাব একত্র হওয়াতে দিল্লী সাম্রাজ্য কথঞ্চিৎ বিদ্ধিত হইল। বহলোল ক্রমাগত ছাব্বিশ বৎসর যুদ্ধ করিয়া জোনপুর হস্তগত করেন। ক্রমে বারাণসী হইতে সিন্ধু এবং হিমালয় হইতে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বহলোলের প্রভুত্ব স্বীকার করে। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বহলোলের মৃত্যু হইলে সিকন্দর লোদী দিল্লীর রাজা হন। সিকন্দর একজন শিক্ষিত, সাহসী এবং দয়ালু রাজা ছিলেন। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের একান্ত গোঁড়া হওয়াতে হিন্দুদিগকে তাঁহার রাজত্বকালে অনেক তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। সিকন্দর বিহার হস্তগত করেন। লোদীদিগের রাজত্বকালে আগরা দিল্লী রাজ্যের রাজধানী হয়।

সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহীম নিতান্ত গর্ব্বিত স্বভাব ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, দরিয়া খাঁ নামে একজন আফগান কনোজে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে; এবং তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণ কাবুলের রাজা বাবর মোগলের আশ্রয় লয়; ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর পানিপথ ক্ষেত্রে ইব্রাহীমকে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে মোগল সাম্রা-

জ্যের সূত্রপাত করেন। এই অবধি দিল্লীর পাঠান রাজত্বের শেষ হয়।

ইব্রাহীমের রাজত্বকালে সমগ্র ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিত। তন্মধ্যে পাঁচটী মুসলমান ও দুইটী হিন্দু রাজ্য বিখ্যাত। নসরত বা নাজির খাঁ বাঙ্গালায়, দরিয়া খাঁ কনোজে, মজঃফর খাঁ গুজরাটে, মামুদ খাঁ মালবে,এবং বামনি রাজগণ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন। হিন্দু রাজগণের মধ্যে চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহ এবং বিজয় নগরের ব্রাহ্মণগণ সুবিখ্যাত। গুজরাট ও মালব নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, সুবিধা পাইয়া সংগ্রাম সিংহ চণ্ডারি প্রভৃতি অধিকার করিয়া লন। বিজয় নগরের নাম তৎকালে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। পারস্য দেশীয় রাজারা বিজয় নগরে দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি করিতেন। বিজয় নগরের বন্দর কালিকটে আরব, আবিসিনিয়া ইউরোপ ও চীন দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থ সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। এবং দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে অনেক মুসলমান আমির এবং হিন্দু রাজা স্বাধীনভাবে বাস করিত। সুতরাং ইব্রাহীমকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর কয়েক ক্রোশ ব্যতীত বাবরের ভারতবর্ষের কিছুই লাভ হয় নাই।

পাঠান রাজ্যের অবসান সময়ে ভারতবর্ষের ভাবী সামাজিক ও রাজকীয় উপপ্লবের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালায় চৈতন্য, পঞ্জাবে নানক এবং মধ্যদেশে কবির নূতন নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করেন। এই সময়েই বাঙ্গালার প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা য়ুরোপীয় প্রাধান্যের দূত স্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে

আইসে এবং এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিজয় নগর ও নিকটবর্ত্তী মুসলমান রাজ্য সকলে শৌর্য্য শিক্ষা প্রথম লাভ করে।

নবম অধ্যায়।

মোগল রাজত্বের সূত্রপাত—বাবর ও হুমায়ুন।

মোগলদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে এবং সমস্ত দেশ প্রকৃতরূপে দিল্লীর অধীন হয়। পাঠানদিগের অধিকার সময়ে দূরস্থ প্রদেশ সকলে নামে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিলেও সময়ে সময়ে কর প্রেরণ ও স্বনামে মুদ্রা প্রচালন না করা ভিন্ন প্রকৃত পক্ষে শাসন কর্ত্তাগণ প্রদেশ মধ্যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। এবং বাদশাহের বিলাসপ্রিয়তা, কার্য্যে অমনোযোগিতা বা দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইলেই সে নাম মাত্র অধীনতাও স্বীকার করিতেন না। সুতরাং প্রবলতর বাদশাহদিগকে আবার সৈন্য সামন্ত লইয়া পুনরধিকারে প্রবৃত্ত হইতে হইত। পাঠান রাজত্বে সমগ্র দেশ একবারও এক স্বরে ধ্বনিত হয় নাই, মোগলদিগের সময়েই দিল্লী প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের স্বত্বা আমরা একবারও অনুভব করি নাই, কেবল সিংহাসন লইয়া রাজা রাজার যুদ্ধে ইতিহাস পূর্ণ হইয়াছে। যখন যে সিংহাসন লাভ করিয়াছে প্রজারা তাহারই পদানত হইয়াছে; সিংহাসনের অধিকারী সম্বন্ধে একবারও চিন্তা না করিয়া সিংহাসন পতিকে কর দিয়াছে। কেবল তাঁহার অত্যাচার অসহ্য হইলেই বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত। যদিও

মোগল সময়ের ন্যায় রাজদরবারে হিন্দু কর্ম্মচারীর অবস্থান অত্যাবশ্যক বলিয়া পাঠানেরা স্বীকার করে নাই, তথাপি পাঠান দরবারে হিন্দু কর্ম্মচারীর অভাব ছিল না। কিন্তু পাঠান ইতিহাস লেখকগণের ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত হউক বা প্রজাদিগের ন্যায় তাহাদেরও নিরপেক্ষতা বশতঃই হউক মুসলমান ইতিহাসে এক ঘারও তাহাদের নামোল্লেখ নাই। বাবর হইতে আওরংজেব পর্য্যন্ত ছয় জন রাজা প্রায় দুই শত বৎসর রাজত্ব করেন, ক্রমান্বয়ে এরূপ প্রতাপশালী ছয় জন রাজা বোধ হয় আর কোন দেশে রাজত্ব করে নাই। এই সময় মধ্যে হরিদ্বার হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ মোগল রাজ্যের অধীন হয়, এই সময় মধ্যে হিন্দুগণ পেষিত হইয়াও পুনর্ব্বার সর্ব্বে সর্ব্বা হইবার উপক্রম করে, এই সময় মধ্যে য়ুরোপীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এদেশে আগমন করিয়া ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত্র করে।

১৪৮২ খৃঃ অব্দে বাবরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ওমার মির্জ্জা। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাবর তাতার দেশের অন্তর্গত কোকনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সুশিক্ষিত, সুকবি, সাহসী এবং সুরসিক ছিলেন। বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ তাঁহার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ। তৈমুরের ন্যায় তিনিও জয়স্পৃহ ছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাবর সমরকন্দ অধিকার করেন; কিন্তু অবশেষে কোকন ও সমরকন্দ হইতে তাড়িত হইয়া কৌশল ক্রমে কাবুল অধিকার করিয়া লন। তৈমুরলঙ্গ একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া বাবর ভারতবর্ষ পৈতৃক রাজ্য বলিয়া দাওয়া করিতেন। তাঁহার মত দুরাকাঙ্ক্ষ লোক কাবুলের প্রস্তর ও মরুভূমি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার নহে। তিনি কাবুল হইতে পাঁচবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন

এবং প্রত্যেকবারে পঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়া লন। পঞ্চম বারে ইব্রাহীমের সহিত পানিপথ ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়।

পানিপথে যুদ্ধ করিবার সময় ইব্রাহীম কেবল এক জন জমিদার মাত্র ছিলেন, সুতরাং বাবরের ভারতবর্ষ জয়ের সকলই বাকি ছিল। জোনপুর ও মালব হীনপ্রভ হইলেও নসরত শাহের অধীনে বাঙ্গালা, সিকন্দর শাহের গুজরাট এবং সংগ্রামসিংহের চিতোর তিনটী সমৃদ্ধিশালী প্রবল স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল। কেবল গোয়ালিয়র হইতে হিমালয় ও বিহার হইতে কাশ্মীর ইব্রাহীম শাসন করিতেন, পুনশ্চ প্রদেশীয় পাঠান শাসনকর্ত্তাগণ ও দিল্লীর ওমরাওগণ মোগলদিগকে হিংসা করিত। এমনই দুঃসময়ে সংগ্রামসিংহের পরামর্শানুসারে রাজপুতমার হিন্দুরাজগণ বাবরকে তাড়াইয়া ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে একত্র হয়। * ভারতের ভাগ্য নির্ণায়ক যুদ্ধ আগরার এগার ক্রোশ দক্ষিণে ফতেপুর শিক্রি নামক গ্রামদ্বয়ে ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ মোগলেরা পরাজিত হয়, কিন্তু অবশেষে বাবর জয়লাভ করেন।

---

* রাণা সংগ্রাম সামান্য শত্রু নহে। তিনি আপন বাহু বলে বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেন, মালবের রাজা মামুদকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দীকৃত করিয়া ভীলশা শারদপুর চণ্ডারি ও রণস্তম্ভর কাড়িয়া লন, দিল্লীর বাদশাহ স্বয়ং ইব্রাহীম লোদীর সহিত দুই বার সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, মাড়োয়ার, অম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর শিক্রি আবু ও রামপুরের রাজা ও রাওগণ তাঁহার চক্রবর্ত্তীত্ব স্বীকার করিত। ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে একটী চক্ষু ও ইব্রাহীমের সহিত যুদ্ধে একটী হস্ত এবং আর একটী যুদ্ধে গোলা লাগিয়া একটী পদ নষ্ট হয় এবং দেহে অশিতি অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। যুদ্ধে অশিতি সহস্র অশ্বারোহী পঞ্চশত হস্তী, সাত জন রাজা নয় জন রাও এবং এক শত চারিজন সর্দ্দার তাহার অনুগমন করিত।

এই যুদ্ধের পর বাবর অল্পকাল মধ্যে মেবট ও চণ্ডারি অধিকার করিয়া লন। এবং কনোজ ব্যতীত দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় দেশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। রাণা সংগ্রামসিংহ শিক্রির যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার পুত্র বিক্রমজিত বাবরকে রণস্তম্ভর প্রদান করিয়া সন্ধি করেন; এবং ইতিপূর্ব্বে বাবরের পুত্র হুমায়ুন জোনপুর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

চণ্ডারির অবরোধ সময়ে বাবর শুনিতে পান কনোজের আফগানেরা বিহার দখল করিয়া তাঁহার প্রেরিত সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়াছে। তখন তিনি স্বয়ং কনোজমুখে অগ্রসর হন। সংবাদ পাইয়া আফগানেরা বাঙ্গালায় পলায়ন করে। ইহারই কয়েক মাস পরে আফগানদিগের সাহায্যে সিকন্দরলোদির পুত্র মামুদ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া বিহারে ঘোষণা করেন। তখন বাবর বিহার মুখে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষেরা চুনার দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হইয়া পলায়মান হয়। মামুদ পলায়ন করিলে বিহারের দক্ষিণাংশ বাবর হস্তগত করিলেন, উত্তরাংশ বাঙ্গালার নবাবের অধীন ছিল। বাবর এই অংশ জয় করিতে বাঙ্গালীদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন এবং সন্ধি করেন।

ত্রিহুত হইতে না ফিরিতে ফিরিতে সংবাদ আসিল, আফগানেরা পুনরায় লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়াছে। আবার বাবরকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইল। অতঃপর বিপক্ষেরা পলায়ন করিয়া বুন্দেল খণ্ডে আশ্রয় লয়।

চির দিন বাবরকে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে হইত। যুদ্ধ ও মৃগয়া উপলক্ষে তাঁহাকে এত দেশ ভ্রমণ করিতে হয় যে তিনি এক স্থানে দুইবার এক উৎসবে আমোদ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি তাঁহাকে এক দিন বিশ্রাম

লাভ করিতে হয় নাই। একে চারি দিকের রাজারা স্বাধীন হইয়া উঠে, তাহাতে পাঠানেরা মোগলদিগকে নিতান্ত ঘৃণা করিত, সুতরাং কেবল যুদ্ধ ও বিগ্রহ দমন করিতে তাঁহার কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। বাঙ্গালায় ছুটাছুটি করিয়া এবং কুমার হুমায়ুনের পীড়া হওয়াতে ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার জ্বর রোগে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে, কি বন্ধুদিগের সহবাসে, কি দিল্লীর সিংহাসনে, কি পলায়িত অবস্থায় মরুভূমে, এক দিনের জন্য বাবরের প্রফুল্লতার হ্রাস হয় নাই, ও মনে ধৈর্য্যের অভাব হয় নাই। এত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি আপনার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে ও কবিতা রচনা করিতে সময় পাইয়াছিলেন। তথাপি মোগল রক্তের কেমন ধাব মনুষ্য হত্যা করিতে তাঁহারও মত লোকের মনে বেদনা লাগিত না। বাবরের মৃত্যুকালে আমু ও অক্সস নদী হইতে বিহার পর্য্যন্ত তাতার ও আফগানস্তান ও আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত।

বাবরের মৃত্যু হইলে হুমায়ুন বাদসাহ হইলেন। তিনি সাহসী ও সরলচিত্ত ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণকে আফগানস্তান ও সিন্ধুর অপর পারের দেশ সকল প্রদান করেন। তৎকালে আফগানস্তানের পাঠানেরা বাদশাহদিগের সৈন্যভুক্ত হইত। সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ দেশ প্রদান করাতে তাঁহার নূতন সৈন্য পাইবার উপায় ছিল না। এদিকে পাঠানেরা হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিল। হুমায়ুন সিংহাসনে না বসিতে বসিতে সংবাদ আসিল। পাঠানেরা অযোধ্যায় বিদ্রোহী হইয়াছে, এবং সের খাঁ নামে সাসিরামের * একজন জমিদার তাহাদিগের

* এই স্থানটী বৌদ্ধ ইতিহাসে বিখ্যাত। ইহার সংস্কৃত নাম সহস্রারাম।

মধ্যে একজন। হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় গিয়া পাঠানদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া দিলেন, এবং তথা হইতে বিহারে যাইয়া সের খাঁর চুনার বা চণ্ডালগড় নামে দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্গ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে গুজরাটে যাইতে হইল। সেখানে বাহাদুর শা নামে আর এক জন পাঠান রাজা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে বাহাদুর রাজ্য ছাড়িয়া পর্ত্তুগিজ বণিকদিগের জাহাজে পলায়ন করেন এবং হুমায়ুন চম্পানির নামে বাহাদুরের এক দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ইতিমধ্যে সের খাঁ সমগ্র বিহার হস্তগত করিয়া বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং হুমায়ুনকে বাঙ্গালা মুখে ধাবমান হইতে হইল। তিনি তথায় না পৌঁছিতেই সের গৌড় অধিকার পূর্ব্বক তথাকার সমুদয় সম্পত্তি রোটস নামক বীরভূমের এক দুর্গ মধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া দেন। হুমায়ুন বাঙ্গালায় আসিয়া গৌড় অধিকার করিলেন, ওদিকে সের ঘুরিয়া গিয়া জৌনপুর হইতে কান্যকুব্জ ও চম্পণ্ডী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ হস্তগত করিয়া লইলেন। ক্রমে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত, পশ্চিমে বাদসাহের অনুপস্থিত সুযোগে তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া, সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছিল। সুতরাং হুমায়ুনকে আগরা মুখে ফিরিতে হইল। বক্সারের নিকটে সের তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হারাইয়া দিলেন।

সের খাঁর বাসনা ছিল, বাঙ্গালায় স্বাধীন রাজা হইয়া বাস করেন। সেই অভিপ্রায়ে সের হুমায়ুনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু হুমায়ুন সে প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া পুনরায় সসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এ দিকে সের বাঙ্গালা

বিহার আপনার অধীনে আনিয়া কনোজের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেখানে আর একবার মোগল পাঠানে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও সের জয়লাভ করেন।

হুমায়ুন কনোজ হইতে আগরায় পলায়ন করিয়া দেখিলেন, তথায় এরূপ সৈন্যবল নাই যে পুনরায় পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সুতরাং তথা হইতে পঞ্জাবে প্রস্থান করিলেন। সেখানেও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। তখন তিনি রাজপুতনা মুখে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মোগলেরা অতি অল্পদিন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের সহিত মোগলদিগের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই ; সুতরাং রাজপুতনার হিন্দুরাজগণও পাঠানদিগের বিপক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিল না। অবশেষে পারস্য দেশে মোগল বাদশাহকে আশ্রয় লইতে হইল। রাজপুতনা হইতে পলাইবার সময় মরুভূমি মধ্যে অমরকোট নামক নগরে অক্‌বরের জন্ম হয় (১৫৪২)।

হুমায়ুন প্রস্থান করিলে সেরশাহ দিল্লীর * বাদশাহ হইলেন। তিনি জাতিতে পাঠান। তাঁহার পিতামহ পঞ্জাবের পশ্চিম রোহ নামক পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে বহলোল লোদীর রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে আইসেন। সেরশাহের পিতা সাসিরাম ও হাজিপুর গ্রাম জায়গীর পাইয়াছিলেন। সের বাল্যকালে জোনপুরে বিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং তৎপরে বহুদিন বিহারের রাজসরকারের চাকরী করিয়াছিলেন। বিহারের রাজকুমার তাঁহার ভয়ে বাঙ্গালায় পলায়ন করিলে বিহার সেরখাঁর হস্তগত হয়।

---

* সের বাদশাহ হইয়া পাঠানদিগের পুরাতন নগর দিল্লীতে পুনর্ব্বার রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানটীর প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ।

সের নিতান্ত কপটহৃদয়, বিশ্বাসঘাতক, সাহসী ও দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মোগলেরা কোন অংশেই পাঠানদিগের শ্রেষ্ঠ নহে। কেবল গৃহ বিচ্ছেদেই পাঠান সাম্রাজ্য মোগলদিগের হস্তগত হইয়া ছিল। অবশেষে একান্ত যত্নে পাঠানদিগকে একত্র করিয়া তিনি দিল্লী হস্তগত করেন। সের-শাহ নিজে যেরূপ সক্ষম সুবিচারক প্রজারঞ্জক ও কৌশলময় সম্রাট ছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সেরূপ হইলে হয়ত মোগলদিগকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইত না।

সেরশাহ দিল্লীর বাদশাহ হইয়া মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, যোধপুর ও কালঞ্জর অধিকার করিয়া লন। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব কালে রাজপুতানার কয়েকটী প্রদেশ ও গুজরাট ভিন্ন সমুদয় আর্য্যা-বর্ত্ত পুনরায় দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে। সেরশাহ দক্ষিণাপথ জয়ার্থ কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই। কালঞ্জর অবরোধ কালে একটী গোলা ফাটিয়া লাগায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সেরশাহ একজন যথার্থ প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তিনি বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য রাজ্যের চতুর্দ্দিকে পথ ও খাল প্রস্তুত করিয়া দেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী পথ বাঙ্গালা হইতে নীলাভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পথে পান্থশালা, চিকিৎসালয়, দাতব্যগৃহ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পান্থ-শালায় ব্রাহ্মণ ও মুসলমান অতিথিদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। সের প্রথম অশ্বারোহী ডাকের বন্দোবস্ত করেন। তিনি জিজিয়া প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিরক্তিজনক কর উঠাইয়া দিয়া রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সমুদয় দেশ কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে এক এক জন শাসনকর্ত্তা, মুন্সেফ

ও করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি স্থানে স্থানে বিদ্যা-রালয় স্থাপন করেন, পঞ্চায়ৎ সৃজন করেন, এবং লিখিত আইন প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রজাদিগের সহিত খাজনা অতি লঘুহারে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিনি শুল্কের অতি সহজ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাহাদিগের ধর্ম্মনিবন্ধন কোন তাড়না সহ্য করে নাই; সকলেই সুখে ছিল। সেরশাহের রাজস্ব বন্দোবস্তের অনুকরণ করিয়া ভবিষ্যৎকালে অকৃবর আপনার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সেরশাহের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জলাল সলিম বা ইসলাম উপাধি ধরিয়া বাদশাহ হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল নিতান্ত ভোগবিলাসী ছিলেন, এজন্য বিয়ানা প্রদেশ জায়গীর রূপে উপহার পাইয়া তিনি সলিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সলিম নির্ব্বোধ ও নীতিজ্ঞান শূন্য ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি দেখাইতে সেরশাহের প্রণীত সমস্ত নিয়ম বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলেন। তাঁহার হৃদয় নিতান্ত সন্দিগ্ধ ছিল, আদিলকে এক খণ্ড জমিদারী দিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহার প্রাণবধের কল্পনা করিতে লাগিলেন। সের শাহের আমিরগণও তাঁহার বিষচক্ষে পড়িয়াছিল, সকলকে নির্ম্মূল করিয়া একাকী রাজত্ব করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায় হইল, তাঁহার অত্যাচারে তাঁহার ভ্রাতা ও সমস্ত পাঠান আমির বিদ্রোহী হয়। আগরার নিকট এক যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে পরাজিত হইয়া আদিল নিরুদ্দেশ হন। কিন্তু আমিরেরা তত সহজে নিরস্ত হয় নাই। সলিম দশ বৎসর রাজত্ব করেন, এই দশ বৎসর ধরিয়া পাঠানেরা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করে। সুবিধা পাইয়া হুমায়ুন পারস্য হইতে আসিয়া পঞ্জাবে দেখা দেন।

কিন্তু তখনও সুরবংশের নিয়তি কাল পূর্ণ হয় নাই। মোগল-দিগকে পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইল।

সলিমের উত্তরাধিকারী নীচাশয় সুখপ্রিয় সুলতান আদিল-শাহ। আদিল সলিমের শ্যালক, ভাগিনেয় ফিরোজকে হত্যা করিয়া তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহার অত্যাচারে বঙ্গদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং বাদশাহের আত্মীয় সিক-ন্দর ও ইব্রাহীম বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং পঞ্জাব হইতে আগরা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়। হিমু বা বসন্তরায় নামে সুলতানের এক জন হিন্দু সচীব ও সেনাপতি ছিল। হিমু বাঙ্গালা পুনরায় অধিকার করিতে ধাবমান হন। কিন্তু তিনি না ফিরিতেই হুমায়ুন আসিয়া সিকন্দর সুরকে পরাজয় পূর্ব্বক দিল্লী দখল করিয়া লন এবং মালব বিদ্রোহী হয়। তথাপি ধৈর্য্যশূন্য না হইয়া হিমু বাঙ্গালা অধিকারপূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করেন। হুমায়ুনকে ফিরিয়া আসিয়া অধিক দিন জীবিত থাকিতে হয় নাই। ইন্দ্রপ্রস্থের সের মঞ্জিল নামক প্রাসাদের সোপানে পদস্খলিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে বালক অকবর সম্রাট উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু সমস্ত ভার বহরাম নামক মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। হিমু বাঙ্গালা হইতে অগ্রসর হইয়া অকবরকে লাহোর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন। মোগলদিগের বাসনা ছিল জন্মের মত ভারত-বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কেবল বহরমের উৎসাহে তাহারা আরো একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়। সেই পুরাতন পানিপথ ক্ষেত্রে হিমু ও বহরমের যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত ও হিমু বন্দীকৃত ও হত হন। হিমুর

সহিত পাঠান সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল *। ভারত-লক্ষ্মী অকবরের অঙ্কগত হইলেন। সের সাহের "সুর" উপাধি ছিল। এজন্য এই পাঠান বংশ 'সুরবংশ' নামে অভিহিত হয়।

দশম অধ্যায়।

অক্‌বর—মোগলরাজ্যের বিস্তার—সাম্রাজ্যের সুনিয়ম।

মোগলদিগের রাজত্বকালে সমুদয় ভারতবর্ষ একচ্ছত্র হয়। অকবর হইতেই সে উন্নতির আরম্ভ। সুতরাং এই সময়ে অন্যান্য দেশে কি হইতে ছিল দেখা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মুহম্মদ তুগলকের রাজত্বকালে চতুর্দ্দিকে স্বাধীন রাজ্য সকল স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে জোনপুর বহলোল লোদী কর্ত্তৃক দিল্লীই পদানত হইয়াছিল; কিন্তু মোগলদিগের আক্রমণ সময়ে পুনরায় স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করে। ফিরোজ শাহ্ তুগলক একবার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া সন্ধি করেন। তখন হাজি ইলিয়াস বাঙ্গালার নবাব। তদবধি

---

* মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ হিমুকে অতি কদাকারে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে একজন বুদ্ধিমান নীতি বিশারদ প্রভু ভক্ত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। পাঠান বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি দ্বাবিংশতিবার জয় লাভ করেন এবং কেবল তাঁহারই ভয়ে হুমায়ুন ইতঃপূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপন করিতে পারেন নাই। বোধ হয় হিমু হিন্দু বলিয়া মুসলমান ইতিহাস লেখকদের হস্তে এই রূপে চিত্রিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার নবাবেরা নাম মাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিত। মুসলমান নবাবেরাই বরাবর বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিল, মধ্যে কেবল গণেশ নামে এক জন হিন্দু রাজা কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। অকবরের সিংহাসন আরোহণ সময়ে সুলেমান বাঙ্গালার নবাব ছিলেন।

পানিপথের যুদ্ধ সময়ে হোসেন গঙ্গ স্থাপিত বামনি রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে গোলকুণ্ডা, বিজয়পুর, আহম্মদনগর, বিদর্ভ ও বরারে পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। বিজয়নগরের ইতিহাস গত পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ সমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে আহম্মদনগর গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের মুসলমানেরা একত্র হইয়া বিজয়নগর অবরোধ করে। খৃঃ ১৫৬৫ অব্দে তালিকটা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজা রামদেব পরাজিত ও হত হন। এই বিজয়নগরের পরিণাম।

বাঙ্গালা ও জোনপুর ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তে গুজরাট, মালব, খান্দেশ, সিন্ধু ও মুলতান অকবরের সিংহাসন আরোহণ সময়ে স্বাধীন থাকে। এবং এ পর্য্যন্ত উড়িশ্যা যবনদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। গুজরাটের মুসলমানেরা খান্দেশ ও মালবের সহিত সর্ব্বদা কলহ করিত এবং কয়বার এই দুই দেশ অধিকার করিয়া লয়। আহম্মদনগর ও বরারের রাজগণও গুজরাটের অধীনতা স্বীকার করিত। গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহের বিষয় ইতিপূর্ব্বে হুমায়ুনের রাজত্বকালে কথিত হইয়াছে। পর্ত্তুগিজ বণিকদিগের সহিত বিবাদে বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন রাজপুতনায় চিতোর, যোধপুর, জয়পুর, যশল্মীর

ও হরাবতী নামে পাঁচটী প্রধান স্বাধীন রাজ্য অবস্থিত ছিল। রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পরে চিতোরের প্রভাব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। সের শাহ মল্লদেবকে পরাস্ত করিয়া যোধপুর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে মল্লদেব পুনরায় স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়া লন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে অকবর বাদশাহ হন, তখনও বৃদ্ধ মল্লদেব যোধপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

রাজপুতনায় আরো অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে আজমীর, কালঞ্জর, রণস্তম্ভর, মেবাট, গোয়ালিয়র, চণ্ডারির কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। ইহারা যতবার অধিকৃত হইয়াছিল, ততবারই স্বাধীনতা পুনর্লাভ করে। অকবরের বাদশাহি আরম্ভের পরে ইহারা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে।

এতগুলি রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া মোগলেরা সমগ্র ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তী হন। অকবর হইতে এই উন্নতির সূত্রপাত এবং তাঁহার প্রপৌত্র আওরঙ্গেবের রাজত্বকালে পরাকাষ্ঠা কিন্তু মোগলদিগকে বহুদিন এ অদ্বিতীয় আধিপত্য ভোগ করিতে হয় নাই। সমগ্র দক্ষিণাপথ অতি অল্পদিনের জন্য দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে অকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সে বয়সে রাজ্যের গুরুভার বহন করা অসম্ভব। বহরাম নামে হুমায়ূনের এক প্রাচীন বন্ধু ও নির্ব্বাসনসহচর তখন জীবিত ছিল। বহরামের শৌর্য্যে পানিপথে হিমু পরাজিত হয়। অকবর তাহারই হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেই সময়ে বহরাম আজমীর, গোয়ালিয়র ও জোনপুরের সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং সিকন্দর সুর বিদ্রোহী হওয়াতে তাঁহাকে সিন্ধুর অপর পারে

তাড়াইয়া দেন। কিন্তু বহরামকে এ সৌভাগ্য বহু দিন ভোগ করিতে হয় নাই। রাজ্যের প্রধান হইয়া তিনি অবিনয়ী, সন্দিগ্ধচিত্ত ও দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠেন। এই দোষে তিন বৎসর পরে অকবর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বহরম পদচ্যুত হইয়া প্রথমতঃ একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অবশেষে হতাশ হইয়া অকবরের শরণাপন্ন হন। অকবরও তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু অবনত মস্তকে দিল্লীতে মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ করিয়া প্রভুর অনুমতি ক্রমে বহরাম মক্কা যাত্রা করেন; পথে একজন মুসলমান বৈরনির্যাতন অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হত্যা করে।

তাতার দেশের মরুভূমি ছাড়িয়া মোগলেরা ধনলাভাশয়ে ভারতবর্ষে আইসে, সুতরাং প্রভুর অপেক্ষা তাহারা যে আপনাদের লাভ অধিক অনুসন্ধান করিবে ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বহরামের মৃত্যু হইলে বালক বাদশাহকে অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া অবসর বুঝিয়া মোগল আমিরেরা চারি দিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে। আসফ্‌জা নামে এক জন সেনাপতি নর্ম্মদাতটে গড় রাজ্যের অধীশ্বরী দুর্গাবতীকে পরাস্ত করিয়া বহু সম্পত্তি লাভ করে, আবদুল্লা নামে এক জন অজবেক মোগল মালবে বাজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া কৃতকার্য্য হয়। পাঠানেরা আদিলসুরের পুত্রকে অধিপতি করিয়া হৃত-রাজ্য উদ্ধারার্থ জোনপুরে সমবেত হইলে খানজেমান সেখানে যাইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেয়। কিন্তু যে যেখানে গিয়াছিল সে সেই খানেই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করে। এদিকে অকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হকিম বিদ্রোহী

পাঠানদিগের কর্তৃক কাবুল হইতে দূরীভূত হইয়া পঞ্জাব অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বালক বাদশাহ একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্ষীণপ্রকৃতি অপরে এ বিপদে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইত। কিন্তু অকবর সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি অসমসাহসে, অনবরত পরিশ্রমে, শীত বৃষ্টি না মানিয়া ক্রমে ক্রমে সকল বিদ্রোহীকে দমন করিলেন। কিন্তু সেই অবধি মনে বুঝিয়া রাখিলেন, যে পাঠান সাম্রাজ্যের অপেক্ষা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি অধিকতর জীর্ণ; দেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের ভারতবর্ষে বাস করিতে হইবে না। এজন্য তিনি হিন্দুদিগের সহিত কুটুম্বিতা করিতে যত্নবান হন। তাহার পূর্ব্ববাদশাহেরা রূপে মোহিত হইয়া বলপূর্ব্বক কখন কখন রাজপুত কন্যা বিবাহ করিয়াছেন; কিন্তু অকবরের অভিপ্রায় সেরূপ ছিল না। রাজপুতেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পরিবারে কন্যাদান করিলে তজ্জাত অপত্যের প্রতি মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দুদিগেরও স্নেহ ও যত্ন হইবে এই তাঁহার বাসনা ছিল। জয়পুর ও যোধপুরের রাজগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ দারুণ আভিজাত্য বশতঃ বাদশাহের প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া জয়পুর ও যোধপুরের রাজ পরিবারকে ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন।

বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সাত বৎসর লাগিয়াছিল। তদনন্তর অকবর চিতোর আক্রমণ করেন (১৫৬৮)। জয়মল্ল নামক সেনাপতির হস্তে ভার দিয়া উদয় সিংহ অর্ব্বলী পর্ব্বতে পলায়ন করেন। চিতোর অবরুদ্ধ হইল, অবশেষে জয়মল্ল হত

হইলে অকবর চিতোর হস্তগত করেন। পর বৎসর রণস্তম্ভর ও কালঞ্জর দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে।

অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমনের সময়ে মির্জা নামে এক দল বিদ্রোহী পরাস্ত হইয়া গুজরাটে আশ্রয় লয়। এই সময়ে মজঃফর নামে বাহাদুর শাহের এক ভাগিনেয়পুত্র গুজরাটের রাজা ছিলেন; মুহম্মদ তুগলকের সময় হইতে এ অবধি গুজরাট স্বাধীনতা ভোগ করিতে ছিল। মির্জাদিগের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া মজঃফর অকবরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে গুজরাট প্রদান করিয়া অবসৃত হইলেন। এই রূপে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে গুজরাট পুনরায় বাদশাহের রাজ্যভুক্ত হইল। গুজরাটে একদা দেড় শত সৈন্য লইয়া অকবর শত্রুদিগের সহস্র সৈন্য আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করেন। সে দিন তাঁহার প্রাণবধের উপক্রম হইয়াছিল। কেবল জয়পুরের রাজা ভগবান সিংহ ও তাঁহার পুত্র মান সিংহের অসমসাহসিকতায় বাদসাহ রক্ষা পাইয়া ছিলেন।

গুজরাট জয়ের পর অকবর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িশা হস্তগত করেন। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে খান জেমান পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া জোনপুর ও বিহারের কিয়দংশ স্বনামে দখল করেন। খানজেমান বিদ্রোহী হইলে অকবর তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া ঐ সকল দেশ অধিকার করেন, তথাপি বিহারের অনেকাংশ অপরাজিত ছিল। এ দিকে বাঙ্গালার নবাব সুলিমানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দাউদ নবাব হন। সুলিমানের সেনাপতি কালাপাহাড় (১) উড়িশ্যায় প্রথমতঃ মুসলমান

১ কালাপাহাড়ের হিন্দু নাম রাজু। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাউদের সেনাপতি হইয়া মোগলদের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃতু হয়।

অধিকার বিস্তার করেন। সুলিমান অকবরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দাউদ নিতান্ত গর্ব্বিত ছিলেন। তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে মোগলেরা আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করে। দাউদ প্রথমতঃ উড়িশ্যায় পলাইয়াছিলেন, কিন্তু পরে ফিরিয়া আসিলে যুদ্ধে পরাজিত ও হত হন।

বাঙ্গালা অধিকৃত হইলে মোগলেরা পাঠানদিগের জায়গীর সকল দখল করিয়া লয়, এবং সম্রাট ফিরিয়া চাহিলে বিদ্রোহী হয়; সময় বুঝিয়া পাঠানেরাও বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ অধিকার করে। অকবর প্রথমোক্তদিগকে দমন করিবার জন্য তোড়মল্ল ও শেষোক্তদিগের জন্য মান সিংহ নামে দুইজন হিন্দু সেনাপতিকে নিযুক্ত করেন। ইহারা দুইজনেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মানসিংহ সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িশ্যায় দিল্লীর আধিপত্য বিস্তৃত করেন। তদবধি বঙ্গদেশ দিল্লীর একটী অংশরূপে পরিগণিত হয়।

যখন বাঙ্গালা ও বিহারে মোগল সেনাপতিরা বিদ্রোহী হয়, তখন কাবুলের গবর্ণর হাকিম আর একবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। এবার অকবর তাঁহার অনুসরণ করিয়া কাবুল হস্তগত করেন, কিন্তু হাকিম শরণাগত হইলে তাঁহাকে অধিকৃত প্রদেশ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে গুজরাটের পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং ভূতপূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা মজঃফর তাহাদিগের সহিত যোগ দেন এই বিদ্রোহ দমন করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল।

১৫৮৫ খৃঃ অব্দে অকবর কাশ্মীর এবং উড়িশ্যা ভিন্ন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হন, সমগ্র দক্ষিণাপথ তখনও

দিল্লীর অধীন হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরে হিন্দুগণ রাজত্ব করিতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক জন মুসলমান কাশ্মীরে যবন রাজ্য স্থাপিত করে। অকবরের রাজত্ব কালে কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, খৃঃ ১৫৮৬ অব্দে সম্রাট সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাশ্মীর অধিকার করিয়া লন। ইহার অনতিবিলম্বে তিনি পেশোয়ারের নিকটস্থ পার্ব্বতীয় যুস-ফজী জাতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং সেনাপতি বীরবল হত হন। যাহা হউক ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সিন্ধ ও ১৫৯৪খৃঃ অব্দে কান্দাহার হস্তগত হইলে নর্ম্মদা নদীর উত্তরে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত দিল্লীর অধীন হয়। ইতি-মধ্যে উড়িশ্যার পাঠানেরা বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে।

অতঃপর অকবর দক্ষিণাপথ জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সুবিধার অভাব হইল না। এই সময়ে আহম্মদ নগরের রাজার মৃত্যু হইলে সিংহাসনার্থ অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে এক জন অকবরের সাহায্যপ্রার্থী হইলে কুমার মোরদ সসৈন্য আহম্মদ নগরে প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বে চাঁদবিবি নামে এক মুসলমান কন্যা আপন ভ্রাতৃষ্পুত্রের নামে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। মোগলেরা আসিয়া রাজধানী অবরোধ করিল। চাঁদ সুলতানা স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্ররো-চনায় বিজয়পুরের রাজাও তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। বহু দিন যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। ইতিপূর্ব্বে আহম্মদ নগরের রাজগণ বরার অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অবশেষে চাঁদবিবি অকবরকে বরার রাজ্য দান করিয়া সন্ধি করিলেন। কিন্তু এ সন্ধি বহু দিন স্থায়ী হয়

নাই। অনতিবিলম্বে চাঁদবিবির মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়া পুনরায় অকবরের সাহায্য প্রার্থনা করিল। মোরদ পুনরায় প্রেরিত হইলেন; গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজগণ আহম্মদ নগরের সাহায্য করিতে আসিল, ওদিকে খান্দেশের রাজা মোগলদিগের সাহায্য করিতে লাগিল। গোদাবরীতটে দারুণ সংগ্রাম হয়। কিন্তু কোন পক্ষই পরাজিত হইল না। অতঃপর ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে অকবর স্বয়ং দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে আহম্মদ নগরে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপায় হইয়া চাঁদবিবি অকবরের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই অপরাধে সৈন্যেরা তাহাকে হত্যা করে। তখন অকবর আহম্মদ নগর অবরোধ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু রাজধানী অধিকৃত হইলেও সমগ্র রাজ্য দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিল না। আর একজন নূতন রাজা হইল। ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে অকবরের পৌত্র শাহজাঁহার রাজত্ব কালে সমগ্র আহম্মদ নগর রাজ্য দিল্লীর অধীন হয়। আহম্মদনগর হইতে ১৬০১ খৃঃ অব্দে অকবর খান্দেশ অধিকার করেন। খান্দেশ জয় অকবরের জীবনের শেষ ঘটনা। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে অকবরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রদ্বয় দানিয়াল ও মোরদের মৃত্যু হেতু এবং জ্যেষ্ঠপুত্র সলিমের অসদাচরণে তাঁহাকে নিতান্ত তাপিত হইতে হইয়াছিল।

অকবরকে অনবরত যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল। তথাপি যুদ্ধে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। সর্ব্বদা পণ্ডিত ও কবিদিগের সহবাসে বিবিধ কাব্য বা বিজ্ঞান আলোচনায়, কখন বা মৃগয়া আমোদে তাঁহার দিনপাত হইত, অথচ দরবারে বসিয়া রাজকার্য্যের নিয়মিত

তত্ত্বাবধারণের সময় কখন লাঘব করিতেন না। তিনি কোন ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, এজন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক বিবিধ ধর্ম্মের পণ্ডিতেরা তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে সুরসিক বীরবল, কবি ফায়েজি, গায়ক তানসেন ও ইতিহাসবেত্তা আবুলফজল বিখ্যাত। যত দিন পারস্য ভাষা থাকিবে তত দিন ফজলের অকবর নামা লোকে পাঠ করিবে। ফায়েজি বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজি গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন; ইহাদের মধ্যে নলদময়ন্তী, লীলাবতী ও কথাসরিৎসাগর অদ্যাপি প্রচারিত আছে। ফতেপুর শিক্রিস্থ অকবরের প্রাসাদে অদ্যাবধি ফায়েজির স্বপ্রণীত ও স্বহস্ত লিখিত রয়েৎ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। অকবর হিন্দুদিগকে সতীদাহ, কন্যাবধ, বাল্যবিবাহ, বলিদান প্রভৃতি নিষ্ঠুর নিয়ম সকল এবং মুসলমানদিগকে শ্মশ্রুরক্ষণ, ত্বকচ্ছেদ প্রভৃতি কুসংস্কার মূলক কার্য্য সকল নিবারণ করিতে পরামর্শ দিতেন।

অকবর যুদ্ধকুশল, মৃগয়াপটু, কাব্যপ্রিয়, প্রশস্তহৃদয়, নিরপেক্ষ, ও রাজনীতিবিশারদ সম্রাট্ ছিলেন। কাবুল লাহোর, মুলতান, দিল্লী, আগরা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, গুজরাট, মালব, বিহার, বাঙ্গালা, খান্দেশ, বরার, আহম্মদনগর তিনি সমগ্র সাম্রাজ্য এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক এক জন সুবাদার, জমীদার ও কানুনগুর বন্দোবস্ত করেন। কানুনগুরা সমুদয় সুবা জরিপ করিয়া অতি সামান্য হারে প্রজাদিগের সহিত খাজনার নিরিখ স্থির করিয়া দিত; জমিদারেরা সেই খাজনা তহসিল করিয়া তহসিলদারকে অর্পণ করিত। প্রজাদিগকে ভূমির উপস্বত্বের তৃতীয়াংশের মূল্য খাজনা দিতে হইত। সুবাদার সমুদায়

বিভাগের তত্ত্বাবধারণ করিত, কেহ না কাহার প্রতি অত্যাচার করে। প্রত্যেক সুবায় এক এক জন ফৌজদার ও এক এক জন কোতোয়াল থাকিত। ফৌজদারেরা সুবাস্থ সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধারণ করিত, এবং গোলযোগ বাঁধিলে সৈন্য পাঠাইত এবং কোতোয়ালদিগের হস্তে পুলিসের ভার ছিল। সমস্ত রাজ্যে তিন লক্ষ পদাতি ও তিন লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

তিনি যেরূপ সুবিধার জন্য উপস্বত্বশস্যের পরিবর্ত্তে প্রজাদিগের নিকট মূল্য গ্রহণ করিতেন, সেই রূপ সমদয় ইজারা ও জায়গীর বন্দোবস্ত উঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্ব সম্রাটদিগের আমলে ইজারদারেরা সম্রাটের সহিত একটী নির্দ্দিষ্ট খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক অনেক অধিক আদায় করিত। অকবর সে প্রথা উঠাইয়া দেন। এই রূপে পূর্ব্বে সৈনিকেরা ভূমির পরিবর্ত্তে জায়গীর পাইত; অকবর জায়গীর উঠাইয়া দিয়া মাহিনার বন্দোবস্ত করেন। পাছে সৈন্যাধ্যক্ষেরা অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া অধিক সংখ্যকের মাহিনা লয়, এই ভয়ে তিনি স্বহস্তে প্রত্যেক সৈন্যকে মাহিনা বিলি করিয়া দিতেন, এবং রাজভাণ্ডার হইতে সৈন্যদিগকে যে রীতিমত পরিধেয়, অস্ত্র শস্ত্র ও ঘোটক প্রদত্ত হইত তাহাতে সকলের নাম লিখিয়া দিতেন।

রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিচারালয় সকল স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে এক এক জন প্রধান বিচারক ও এক এক জন কাজি থাকিত। কাজিরা আইনের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিত, বিচারকেরা তদনুসারে বিচার করিত। সুতরাং অকবরের রাজত্ব কালে কি দেওয়ানী, কি সৈনিক, কি রাজকীয় সকল বিভাগ সমান উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অকবরের রাজত্বকালে তিন কোটী বিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক আদায় হইত।

একাদশ অধ্যায়।

জহাঙ্গীর—নুরজঁহার বিবাহ, সাহজঁহা ও মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ।

পিতার মৃত্যু হইলে সলিম জহান্গীর নামে দিল্লীর বাদশাহ হইলেন। তখন সমুদয় রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতে ছিল। কেবল দক্ষিণ বাঙ্গালায় ওস্মান, ও উদয়পুরে অমর সিংহ তখনও আগরার অধীনতা স্বীকার করে নাই; এবং আহম্মদ নগরে মালিক আম্বর নামে এক জন আবিসিনীয় নিজামশাহি রাজত্বের পুনরুদ্ধারার্থে যত্ন করিতেছিল।

সলিম পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন, সুতরাং সিংহাসনার্থ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা কেহ ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে অকবরের শেষাবস্থায় সলিম বিদ্রোহী হইলে তাঁহার পুত্র খসরুকে সিংহাসন দিবার জন্য তাহার মাতুল মানসিংহ প্রভৃতি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেই খস্রুর দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হয়। সলিম সিংহাসনে আরোহণ করিবার ছয় মাস পরে খস্রু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং সসৈন্য আগমন করাতে তাঁহাকে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইতে হয়। তদনন্তর লাহোরে পিতা পুত্রের যুদ্ধ হইলে খস্রু পরাজিত ও নদী পার হইয়া পলাইবার সময়ে বন্দীকৃত হন। কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালায়ও ওস্মান হত ও পাঠানেরা বশীভূত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অকবর চিতোর আক্রমণ করিলে উদয় সিংহ দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তিনি চিতোরে আর

প্রত্যাগমন করেন নাই, পরন্তু উদয়পুর নগর স্থাপিত করিয়া সেখানেই বাস করিয়াছিলেন। উদয় সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহ অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিলেন, বহু চেষ্টা করিয়াও অকবর প্রতাপকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ জহাঙ্গীরের সমসাময়িক রাজা। তিনি অনেক বার বাদশাহ প্রেরিত সেনাদিগকে পরাস্ত করেন। অবশেষে ১৬১৪ খৃঃ অব্দে কুমার শাহর্জহা উদরপুর অবরোধ করিলে অমর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন।

খস্রু ও শাহজঁহা ব্যতীত পরবিজ ও সারিয়র নামে জহাঙ্গীরের অপর দুই পুত্র ছিল। কিন্তু কেহই শাহজঁহার তুল্য গম্ভীর প্রকৃতি ও সাহসিক ছিলেন না। সারিয়র জহাঙ্গীরের পত্নী নুরমহলের পূর্ব্ব স্বামীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

খাজে আয়াস নামে এক জন তাতার দুরবস্থায় পতিত হইয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে আইসে, সঙ্গে তাহার গর্ভবতী স্ত্রী ছিল। পথিমধ্যে ভরণপোষণের সম্বল নাই, অথচ একটী কন্যা হইল। নিষ্ঠুর তাতার কন্যাটীকে পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু কোমল মাতৃহৃদয়ের বেদনায় বিচলিত হইয়া কন্যাটীকে লইয়া যাইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, এক দুরন্ত অজগর বালিকাটীকে ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভয়ে আয়াসের কণ্ঠ হইতে বিকৃত স্বর উচ্চারিত হইল, সেই স্বর শুনিয়া অজগর প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, কন্যা লইয়া তাতার প্রত্যাগমন করিল। পথে একটী বণিকের সহিত পরিচয় হইলে সে এই দুঃস্থ পরিবারটীকে আহার দিয়া রক্ষা করে এবং অবশেষে অকবরের সরকারে তাতারের একটী চাকরী করিয়া দেয়। তাতারের স্ত্রী কন্যাসমভিব্যাহারে মধ্যে

মধ্যে অন্তঃপুরে আসিত। সেই বালকুসুম দর্শনে সলিমের চিত্ত মোহিত হয়। কিন্তু তখনও অকবর জীবিত, সলিমের কোন উপায় ছিল না। এদিকে বালিকা মেহের উন্নিসার সহিত শের নামে বিহারের একজন শাসনকর্ত্তার বিবাহ হইল। সলিমের আশাপূর্ণ হইল না। এখন জহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ, পুরাতন অনুরাগ উত্তেজিত হইল, কৌশলে শের আফগান হত হইল, এবং তাঁহার পত্নী বন্দীভাবে আগরায় আসিল। কোন অপরিজ্ঞেয় কারণে জহাঙ্গীর বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। স্বহস্ত প্রস্তুত কারুকার্য্য বিক্রয় করিয়া মেহের উন্নিসার দিনপাত হইত। অবশেষে একদা বিক্রয়ার্থ প্রেরিত একটী বিচিত্র মস্‌নদের সামগ্রী দর্শনে পূর্ব্ব-রাগ পুনরুদ্দীপিত হইলে নুর মহল বাদশাহের পাটরাণী হইলেন (১৬১১) নুরজঁহা * সুরূপা ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার গুণে দুর্ব্বল সলিমের নিষ্ঠুর প্রকৃতির উপশম হয়; কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষায় মোগল সম্রাজ্যের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিয়া গিয়াছিল। নুরমহলের ভ্রাতা আসফের কন্যার সহিত শাহজহাঁর বিবাহ হয়, তাঁহার পিতা আয়াস বাদশাহের উজির হন।

এ দিকে মালিক আম্বরের প্রাদুর্ভাবে দক্ষিণাপথে মোগল অধিকার লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়া ছিল। আম্বর আর্য্যাবর্ত্তে অক্‌বরের স্থাপিত রাজস্ব বন্দোবস্তের অনুকরণ করিয়া আহম্মদ-নগর রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন এবং অকবর পরাজিত দেশ সকলের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন। যতবার জহাঙ্গীর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন তত বারই সকলে পরাস্ত হইয়া

* আয়াসের কন্যার প্রকৃত নাম মেহের উন্নিসা। নুর মহল (অন্তঃপুরের রত্ন) ও নুরজেহান (পৃথিবীর রত্ন) এই দুইটী উপাধি জহাঙ্গীর প্রদত্ত।

প্রত্যাবৃত্ত হয়। খস্‌রু তখন কারাগারে এবং অমর সিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পরবিজ পিতার অপ্রিয় হন। অতঃপর উদয়পুর অধিকৃত হইলে জহাঙ্গীর শাহজঁহাকে ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে দক্ষিণাপথ প্রেরণ করিলেন। এখানেও শাহজঁহা কৃতকার্য্য হইলেন। পরাজিত হইয়া আম্বর অপহৃত দেশ সকল প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে শৈবলিক পর্ব্বতের হিন্দুগণ বিক্রমজিৎ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে।

অতিসেবনে জহাঙ্গীরের শরীর ভগ্ন হইয়া আসিয়া ছিল। নুরজঁহার বাসনা ছিল, জহাঙ্গীরের আমলে যেরূপ অদ্বিতীয় অধীশ্বরী ছিলেন, ভাবী সম্রাটের রাজত্ব কালেও সেইরূপ থাকিবেন। শাহজঁহা ভাবী বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কুমারের যেরূপ প্রকৃতি, বাদশাহ হইলে তিনি যে অপর কাহাকে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে দিবেন সে কামনা বিফল। এই ভাবিয়া নুর মহল সারিয়রকে বাদশাহৎ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। পিতার জীবিতাবস্থায় পাটরাণীর দুরাকাঙ্ক্ষা কতক পরিমাণে নিবৃত্ত ছিল। সম্প্রতি আয়াসের মৃত্যু হইয়াছিল। নুর মহলের ভ্রাতা আসফ্‌ উজির হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ক্ষীণস্বভাব তাহাতে ভগিনীর অভিপ্রায় অনুমোদন ব্যতীত তাঁহার দ্বারা আর কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

খৃঃ ১৬২২ অব্দে পারস্যের রাজা শাহ আব্বাস কান্দাহার অধিকার করিয়া লন। নুর মহলের ইচ্ছা ছিল শাহজঁহাকে কান্দাহারে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনবস্থিতি কালে সারিয়রকে ভাবী বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিবেন। কিন্তু শাহজঁহা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একাকী তত দূর যাইতে অস্বী

কার করিলেন। জহাঙ্গীর স্ত্রীর প্ররোচনায় পুত্রকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দিল্লীর সন্নিহিত তুগলকাবাদ নগরে পিতা-পুত্রে এক যুদ্ধ হয়। তাহাতে পরাজিত হইয়া কুমার দক্ষিণাপথে প্রস্থান করেন। কাবুলের গবর্ণর মহবৎ খাঁ ও কুমার পরবিজ বিদ্রোহীকে বন্দীকৃত করিবার উদ্দেশে অনুসরণ করিলেন। শাহজঁহা সেখানে কোন সাহায্য না পাইয়া এবং নর্ম্মদাতটে আর একবার পরাজিত হইয়া উড়িশ্যা দিয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। এবং তত্রত্য নবাবকে তেলিয়া গড়ের নিকট গঙ্গাতটে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা এবং কিছু দিন পরে বিহার অধিকার করিয়া লইলেন। মহবৎ এত দিন দক্ষিণাপথে ছিলেন। বাঙ্গালা ও বিহাব জয় এবং বিদ্রোহীর দিল্লীমুখে বারাণসী পর্য্যন্ত আগমন শুনিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বারাণসীর নিকট পরাজিত হইয়া রোটসে পরিবার রাখিয়া বিদ্রোহী রাজপুত্র পুনরায় দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়া বালাঘাট পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু অবশেষে নিরুপায় হইয়া পুত্রদিগকে বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। কোমলহৃদয় জহাঙ্গীর তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া কুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নুরজঁহার কুমন্ত্রণার ভয়ে শাহজঁহার অত দূব সাহস হইল না।

মহবৎ সাহসিক সেনাপতি ছিলেন। রাজপুত্র বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকে দমন করিতে মহবৎ প্রেরিত হন। এখন দেশ মধ্যে তিনিই প্রধান। যে রাজপুত্রকে দমন করিতে পারে, সে মনে করিলে রাজমুকুটও খুলিয়া লইতে পারে। নুর মহলের ভয় হইল। তিনি মহবৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ইচ্ছা তাঁহাকে বন্দী করিবেন। কিন্তু সুচতুর মহবৎ অগ্রেই সমস্ত বুঝিতে

পারিয়াছিলেন। এই সময় জহাঙ্গীর লাহোর হইতে কাবুলে যাইতে ছিলেন, মহবৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজ সাক্ষাৎকার লাভ হইল না বরং অবমানিত হইলেন। বাদশাহের সিন্ধু অতিক্রমণ কালে মহবৎ সহসা বিদ্রোহী হইয়া জহাঙ্গীরকে আক্রমণ পূর্ব্বক বন্দী করেন। নুর মহলের সকল আশা চূর্ণ হইল, তিনি সামান্য পরিচারিকাভাবে অপরপারে পলায়ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। জহাঙ্গীর মহবতের শিবিরে, সেখানে একাকী থাকিলে নুর মহলের মহা বিপদ, দুর্ব্বলচিত্ত সম্রাটকে হস্তগত করিয়া মহবৎ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন বস্তুতঃ মহবতের প্ররোচনায় জহাঙ্গীর নুরজঁহার ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে জন্মের মত স্বামীর চরণ চুম্বন করিতে অনুমতি লইয়া রাণী বাদশাহের পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন, অমনি দুর্ব্বলচিত্ত জহাঙ্গীর সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। এখানে রাণী মহবতের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জহাঙ্গীর নিবারণ করিলেন, তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। এ দিকে মহবৎ শত্রুদমন করিয়া অধিকাংশ সৈন্য ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং নুর মহলের সুবিধা ঘটিয়া উঠিল। অবশেষে জহাঙ্গীরের ইঙ্গিতানুসারে মহবৎ আপন বিপদ বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহবৎ শাহজঁহার গুণপণা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। তিনি কর্ণালে আসিয়া গোপনে আসফ্ খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া উদয়পুরে প্রস্থান করিলেন; ভাবিয়া ছিলেন হিন্দু ও মোগল একত্র করিয়া শাহজঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে সে চেষ্টা অধিক করিতে হইল না। সহসা জহাঙ্গীরের শ্বাস রোগে মৃত্যু হওয়াতে নুরজঁহার

দুরাকাঙ্ক্ষার অবসান হইল। শাহজঁহা দিল্লীর বাদশাহ হইলেন। (১৬৫৭)

পিতার জীবিতাবস্থায় অসদ্ব্যবহার করিয়া জহাঙ্গীর লোকের অপ্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি পূর্ব্ব কর্ম্মচারীদিগকে কায়েম রাখিয়াছিলেন, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি জঘন্য দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং যাহাতে সকল লোকেই তাঁহার সাক্ষাতে আবেদন করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সিংহ দ্বারের একটী শৃঙ্খলের সহিত আপন বিশ্রাম গৃহে ঘণ্টা সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ আসিয়া শৃঙ্খল টানিলেই ঘণ্টা বাজিত, অমনি বাদশাহ বাহিরে আসিতেন। ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য না করিয়া যথাযথ বিচার জন্য জহাঙ্গীরের রাজত্ব বিখ্যাত। কিন্তু তিনি অতিশয় মাদকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে তমাকের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয় এবং নুরজঁহা গোলাপ জলের আবিষ্কার করেন। রো নামে এক জন সাহেব বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য বিলাতের রাজার দূত স্বরূপ আসিয়াছিলেন। রো সাহেবের অনুরোধে সম্রাট ইংরাজদিগকে সুরটে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে অনুমতি দেন।

জহাঙ্গীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র পরবিজ এবং আহম্মদনগরের মালিক আম্বিরের মৃত্যু হয়। যেন বিধাতা স্বয়ং শাহজঁহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। সারিয়র সিংহাসনের জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সফল হন নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শাহজঁহা—আহম্মদনগর অধিকার, রাজপুত্রগণের বিদ্রোহ।

শাহজঁহা দক্ষিণাপথে পিতার মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীতে আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই অবধি নুরমহল রাজদত্ত-বৃত্তি-ভোগিনী হইয়া ইতিহাস হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি ইহার পরে বিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। আসফ্ নূতন বাদশাহের উজির রূপে এবং মহবৎ সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেন।

শাহজঁহার সিংহাসনে বসিবার অনতিবিলম্বে অজবেকেরা কাবুল আক্রমণ করে এবং বুন্দেলার রাজা নৃসিংহ দেব বিদ্রোহী হন। মহবৎ কর্ত্তৃক অজবেকগণ দূরীভূত হয় এবং নৃসিংহ দেব পরে অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু আর এক নূতন বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া সমগ্র দক্ষিণাপথে সমরানল প্রজ্বলিত করিল। আট বৎসর যুদ্ধের পর আহম্মদনগর উৎসন্ন হইলে সে বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

খানজেহান লোদী জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যখন শাহজঁহা বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাপথ হইতে দিল্লী মুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি খানজেহানের শাসিত দেশ মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহেন, কিন্তু খানজেহান তাহাতে সম্মত হন নাই। জেহান বহলোল লোদীর বংশ জাত; তাঁহার বাসনা, গৃহবিচ্ছেদ নিবন্ধন মোগল রাজ্য উৎসন্ন হইলে তিনি লোদী বংশ দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবেন। শাহজঁহা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পরিয়াছিলেন

এবং তৎকৃত হত্যাদর বিস্মৃত হন নাই। জেহান লোদী দিল্লীতে আহূত হইলেন। এখানে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সর্ব্ব-নাশ করাই বাদশাহের ডাকিবার কারণ। কিন্তু সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন, সঙ্গে পরিবার, একাকী পলাইলে তাহারা অবমানিত হইবে, থাকিলে সমূলে বিনাশ। এই বিষম সঙ্কটে তাঁহার স্ত্রীদ্বয় স্বামীর সুবিধার জন্য আত্মহত্যা করিল। জেহান বিষাদে উন্মত্ত প্রায় হইয়া সহচরগণ সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে প্রস্থান করিলেন। শাহজঁহা অবিলম্বে পলাতকের অনু-সরণার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। খানজেহান তাহাদিগের কর্ত্তৃক চর্ম্মণ্বতি নদীতটে পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ দেখিলেন সে প্রবল শত্রু দক্ষিণদেশে নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। বস্তুতঃ খানজেহান গোলকুণ্ডা, বিজয়পুর, আহম্মদনগর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণকে একত্র করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সময়ে প্রতিকার না করিলে ভবিষ্যতে মহা বিপদের সম্ভাবনা। সম্রাট সসৈন্য স্বয়ং বুরহানপুরে যাত্রা করিলেন। জেহান বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার সমবেত সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্রমাগত তিন বৎসর যুদ্ধের পর গোলকুণ্ডার রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। জেহান প্রাণভয়ে উত্তরমুখে পলায়ন করিলেন। বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশে লোদী অনেক দিন আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত ও হত হন।

খানজেহানের মৃত্যু পরেই গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজা দ্বয় কর দিতে স্বীকার এবং কয়েকটী দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। (১৬৩১)

শাহজঁহার বিদ্রোহী অবস্থায় হুগলীর পর্ত্তুগিজ বণিকগণ

তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করে এবং পিতৃদ্রোহী বলিয়া তাঁহার অবমান করিয়াছিল। খানজেহানের ন্যায় এই বণিকদিগ-কেও দণ্ড দিতে সম্রাটের বাসনা ছিল। দৈবক্রমে এক সুবিধা ঘটিল। বাঙ্গালার নবাব কাশীম সম্রাটকে পত্র লেখেন যে পর্ত্তু-গিজেরা অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে, বন্দরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং বলপূর্ব্বক দেশীয় বণিকদিগের নিকট শুল্ক আদায় করিতে-ছে। সম্রাট পর্ত্তুগিজদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা দিলেন, কাশীম হুগলি অবরোধ করিয়া ধ্বংশ করিলেন।

ইহারই অনতিবিলম্বে বুন্দেলখণ্ডের নৃসিংহ দেব আবার বিদ্রোহী হইয়া তাড়িত হইলেন। গোন্দয়ানার জঙ্গলে আশ্রয় লইলে অসভ্য পর্ব্বতবাসীরা ধন লোভে তাঁহাকে হত্যা করে।

বুরহানপুর হইতে দিল্লী যাত্রা করিবার সময় শাহজঁহা মহবৎকে দক্ষিণ দেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যান। মহবৎ মালিক আম্বরের পুত্র ফতেখাঁর সাহায্যে আহম্মদনগর জয় করেন। খৃঃ ১৭৩৪ অব্দে মহবতের মৃত্যু হয়। মহবতের মৃত্যু হইলে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন সম্রাট স্বয়ং আসিয়া বিজয়পুর অবরোধ করেন। বিজয়পুর দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে।

১৬৩৮ খৃঃ অব্দে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলিমর্দান আপন প্রভু পারস্য রাজের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া শাহজঁহাকে কান্দাহার প্রদান করিয়া ভারতবর্ষের রাজ সরকারে প্রবেশ করেন। আলি অতি উপযুক্ত লোক, শাহজঁহা তাঁহাকে কাশ্মীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পারস্যরাজ কান্দা-হার পুনরুদ্ধারার্থ প্রথমতঃ সামান্য রূপ চেষ্টা করিয়া সফল হন নাই। অবশেষে ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে নষ্ট রাজ্য পুনরায় হস্তগত

করেন। শাহজঁহা বহু চেষ্টা করিয়াও আর কান্দাহার লাভ করিতে পারেন নাই। কান্দাহার লাভের অনতিবিলম্বে আসামীয়েরা একবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে। তাহাদিগের অনুসরণ ক্রমে তিব্বত, কুচবেহার ও আসাম জয় হয়।

মহবতের মৃত্যু হইলে রাজকুমার আওরঙ্গেব দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা হন। এথানে মিরজুমলা নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। মিরজুমলা গোলকুণ্ডার রাজ সরকারে চাকরী করিত, অবশেষে পদচ্যুত হইলে আওরঙ্গেবের শরণাপন্ন হয়। তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আওরঙ্গেব শাহজঁহার অনুমতি ক্রমে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। ব্রাহ্মণি বংশের ধ্বংসরাজ্যোদ্ভূত পঞ্চ দেশের মধ্যে কেবল বিজয়পুর অদ্যাপি এক রূপ স্বাধীন ছিল। সুতরাং আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার পরে তাহার উপর যে বাদশাহের সস্পৃহ দৃষ্টি পড়িবে সন্দেহ কি! ছলগ্রাহী লোকের কারণের অসম্ভাবও থাকে না। সম্প্রতি বিজয়পুরের বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে রাজমন্ত্রী তৎপুত্রকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু শাহজঁহার অনুমতি লন নাই। শাহজঁহা পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধি অনুসারে বিজয়পুর অধিকৃত প্রদেশ মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং এই অবমানের প্রতিফল দিবার জন্য আওরঙ্গেবকে আজ্ঞা দিলেন। আওরঙ্গেবও বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া ছারথার করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে গোল কুণ্ডার ন্যায় করদান ও অধীনতা স্বীকার করিলে বিজয়পুরপতি পিতৃ সিংহাসনে বসিতে অনুমতি পাইলেন।

এক্ষণে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লীর পদানত হইয়াছিল। তোড়মল্লের অনুকরণ করিয়া শাহজহা সমুদয় দেশ রীতিমত

জরিপ করিয়া খাজানার হার নিরিক করিয়াদিলেন। তাঁহার সদ্বিচার ভয়ে দূরস্থ গবর্ণরেরাও প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। পুত্র পৌত্রে রাজসংসার আলোকিত হইয়াছিল। শাহজঁহা ভাবিয়া ছিলেন এই রূপ সুখসচ্ছন্দে জীবন কাটাইবেন। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যবিধ।

আসফজার কন্যার গর্ভে শাহজঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। প্রথম পুত্র দারা—সরলচিত্ত, দাম্ভিক, পরশ্রী-কাতর; জ্যেষ্ঠা ভগিনী জাহানীরা সরলতার প্রতিমা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ ভগিনীর মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। দ্বিতীয় পুত্র সুজা আলম—ভোগপরায়ণ, বাক্যপটু। তৃতীয় আওরঞ্জেব—ক্রূরচিত্ত, কার্য্যক্ষম ও বিচক্ষণ: তাদৃশী প্রকৃতিশীলা রৌসিনারার তাঁহার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। চতুর্থ পুত্র মোরদ—উদ্ধত, তেজস্বী ও কপটতাশূন্য। কনিষ্ঠা কন্যা সুরিয়াবানু, চিত্রাঙ্কণে ও সঙ্গীত বিদ্যায় দিনপাত করিতেন, রাজ কার্য্যের কোন সংবাদই রাখিতেন না। শাহজঁহা পূর্ব্বেই পুত্রগণের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দেন। দারা বাদশাহের নিকটে থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, আওরঞ্জেব দক্ষিণদেশে, মোরদ গুজরাটে, ও সুজা বাঙ্গালায় শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আওরঞ্জেব সুবিধা করিয়া প্রিয়-পাত্র মিরজুমলাকে বাদশাহের উজির করিয়া দিয়াছিলেন। মিরজুমলা রাজ দরবারের সমস্ত সংবাদ গোপনে আওরঞ্জেবকে প্রেরণ করিত।

সহসা শাহজঁহা সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার জীবনের আশা লুপ্তপ্রায় হইল, দারা তাঁহার নামে রাজকার্য্য

নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুতরাং মিরজুমলা পদচ্যুত হইল, আওরঙ্গেবের প্রিয়পাত্র অন্যান্য ওমরাওগণ অপদস্থ হইল। কিছু দিন পরে শাহজঁহা সুস্থ হইলেন, কিন্তু দারাই পূর্ব্বের ন্যায় দরবারের কার্য্য সকল চালাইতে লাগিলেন। আওরঙ্গেব ঘোষণা করিয়াদিলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলপূর্ব্বক পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়াছে। পিতাকে সিংহাসনে বসান পুত্র-দিগের কর্ত্তব্য। নিজে সংসার স্পৃহাশূন্য; দারা বিধর্ম্মী, দারাকে পদচ্যুত করিয়া মোরদকে পিতার মৃত্যুর পরে সিংহা-সনে বসাইয়া নিজে মক্কায় তীর্থ করিতে যাইবেন। এই ভাণ পূর্ব্বক মোরদের সহিত সন্ধি করিয়া উভয় ভ্রাতায় দিল্লীমুখে অগ্রসর হইলেন; ওদিকে সুজাও সসৈন্য বাঙ্গালা হইতে অগ্র-সর হইলেন। শাহজঁহা এ ভ্রাতৃবিরোধ কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। বারাণসীর নিকটে দারাপ্রেরিত সৈন্য-গণ সুজাকে পরাস্ত করিল, সুজা বাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু যশোবন্ত সিংহ দক্ষিণমুখে যাইয়া আওরঙ্গেবের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। উজ্জয়িনীনগরে বাদশাহপ্রেরিত সৈন্য-গণ পরাস্ত হইল। তখন শাহজঁহা নিজে সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে চাহিলেন, কিন্তু দারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়া আগরার নিকট পুনরায় পরাজিত হইলেন। আওরঙ্গেব আগরায় পৌছিলেন, দারা প্রাণভয়ে দিল্লী ও তথা হইতে লাহোরে পলায়ন করিলেন। শাহজঁহা কারারুদ্ধ হইলেন, মোরদ গোয়ালিয়র দুর্গে রুদ্ধ হইলেন; আওরঙ্গেব আলমগীর নামে দিল্লীর রাজতক্তে উপবেশন করিলেন।

সাহসী শাহজঁহা সুশিক্ষিত ও ন্যায়বান্ রাজা। তাঁহার রাজত্ব কালে শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারজনিত বিদ্রোহ কুত্রাপি

ঘটে নাই। তাঁহার সদ্বিচারগুণে ও সমৃদ্ধি সমারোহে তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। নুরজঁহা মোগল বংশে সমারোহের সূত্রপাত করেন, শাহজঁহা তাহার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। আসফ জার কন্যা মুমতাজ জমানের স্মরণার্থ জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মিত হয়, আগরা ও দিল্লী নূতনরূপে গঠিত হয়। এজন্য অদ্যাবধি দিল্লীকে নগরবাসীরা শাহজঁহাবাদ বলিয়া থাকে। কুমারী জাহানিরা পিতার সহিত কারাগৃহে প্রবেশ করেন। তখন শাহজঁহার বয়স সাতষষ্ঠী বৎসর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আওরঙ্গেব সমগ্রভারত অধিকার। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের অভ্যুদয়।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে আওরঙ্গেব আলমগীর নাম ধরিয়া আগরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পিতা, তাঁহার পিতামহ, প্রত্যেকে সিংহাসন লোভে আপন আপন পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিবেন, বিচিত্র কি?

কিন্তু সিংহাসনে বসিলেই তাঁহার পদ দৃঢ় হয় নাই; দারা লাহোরে সৈন্য সংস্থান করিতেছিলেন, দারার পুত্র সলিমান বিহার হইতে পিতার সাহায্যার্থ হিমায়ের তল দিয়া পঞ্জাব মুখে যাইতেছিলেন। আওরঙ্গেব সলিমানের গতিরোধার্থ এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং লাহোরে গমন করিলেন। দারা তথা হইতে পশ্চিমমুখে পলায়ন করিলেন। সলিমান শ্রীনগরে

আশ্রয় লইলে তথাকার রাজা তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া আওরঙ্গেবের হস্তে সমর্পণ করে।

লাহোরে আওরঙ্গেব অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। আগরায় কারারুদ্ধ বাদশাহের অমাত্যগণ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং সুজা আর একবার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দিল্লীমুখে আসিতেছিলেন। আওরঙ্গেব সত্বর ফিরিয়া যাইলেন। এলাহাবাদের নিকট কজোয়া গ্রামে দুই ভ্রাতায় যুদ্ধ হয়, তাহাতে সুজা পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় প্রস্থান করিলেন।

আওরঙ্গেব লাহোর পরিত্যাগ করিলে দারা গুজরাটে যাইয়া আহম্মদ নগরে আশ্রয় লইলেন এবং তথা হইতে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আজমীরে পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে আওরঙ্গেব সুজাকে পরাজয় করিয়া আজমীরে উপস্থিত হইলেন। দারা পুনরায় পরাজিত হইয়া লাহোরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে পার্ব্বতীয় রাজাদিগের নিকট পলায়ন করিলেন। তথায় জিহুন গ্রামে তাঁহার এক বন্ধু ছিল, দারা দুইবার জিহুন পতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বন্ধু তাঁহাকে আওরঙ্গেবের হস্তে সমর্পণ করিল। আওরঙ্গেব নানাপ্রকার লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে গুপ্তচর দ্বারা দারাকে হত্যা করেন।

অবশিষ্ট সুজা। কজোয়ার যুদ্ধের পর আওরঙ্গেব কুমার মুহম্মদ ও মীরজুমলাকে সুজার অনুসরণার্থ পাঠাইয়া ছিলেন। সুজা পাটনা হইতে মুঙ্গের, তথা হইতে রাজমহল, এবং রাজমহল হইতে তণ্ডানগরে পলায়ন করেন। এই সময়ে মুহম্মদ পিতৃব্য-কন্যার প্রণয়লোভে পিতৃ শিবির পরিত্যাগ করিয়া সুজার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। কিন্তু জুমলা অনুসরণ করায় শ্বশুর জামাতা

ঢাকায় প্রস্থান করিলেন। জুমলা ঢাকায় তাঁহাদের উভয়কে আক্রমণ করিয়া হারাইয়া দেন। সুজা এই স্থানে আওরঙ্গেবের প্রতারণায় জামাতাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া নিরপরাধে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং আরাকানের গিরিপ্রদেশে পলায়ন করেন। মুহম্মদ পিতা কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গে রুদ্ধ হন। আরাকানের রাজা প্রথমে সুজাকে আশ্রয় দিয়া অবশেষে ধনলোভে হত্যা করে।

দারা ও সুজার মৃত্যু হইলে এবং কুমার মুহম্মদ ও সুলিমান কারারুদ্ধ হইলে আওরঙ্গেব চিন্তিত হইয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যুদ্ধে যেরূপ অসমসাহসী, রাজকার্য্যে সেইরূপ প্রবীণ ছিলেন। যাহারা অসময়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া বন্ধু করিয়া লইলেন তন্ন তন্ন করিয়া অত্যাচার সকলের নিবারণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময় মধ্যে প্রজাগণ তাঁহার সদাচরণে তাঁহার নির্দ্দয়তা ও পিতৃদ্রোহিতা ভুলিয়া গেল।

আওরঙ্গেবের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং এই সময়েই ভাবী সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

আওরঙ্গেব সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। যখন দারার বিরুদ্ধে মোরদের সহিত যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তিনি দ্বিতীয় পুত্র মুয়েজমকে দক্ষিণাপথের শাসন ভার দিয়া যান। মুয়েজম রীতিমত বাদশাহের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ছিলেন, কিন্তু এই দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে আওরঙ্গেব দিল্লীর বাদশাহ হন। তাঁহার ভয় হইল পাছে মুয়েজম পিতার অনুসরণ করিয়া পিতৃদ্রোহী হন। এজন্য তিনি পুত্রকে দিল্লীতে আনাইয়া সায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদারী প্রদান করেন।

তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষে সমস্ত দেশ

অরাজক হইয়া উঠে। বাদশাহ প্রজাদিগের খাজানা আদায় বন্ধ করিয়া স্বয়ং রাজভাণ্ডার হইতে শস্য ক্রয় করিয়া প্রজাদিগকে বিতরণ করেন।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে শাহজঁহার মৃত্যু হয়। আওরঙ্গেব সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাকে আগরার দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া স্বয়ং দিল্লীতে যাইয়া রাজত্ব করিতেন। কারাগারে তিনি পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মিরজুমলা বাদশাহের বিশ্বাসী ভৃত্য, তথাপি ভয়ঙ্কর বন্ধু। মিরজুমলার নিকট যাহা পাওয়া যাইতে পাবে বাদশাহ পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহার মৃত্যু স্পৃহনীয়। আওরঙ্গেব তাঁহাকে প্ররোচনা দিয়া আসাম জয়ে প্রেরণ করেন। আসাম অধিকৃত হইল, কিন্তু প্রত্যাগমন কালে উদরাময় রোগে মিরজুমলার কুচবিহারে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু পরে আসামীয়েরা পুনরায় স্বদেশ উদ্ধার করিয়া লয় ও আরাকানবাসীরা পর্তুগিজদস্যুদিগের সাহায্যে চট্টগ্রাম প্রভৃতি অধিকার করিয়া লয়। বাদশাহ পর্তুগিজদিগকে লোভ দেখাইয়া স্ববশে আনিয়া আরাকানীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া দেন।

আওরঙ্গেবের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর মধ্যে এই সকল ঘটনা হয়। অনন্তর বাদশাহ দক্ষিণদেশ জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। সেখানে মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয় হইতেছিল শিবজি তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত বাদশাহের চরণতলে; বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডায় নিজ সুবাদার স্থাপিত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পদানত করিতে পারিলেই কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী একচ্ছত্রা হয়।

উত্তরে নর্ম্মদা, পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা এবং পশ্চিমে আরব্য উপসা-

গর, ইহার মধ্যস্থিত সহ্যাদ্রির উপত্যকায় মহারাষ্ট্রীয়েরা বাস করিত। মহারাষ্ট্রীরেরা সাহসী, সুচতুর, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়শীল। পূর্ব্বে বিজয়পুর আহম্মদনগর প্রভৃতি দেশের রাজগণের দপ্তরে লেখনীচালন করিয়া ইহারা দিনপাত করিত। ক্রমে অশ্বারোহণে সুদক্ষ দেখিয়া তত্তৎ দেশের রাজগণ অশ্বারোহী সৈন্য রূপে ইহাদের অনেককে নিযুক্ত করেন। বিজয়পুরে মল্লজি নামে এক জন সেনাপতি ছিল। সেই মল্লজির পুত্র শাহুজি কিছুকাল আহম্মদনগরে ও কিছু কাল বিজয়পুরের সেনা দলে চাকরি কবিত। শাহুজির পুত্র শিবজি মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপয়িতা। শাহুজি পুনা নগর জায়গীর পাইয়াছিল। সেখানে দাদাজি পন্থ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিত, এবং শিবজিকে লেখা পড়া শিখাইত। কিন্তু মানসিক বৃত্তির পরিচালন অপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রমে শিবজির অধিকতর উৎসাহ ছিল। ১৬২৮ খৃঃ অব্দে শিবজির জন্ম হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি কঙ্কনের গিরিপথে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে দাদাজির মৃত্যু হইলে শিবজি পুনার কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। এবং এক দল সৈন্য জুটাইয়া বিজয়পুর ও আহম্মদনগরের অধীনস্থ গিরিদুর্গ সকল অধিকার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে রায়গড় প্রধান। বাদশাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তত্রত্য রাজগণ এ সামান্য অনিষ্ট প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তথাপি বিজয়পুরাধিপতি একবার আফজল খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে শিবজির দমনার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবজি অতর্কিতরূপে আফজল খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাহাব প্রাণ নষ্ট করেন।

শিবজি ক্রমে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া মোগল রাজ্য লুণ্ঠন

করিতে আরম্ভ করিলেন। আওরঙ্গেবের আদেশ ক্রমে সায়েস্তা খাঁ সসৈন্য মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেন। শিবজি কঙ্কনে সরিয়া গেল। সায়েস্তা খাঁ রায়গড ও পুনা অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু একদা রজনী যোগে শিবজি সায়েস্তা খাঁকে পুনা নগরে সহসা আক্রমণ কবিয়া তাঁহার পুত্রকে বধ করেন। অনন্তর কতকগুলি রণতরি প্রস্তুত করিয়া তিনি বার্সিলোর আক্রমণ করিলেন ও তাহাব পর সুরট আক্রমণ করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকদিগের কুঠি লুটিয়া লইলেন। সায়েস্তা খাঁ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর আওরঙ্গেব দিল-বার খাঁ ও জয়সিংহকে এই পার্ব্বতীয় মূষিকের দর্প চূর্ণ করিবাব মানসে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। শিবজি ইহাদিগের হস্তে বক্ষা পাওযা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সন্ধিপ্রত্যাশী হইয়া জয়সিংহের পরামর্শে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী আওরঙ্গেব তাঁহার রীতিমত সম্বর্দ্ধনা করিলেন না। পরন্তু তাঁহাকে রাজধানীতে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। শিবজি কৌশল ক্রমে দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া হাযদরাবাদ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিযা ঘোষণা করিয়া দিলেন। রায়গড় তাঁহাব রাজধানী হইল। শিবজিকে দিল্লীতে পাঠাইযা জয়সিংহ বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি কৃতকার্য্য না হওয়ায় বাদশাহ কুমার মুয়েজম ও যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণা-পথে প্রেরণ করেন। যশোবন্তের সাহায্যে শিবজি বাদশাহেব সহিত সন্ধি করেন। বাদশাহ তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিযা স্বীকার করিযা বরারে কিঞ্চিৎ জায়গীর দেন।

বাদশাহের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শিবজি পুনরায় বিজয়পুব

ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন। তখন তত্রত্য নবাবেরা তাঁহাকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হন। শিবজি তদনন্তর কিছুদিন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া আপন রাজত্বের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী মোগলদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল। বাদশাহ ভাবিয়া ছিলেন, কপট সদ্ব্যবহার-দ্বারা শিবজিকে পুনরায় জালবদ্ধ করিবেন। এই উদ্দেশেই পূর্ব্বোক্ত সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু শিবজি তাঁহার কুহকে পতিত হন নাই। এই সময় ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তরে যুসুফজি প্রভৃতি কয়েকটী পাঠান জাতি বিদ্রোহী হইলে আওরঙ্গেব যশোবন্ত ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে দাক্ষিণাত্য হইতে ডাকাইয়া বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করেন। সময় পাইয়া শিবজি পুনরায় সুরট ও খান্দেশ লুণ্ঠন করিয়া লইলেন, এবং তত্রত্য মুসলমান শাসনকর্ত্তা খানজেমানকে সম্মুখ যুদ্ধে হারাইয়া দিলেন।

যুসুফজি, খাইবিরী প্রভৃতি পর্ব্বতবাসী অসভ্যেরা কোন দিন কাহার অধীনতা স্বীকার করে নাই, পরন্তু মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী দেশ সকল লুণ্ঠন করিত। ইহাদের দমনার্থ অকবরের চেষ্টা ও বীরবলের মৃত্যু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাদিগের মধ্যে এক জন সামান্য লোক আপনাকে বাদশাহের ভ্রাতা শাহ সুজা বলিয়া পরিচয় দেয় ও পাঠান-দিগকে দলবদ্ধ করে। তাহাদের রণসজ্জার সংবাদে ভীত হইয়া আওরঙ্গেব পূর্ব্বোক্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। আওরঙ্গেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত এ যুদ্ধ চলিয়াছিল, তথাপি পার্ব্বতীয়েরা বশীভূত হয় নাই।

ইহারই কিছুদিন পরে সন্নামী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

সত্নামীরা এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসী, কর সংগ্রাহকদিগের অত্যাচারেই ইহারা বিদ্রোহী হয়। ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গেব দক্ষিণ দেশে শিবজির দৌরাত্ম্যে এবং সত্নামী সাধুদিগের বিদ্রোহে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হিন্দুগণের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত হইল, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের খাজানা বৃদ্ধি হইল এবং রাজকার্য্য হইতে হিন্দুগণ পদচ্যুত হইতে লাগিল। এই সময়ে কাবুলে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে পাপিষ্ঠ আওরঙ্গেব তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। দুর্গাদাস নামে এক জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কল কৌশলে যশোবন্তের পরিবারকে রাজপুতনায় লইয়া গিয়া সমুদয় রাজবারায় বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিল। আওরঙ্গেব সসৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়া দেশলুণ্ঠন, গৃহদাহ ও আবাল বৃদ্ধ সকলকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অবধি অকবরের সহৃদয় রাজনীতির পর্য্যবসান হইল। ইহার পরে রাজপুতেরা যদিও কখন কখন মোগলদিগের সাহায্য করিয়াছিল, তথাপি এই অবধি তাহারা মোগল রাজ্যের প্রতি সম্পূর্ণ বীতানুরাগ হয়। দুর্গাদাস আওরঙ্গেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপুত্র অকবরকে বাদশাহ করিতে প্রস্তুত হইল। আওরঙ্গেব বিপদে পড়িয়া জিজিয়া কর উঠাইয়া দিলেন ও বিনীত ভাবে কয়েকটী রাজপুত রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। দুর্গাদাস ও অকবর রাজপুতনা পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রে প্রস্থান করিল।

রাজপুতনায় যেরূপে হউক যুদ্ধ স্থগিত করিয়া বাদশাহ দক্ষিণ দেশে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্প্রতি বিজয়পুরাধিপতির মৃত্যু হইলে শিবজি দক্ষিণ কঙ্কনের অধি-

কাংশ জয় করেন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই নর্ম্মদা পার হইয়া গুজরাট পর্য্যন্ত লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন। মোগল সেনাপতি খান জেহান তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু গোলকুণ্ডার নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া শিবজি, জনজি, বেলোড় এবং মহিসুরে তাঁহার পিতার জায়গীর সকল অধিকার করিয়া লন। আওরঙ্গেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিলবার খাঁকে পুনরায় দক্ষিণাপথের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। দিলবার বিজয়পুরের নাবালক রাজার মন্ত্রীর সহিত সন্ধি করিয়া গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই একটী সন্ধি স্থাপিত হইল। বিজয়পুরের রাজা নাবালক, ওদিকে তাঁহার মন্ত্রী শিবজিও গোলকুণ্ডার রাজার সহিত কলহ করিয়াছে, তাহাতে বাদশাহের গোলকুণ্ডার রাজার সহিত সন্ধি হইয়া গেল; সুবিধা পাইয়া বাদশাহ বিজয়পুর আক্রমণ করিলেন। শিবজি পুনরায় বিজয়পুরের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই উপকারের মূল্য স্বরূপ তিনি তুঙ্গভদ্রা হইতে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দের ৫ই এপ্রেল শিবজির মৃত্যু হয়।

শিবজির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজি রাজা হন। শম্ভুজি স্বভাবতঃ দাম্ভিক, নির্দ্দয় ও ভোগাভিলাষী ছিলেন। কলুষ নামে এক জন কনোজী ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রী ও দুষ্কর্ম্মের সহায় ছিল। অল্প দিন মধ্যে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সৈন্যেরা বেতন পাইত না বলিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করিতে লাগিল। প্রজাদিগের খাজানা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শম্ভুজি জিঞ্জিরা আক্রমণে অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিলেন। জিঞ্জিরাবাসী আবিসিনীয়েরা তাঁহার রণতরি সকল ভস্মসাৎ করিল, এবং অবশেষে তাঁহার নিজ রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তথাপি চৈতন্য

হইল না। এই সময়ে কুমার অকবর ও দুর্গাদাস তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তিনি তাহাদের দ্বারা কোন কাজ লইতে পারিলেন না, পরন্তু ইংরাজ ও পর্ত্তুগিজ বণিকদিগের সহিত বৃথা কলহ আরম্ভ করিলেন।

এই সময়েও (১৬৮৩) আওরঙ্গেব স্বয়ং দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহের আগমন মাত্রে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা অবরুদ্ধ ও কিছু দিন পরে অধিকৃত হইল। শম্ভুজি জানিতেন, এই দুই রাজ্যের পতন হইলে তাঁহার নিজ ভাগ্য পরীক্ষিত হইবে। তথাপি তাঁহার দুর্ম্মতি কমিল না। কুমার অকবর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া পারস্য দেশে আশ্রয় লইলেন। এক দিন শম্ভুজি কঙ্কন প্রদেশে মঙ্গলেশ্বর গ্রামে সুরাপানে উন্মত্ত আছেন, এমন সময়ে মোগলেরা আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। পরে আওরঙ্গেবের সমীপে আনীত হইলে তদীয় আদেশ ক্রমে তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন জিহ্বাকর্ত্তন ও মস্তকচ্ছেদন হইল।

শম্ভুজির মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার পুত্র সাহুকে রাজা করিল। কিন্তু কিছু দিন রাজত্ব করিয়া সেই বালকও বন্দীকৃত হইল। তখন শম্ভুজির ভ্রাতা রামচন্দ্র সেতারা পরিত্যাগ করিয়া জিঞ্জিতে যাইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। রাম রাজা বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। মোগলদিগের আক্রমণে তাঁহার সৈন্য সকল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহার জয়ের আশা ছিল না, এবং ধনাগারে এরূপ অর্থ সঞ্চিত ছিলনা যে তদ্দ্বারা নূতন সৈন্য সংগৃহীত হয়। রামরাজা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মোগলদিগের

সহিত যুদ্ধে যে যাহা লুঠিতে পারিবে তাহা তাহারই হইবে। একেবারে পঙ্গপালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে মহারাষ্ট্র এবং বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্য সকল মোগল শিবির ও মোগল রাজ্য লুণ্ঠনে বহির্গত হইল। উত্তরে গুজরাট ও মালবপর্য্যন্ত তাহাদিগের অত্যাচারে হাহাকার উত্থিত হইল। বাদশাহ একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সুসজ্জিত সৈন্যের বলয় হস্তে স্বর্ণমণ্ডিত তরবারী, কিঙ্খাপের আস্তরণ ও ঘণ্টাশোভিত অশ্ব, ভুট্টাহারী বল্লমহস্ত ক্ষুদ্রকায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট তৃণবৎ উড়িয়া যাইতে লাগিল। দলবলে আক্রান্ত হইলে মহারাষ্ট্র অনীকিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত ক্ষুদ্র সৈন্য দল তাহাদের অনুসরণ করিলে খণ্ডীকৃত হইত।

বাদশাহের যশোরাশি ভস্মীকৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়া একটী দুর্গ অধিকার করেন, আর পরক্ষণেই তাহা শত্রুদিগের দ্বারা পুনরধিকৃত হয়। ওদিকে তখনও রাজবারার বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইল না। তাহাতে আবার জাঠেরা আর্য্যাবর্ত্তে বিদ্রোহী হইল। সন্দিগ্ধচিত্ত সম্রাট বিশ্বাস করিয়া এক জন সেনাপতিকে এক স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন না পাছে সে তাঁহার শিরোমুকুট খুলিয়া লয়। কি হইবে ? তিনি সাহুকে ছাড়িয়া দিয়া, দক্ষিণাপথের রাজস্বের অংশ দিয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বীকৃত হইল না। অবশেষে ভগ্নচিত্তে ভগ্নদেহে বাদশাহ উত্তরমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আহম্মদনগরে তাঁহার জীবিতাবশেষ হইল (১৭০৭) ইতিপূর্ব্বে রাম রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী তারাবাই নাবালগ পুত্র শিবজির নামে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শুদ্ধাচার এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা গুণে আওরঙ্গেব মুসলমানদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ তাঁহাকে বাদশাহশ্রেষ্ঠ, এমন কি অকবর অপেক্ষাও মহিয়ান্ বলিয়া অভিহিত করেন। অকবরের ন্যায় আওরঙ্গেব পরিশ্রমী এবং ন্যায়বান্, উভয়েই রাজনীতিজ্ঞ, কিন্তু আওরঙ্গেব কুটিল নীতির বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ছলে ও কৌশলে মনোগত সিদ্ধ করিতে পারিলে তিনি কথন সহজ উপায় অবলম্বন করিতেন না। অকবর সহৃদয় ও সদয়-চিত্ত; আওরঙ্গেব ধর্ম্মান্ধ, সন্দিগ্ধচিত্ত ও নির্দ্দয় বাদশাহ। অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত বলিয়া তিনি মানসিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, কোন বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতেন না এবং তাঁহার এই মহৎ দোষেই তিনি মোগল সাম্রাজ্য বিনাশের সূত্রপাত করিয়া যান।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মোগল সাম্রাজ্যের বিনাশ।

আওরঙ্গেব মৃত্যু কালে তিন পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া রাজত্ব করিতে বলেন। মুয়েজম বহাদুর শা নাম ধরিয়া দিল্লীর বাদশাহ হইয়া ভ্রাতা আজম ও কামবক্সকে রাজ্য অংশ করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহারা স্বীকৃত না হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। আগরার নিকটে আজমের সহিত এবং হায়দরাবাদের নিকট কামবক্সের সহিত যুদ্ধ ঘটে, উভয় যুদ্ধেই জয় লাভ করিয়া বহাদুব ভারতবর্ষের একেশ্বর বাদশাহ হন।

বহাদুরেব রাজত্ব কালে পঞ্জাবে এক নূতন শত্রু প্রাদুর্ভূত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যেব জীর্ণ বৃক্ষে নূতন কুঠারাঘাত করিল। তখনও রাজপুতেরা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই এবং তখনও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। বহাদুর রাজপুতদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং সাহুকে ছাড়িয়া দিয়া ও দক্ষিণাপথের রাজস্বের চৌথ অর্থাৎ চতুর্থাংশ অঙ্গীকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে সন্ধি করিলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে লোদী বংশের রাজত্ব কালে পঞ্জাবে নানক নামে এক ব্যক্তি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। পঞ্জাবের বেহার জেলার খরকপুর পরগণার তালবন্দী গ্রামে কালুবেদী নামে এক ক্ষত্রীর ঔরসে ১৪৬৯ খৃঃ নানকের জন্ম হয়। শিখেরা নানককে বাবা নানক বা নানক নিরঙ্কার বলে। নানকের পিতামহের নাম শিবরাম। লালু নামে তাঁহার এক পিতৃব্য এবং নানকি নামে সহোদরা ছিল। নানকের বাস গ্রামে

বিস্তর হিন্দু ও মুসলমান বাস করিত। সেখানকার হিন্দুরা মুসলমান ফকিরদিগকে এবং মুসলমানেরা হিন্দু ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিত। নানক বাল্যকালে কিছু ফারসি ও অঙ্কবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় বুদ্ধি তাঁহার কিছু মাত্র জন্মে নাই। মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া এত অন্যমনস্ক হইতেন যে, গাভী সকল মাঠের সমস্ত ধান খাইয়া ফেলিত। কালু তাঁহাকে ব্যবসায় করিবার জন্য চল্লিশটী টাকা দিয়াছিলেন। নানক সেই টাকায় ফকিরদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন; কারণ ফকিরের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা ব্যবসায়ে কি অধিক লাভ হইতে পারে? তাঁহার ভগিনীপতি লাহোরের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদির সংসারে তাঁহার একটী চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নানক প্রভুর এত সম্পত্তি ফকির-ভোজনে তছরুপাত করিয়াছিলেন যে শেষে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মৌলা নামে এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা সুলক্ষণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সুলক্ষণার গর্ভে তাঁহার শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামে দুই পুত্র জন্মে। শ্রীচাঁদ উদাসী নামে ফকির সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। লক্ষ্মীদাসের বংশধরেরা বেদীনামে অদ্যাপি পঞ্জাবে পরিচিত। সন্তান জন্মের পর হইতে নানকের হৃদয় ক্রমে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়, অবশেষে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাসী হন। তাঁহার শ্বশুর গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, নবাব দৌলত খাঁও সামান্য যত্ন করেন নাই। কিন্তু সকলের চেষ্টাই বিফল হয়। অবশেষে স্ত্রী পুত্রদিগকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া এবং প্রিয়তমা ভগিনী নানকীর নিকট বিদায় হইয়া নানক ফকিরের বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে আরম্ভ করেন। বালা

নামে একজন হিন্দু ও মর্দ্ধানা নামে একজন মুসলমান তাঁহার সহচর হন, নানক যখন ধ্যানস্থ হইতেন, মর্দ্ধানা সুকণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন।

"তুহি নারঙ্কার কর্ত্তার নানক বন্দা তেরা"

একবার আমিনাবাদে বাস করিবার সময় সুলতান বাবরের কর্ম্মচারিগণ তাঁহ'কে বেগার ধরিয়া বোঝা চাপাইয়া লইয়া যায়। এই উপলক্ষে বাবরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লোকে বলে সেই সময় তিনি বাবরকে বলিযাছিলেন যে, তাঁহার সন্তানগণ সাত পুরুষ অতি গৌরবে ভারতে রাজত্ব করিবে। তিনি শেষাবস্থায় কর্ত্তারপুর গ্রামে আশ্রম স্থাপন করিয়া পরিবার ও শিষ্যগণ লইয়া বাস করিয়াছিলেন। এই খানে সত্তর বৎসর বযসে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। নানক কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, ধর্ম্মও এক ঈশ্বরও এক। মানুষেরা না বুঝিয়া নানা ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে। শিখেরা বলে, যে কোন প্রণালীতে এক ঈশ্বরের উপাসনা করা মানুষের কর্ত্তব্য।

•নানক কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেননা; যে কোন প্রণালীতে এক ঈশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের কর্ত্তব্য ইহাই নানকপন্থী ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত এই নূতন ধর্ম্ম নীরবে পঞ্জাবে প্রচারিত হয়। অবশেষে মোগলেরা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। শিখদিগের গুরু তেজসিংহ আওরঙ্গেব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ ও হত হইলে শিখদিগকে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হয়। উৎপীড়নে শিখগণ শান্তভাব পরিহার করিয়া ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহাদের দশম গুরু

গোবিন্দ *। গোবিন্দ জাতিভেদ উঠাইয়া দেন, তাহাদিগের মধ্যে একই প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলন করেন, তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন এবং যে কোন প্রকারে হউক সর্ব্বদা লৌহ ধারণ করিতে শিষ্য (শিখ) দিগকে আদেশ করেন। অবশেষে গোবিন্দের জননী ও পুত্রদ্বয় আওরঙ্গেবের সেনাপতি কর্তৃক সরহিন্দ নগরে হত হইলে গোবিন্দ বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দক্ষিণপথে প্রস্থান করেন; সেখানে এক পাঠান তাঁহার প্রাণ বধ করে।

গোবিন্দের মৃত্যু পরে শিখগণ বান্দা নামক এক বৈরাগীর অধীনে একত্র হইয়া বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হয় এবং সরহিন্দ ও কিছু দিন পরে লাহোর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণ পূর্ব্বক লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ করে। বাহাদুর শাহ তাহাদের বিরুদ্ধে সসৈন্য স্বয়ং যাত্রা করেন এবং শিখদিগকে সমরে পরাভূত করিয়া পরিশেষে দাবির দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ করেন। দারুণ দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও বান্দা বাদশাহকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যগতি হইয়া পার্ব্বতীয় প্রদেশে পলায়ন করিতে হয়। দাবির হইতে লাহোরে প্রত্যাগত হইলে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয় (১৭১২)।

তাঁহার পুত্র জঁহাদর স্বীয় ভ্রাতৃগণকে পরাজিত করিয়া

---

* ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হয়, তাঁহার পর অঙ্গদ [১৫৫২ মৃত্যু অমরদাস [১৫৮২] রামদাস [১৫৮২] অর্জ্জুন [১৬০৭] হরগোবিন্দ [১৬৩৯] হররাও [১৬৬৩] হরকৃষ্ণ [১৬৬৬) তেজ বাহাদুর [১৬৮০] এবং গোবিন্দ [১৭০৮] শিখদিগের গুরু হন। বান্দা গুরু উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি পূর্ব্বে বৈরাগী ছিলেন, গোবিন্দ তাঁহাকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি বৈরাগী নামেই সর্ব্বদা অভিহিত হন।

সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অধিক দিন রাজ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার অহঙ্কারে ও লাম্পট্য দোষে আমিরেরা অল্পদিন মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্‌রোক সের বিহার হইতে যাত্রা করিয়া সৈয়দ আবদুল্লা ও সৈয়দ হোসেনের সাহায্যে জঁহাদরকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া বাদশাহ হইলেন।

ফর্‌রোক সের দুর্ব্বল প্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ বাদশাহ। যাহাদিগের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্রে তাঁহার রাজত্ব কাল কাটিয়া যায়। সম্রাট হোসেনকে যোধপুরের রাজা—যশোবন্ত সিংহের পুত্র—অজিত সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া গোপনে রাজাকে লিখিয়া পাঠান দিল্লীর সেনাপতিকে যেন প্রাণপণে প্রতিরোধ করা হয়। কিন্তু তাদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত বাদশাহের জন্য কে ক্ষতি স্বীকার করিবে? সহজেই সন্ধি সমাপ্ত হইলে হোসেন দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন তাঁহাকে দক্ষিণদেশের শাসন কার্য্যে পাঠান হয়। দাউদ খাঁ পুনে এতদিন সেখানে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বাদশাহের পরামর্শে দাউদ হোসেনকে স্থান দিতে চাহিলেন না। উভয়ে যুদ্ধ ঘটিল, সে যুদ্ধেও হোসেন জয় লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হত হইল।

রাজ্য মধ্যে এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া বান্দা শিখদিগের সহিত বহির্গত হইয়া পুনরায় লুণ্ঠনবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই পরাজিত, বন্দীকৃত এবং সঙ্গীগণের সহিত হত হইলেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বাহাদুর শাহা সাহুকে ছাড়িয়া দিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করেন। মোগলেরা

ভাবিয়াছিল এক রাজ্যে দুই জন রাজা হইলে—রাম রাজার পুত্র শিবজী ও সাহুর গৃহযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা উচ্ছন্ন হইবে। কিন্তু দুই জন রাজা সন্ধি করিয়া রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন এবং পূর্ব্ববৎ অপর রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দাবারি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের নেতা ছিলেন। সুরট হইয়া মুসলমানদিগকে মক্কা যাইতে হইত। দাবারি সেই পথ রুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া হোসেন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। ওদিকে ফর্‌রোক সের তাঁহার ভ্রাতা উজির আবদুল্লার প্রাণ বধের যোগাযোগ করিতেছিলেন। সুতরাং শিবজি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অধিকৃত সমুদয় দেশ ও দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া এবং সমুদয় দক্ষিণাপথে চৌথ ও সরদশমুখী (দশমাংশ) দিতে স্বীকার করিয়া তিনি সাহুর সহিত সন্ধি করিলেন। সাহু তাঁহাকে পনর হাজার সৈন্য দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই সৈন্য লইয়া হোসেন দিল্লিতে যাইয়া ফর্‌রোক সেরকে হত্যা করিলেন। সৈয়দেরা ক্রমে দুইটি বালককে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হওয়াতে অবশেষে মহম্মদ সাহ দিল্লীর বাদশাহ হইলেন। (১৭১৯)

ক্রমান্বয়ে এতগুলি বাদশাহের মৃত্যু হওয়াতে সৈয়দদিগের প্রতি লোকের ভক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। তথাপি মুহম্মদ শাহ তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রথমতঃ কোন উপায় করেন নাই। এই সময়ে আসফজা নামক এক ব্যক্তি মালবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জমীদারদিগের বিদ্রোহ ভয়ে আসফ কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত

সৈয়দেরা আসফকে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া মূলতানে বদলী করিতে চাহে। এই অপমানে আসফ বিদ্রোহী হন এবং সৈয়দদিগের প্রেরিত কয়েক দল সৈন্য পরাজিত করেন। অবশেষে হোসেন স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে মনস্থ করিলেন এবং পাছে তাঁহার অনুপস্থিত কালে বাদশাহ কোন প্রকার গোলযোগ বাধান, এই ভয়ে তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন। পথে বাদশাহের প্রেরিত হায়দর নামে এক অসভ্য হোসেনকে হত্যা করে। আবদুল্লা লাতৃমৃত্যু নির্যাতনার্থ আর একজন নূতন বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া মুহম্মদের গতিরোধার্থ যাত্রা করেন। দিল্লী ও আগরার মধ্যে শাহপুর গ্রামে যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে আবদুল্লা পরাজিত, বন্দীকৃত ও কারারুদ্ধ হন।

সৈয়দদিগের প্রধান্য চূর্ণ করিয়া মুহম্মদ আসফকে উজিরত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তাদৃশ লম্পট ও ক্ষীণপ্রকৃতি বাদশাহের মন্ত্রিত্বেও গৌরব নাই। কিছু দিন পরে আসফ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া হায়দরাবাদে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আসফের উপাধি নিজাম উল্ মূল্ক। এ জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি নিজাম নামে অভিহিত হন।

ইহার কিছু দিন পরে সাদত খাঁ নামে অযোধ্যার সুবাদার এবং আলিবর্দ্দী নামে বাঙ্গালার নবাব আপন আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আসফ বিদ্রোহী হইলে মুহম্মদ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা বিফল হয়, ওদিকে আবার মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমেই উগ্রতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে ছিল।

শিবজি নিজে মূর্খ ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিত। এই ব্রাহ্মণেরা পেশবা নামে ক্রমে দেশ মধ্যে সর্ব্বে-

সর্ব্বা হইয়া উঠে। সাহুর মন্ত্রী বালজী বিশ্বনাথ প্রথম পেশবা। বালজির কৌশলে মহারাষ্ট্রীয়েরা ফর্‌রোকসেরের নিকট হইতে দক্ষিণাপথের চৌথ লাভ করেন। বালজির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বাজিরাও পেশবা হন। মহারাষ্ট্রীয় প্রধান দিগের মধ্যে বাজিরাও অদ্বিতীয়। কেবল নর্ম্মদার দক্ষিণে বদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য তিনি সাহুকে পরামর্শ দেন। এবং গুজরাট ও মালব আক্রমণ করিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইলেন। আসফজা এক সময়ে আপন পদ দৃঢ় ভাবিয়া মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে শত্রুরা আপনা হইতে নিবৃত্ত হইবে। তখন দ্বিতীয় শম্ভুজি কোলাপুরে শিবদংশ দেশে রাজত্ব করিতেন। আসফ তাঁহাকেই প্রবল করিতে যত্নবান হইলেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া বৃদ্ধ দাবারি ও বাজিরাও এই উভয়ের মধ্যে ঈর্ষা উদ্দীপনের চেষ্টা করিলেন। উভয়ে এক যুদ্ধ ঘটে, সে যুদ্ধে দাবারি পরাজিত ও হত হন। তখন বাজিরাও তাঁহার পুত্রকে গুজরাটের চৌথ প্রদান করেন, এবং পিলাজি গাইকবাড়কে তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত করেন। ক্রমে গাইকবাড়েরা দেশের রাজা হইয়া উঠে। ইহারই কিছু পূর্ব্বে ইন্দোরের ও গোয়ালিয়রের ভবিষ্যৎ রাজা মলহার রাও হোলকার এবং রণজি সিন্ধিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। এবং রঘুজী ভোঁসলে বরারের চৌথ নিজ হিসাবে প্রাপ্ত হন। বাজিরাও ও আসফজা উভয়েই বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; আপনাআপনি যুদ্ধে নষ্ট হইলে বাদশাহের লাভ এবং তাঁহাদের ক্ষতি। এই জন্য কিছুকাল পরে উভয়ে সন্ধি করিয়া বাজি পুনর্ব্বার নর্ম্মদা পার হইলেন এবং

গুজরাট মালব ও বুন্দেলখণ্ড লুণ্ঠন করিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা তাঁহাকে ঝাঁসি প্রদেশ প্রদান করিয়া সন্ধি করিল। পর বৎসর বাজি দিল্লী পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিলেন।

আসফজা আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। শত্রু দিগের ক্ষমতা নিতান্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং হয়ত আত্মরক্ষার্থ দুর্ব্বল বাদশাহ হায়দরাবাদ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিতেও পারিতেন। বাদশাহের দ্বারে সিংহ, তিনিও আসফকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আসফ বাদশাহের সেনাপতি হইয়া ভূপাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বাদশাহের পক্ষে নর্ম্মদা হইতে চর্ম্মণতী পর্য্যন্ত সমুদয় মালব এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

ক্রমে পাঠান রাজত্বকালের ন্যায় কেবল দিল্লীর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে দিল্লীরাজ্য সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, চতুর্দ্দিকে স্বাধীন রাজ্য সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল অকর্ম্মণ্য বাদশাহ ব্যভিচার ও সুরাপানে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আবার পশ্চিম দেশ হইতে দুর্দ্দান্ত নাদির শাহ আসিয়া দেখা দিলেন। (১৭৩৯)

মোগল রাজ্যের অবসান সময়ে পারস্যের সোফি রাজ্যও ভগ্ন হইয়া আইসে। আফগানস্তানের পাঠানেরা বারম্বার আক্রমণ করিয়া পারস্য বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে। অবশেষে রাজাকে দূরীভূত করিয়া ও ককেশস্ পর্ব্বত সন্নিহিত মেষ পালক মুসলমানদিগকে একত্র করিয়া নাদের শাহ পাঠানদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক আপনি পারস্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন।

পারস্য হইতে শত্রুদিগকে অনুসরণ করিয়া নাদের কাবুল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। কয়েক জন পাঠান প্রাণভয়ে

ভারতবর্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য নাদের মুহম্মদ শাহের নিকট কয়েকবার দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মেষপালকের দূত বলিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক মোহান্ধ বাদশাহ তাহাদিগের কথা গ্রাহ্য করেন নাই ; আবার দস্যু কর্তৃক এক জন দূত হত হয়। অবশেষে নাদের স্বয়ং আসিয়া দিল্লির অনতিদূরে কর্ণালে উপস্থিত হন। তখন মুহম্মদ শাহের চৈতন্য হইল, তিনি যুদ্ধ করিতে কর্ণালে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলে নাদের দিল্লিতে পৌঁছিলেন। এখানে অসংখ্য অধিবাসীর প্রাণ বিনাশ করিয়া এবং অপরিমিত ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া নাদের শাহ ধনশূন্য মুহম্মদকে সিংহাসনে বসাইয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। শাহজঁহা কৃত ময়ূরসিংহাসন ও সুবিখ্যাত কোহিনুর তিনি এই উপলক্ষে দিল্লি হইতে লইয়া যান এবং সিন্ধুর পশ্চিম যাবতীয় প্রদেশ পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুর্ক্ত করেন।

যখন নাদের শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হন, বাজিরাও হিন্দু ও মুসলমানাধিকৃত সমুদয় দেশ একত্র করিয়া বিদেশীয়দিগকে দূরীভূত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সায় দেন নাই। নাদের প্রস্থান করিলে বাজিরাও পুনরায় নর্ম্মদা পার হইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ ঘটিয়াছিল। গুজরাটের গাইকবাড় ও বরারের ভোঁস্লে তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে একত্র হইয়াছিল এবং আসফের পুত্র নাজির জঙ্গ বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল। বাজিরাওর কল্পনা সিদ্ধ হইলনা। গৃহশত্রু দমন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ইহারই কিছু দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১৭৪০)

বাজিরাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বালজিরাও পেশবা হন। নাজির জঙ্গের দৌরাত্মে এবং রঘুজির হিংসায় প্রথমতঃ যুবক পেশবাকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। রঘুজি আপন ইচ্ছায় ভাস্কর পণ্ডিত নামক সেনাপতিকে বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে প্রেরণ করেন। এতদিন বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্রীয় উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচারে দেশ এত অরাজক হয় যে, অদ্যাবধি বঙ্গদেশে মাতৃগণ বর্গীর কথা বলিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখায়।

যাহা হউক, ইহার কিছু দিন পরে নাজির জঙ্গ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং পূর্ব্বদেশে রঘুজিকে চৌথ ভোগ করিতে দিয়া বালজি তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে আসফজার মৃত্যু হয়। হায়দরাবাদের রাজত্ব লইয়া নিজামের পুত্রগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বাঁধে। সে সকল ইংরাজদিগের রাজত্ব কালে বর্ণিত হইবে। এই সময়েই মহারাষ্ট্রে সাহুর মৃত্যু হইলে বালজি রাম রাজার পৌত্রকে মহারাষ্ট্রীয় সিংহাসন প্রদান করেন।

১৭৪৫ খৃঃ অব্দে নাদর শাহের অত্যাচারে পলায়িত আফগানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলি মহম্মদ নামে রোহিল খণ্ডের শাসনকর্ত্তা আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথমতঃ কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া বাদশাহ অবশেষে তাঁহারও স্বাধীনতা স্বীকার করেন।

ইহারই দুই বৎসর পরে অহম্মদ শাহ আবদালী পঞ্জাব প্রথমবার আক্রমণ করেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইয়া নাদের সাহ প্রজাদিগের প্রতি রাক্ষসবৎ অত্যাচার আরম্ভ করেন। অবশেষে পারসীকেরা একত্র হইয়া (১৭৪৭)

তাঁহাকে হত্যা করে। অহম্মদ তাঁহারই এক জন সেনাপতি। প্রভুর মৃত্যু হইলে তিনি ক্রমে আফগানস্তান জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ছয় বার এদেশে আসিয়াছিলেন। প্রথমবার আক্রমণ কালে মুহম্মদের পুত্র যুবরাজ অহম্মদ তাঁহাকে সরহিন্দে হারাইয়া দেন।

মুহম্মদ শাহের জীবন কাল মধ্যে এই প্রথম শুভ ঘটনা। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র অহম্মদ বাদসাহ হন।

অহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রোহিল্লাদিগের, ও ভরতপুরের জাঠরাজা সুরজমলের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হয়।* জাঠেরা আগরা পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লয়, এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা এলাহাবাদ দখল করে। অহম্মদ শাহ আবদালী আর কয়েক বার সিন্ধু পার হইয়া লাহোর ও মুলতান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। কিছুদিন পরে বাদশাহের উজির তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ও কারাবদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসন প্রদান করে। (১৭৫৪)

আলমগীরের রাজত্ব কালে অহম্মদ সাহ আর একবার আসিয়া দিল্লী ও মথুরা অধিকার করেন। মথুরায় তাঁহার সৈন্য-গণ নিরপরাধী সহস্র সহস্র হিন্দুকে হত্যা করে এবং দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া লয়। অবশেষে গ্রীষ্ম আসিলে পূর্ব্ব উজিরকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে রোহিল্লা সরদার নজিবউদ্দৌলাকে নিযুক্ত করিয়া তিনি দেশে প্রস্থান করেন। (১৭৫৬-৫৭) কিন্তু আলম-গীরকে আর বহুদিন রাজ্য করিতে হয় নাই। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে

---

* সুরজমলের দৌরাত্ম্য চিহ্ন অদ্যাপি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় সৌধ সকলে দেদীপ্যমান আছে।

ভূতপূর্ব্ব উজির তাঁহাকে হত্যা করে এবং তাঁহার পুত্র পলাইয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় লয়।

এই সময়ে বালজি রাওর অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা দক্ষিণাপথে ফরাসী ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; গঙ্গা যমুনার দক্ষিণবর্ত্তী সমস্ত দেশে তাহাদের চৌথ আদায় হইত এবং রাজপুতেরাও তাহাদিগকে কর দিতে অঙ্গীকার করে। আহম্মদ শাহ স্বদেশে প্রস্থান কালে কুমার তৈমুরকে পঞ্জাবের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যান। অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকেও দূরীভূত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করে। সমগ্র ভারত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে একচ্ছত্র হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে অযোধ্যার নবাব স্থুজাউদ্দৌলা এবং রোহিল্লা সরদার নজিব তাহাদিগের গতিরোধ করিতে একত্র হন। কিন্তু মহারাষ্ট্র স্রোতের সম্মুখে ইহারা তৃণবৎ ভাসিয়া যাইত। এই সময় অহম্মদ শাহ পঞ্জাব পুনরধিকারার্থ পানিপথে দেখা দিলেন, স্থুজা ও নজিব তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, একাকী মহারাষ্ট্রীয়েরা দুরন্ত আফগানের গতিরোধার্থ প্রস্তুত হইল।

বালজি নিজে দক্ষিণদেশে ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রাও ভাই পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। সদাশিব সাহসী কিন্তু উদ্ধত স্বভাব। সুরজমল ও রাজপুতেরা তাঁহার সাহায্যে আসিয়াছিল। সকলে পরামর্শ দিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রকৃতসিদ্ধ গুপ্ত সংগ্রাম বিধেয়; কিন্তু সদাশিব কাহারও কথা শুনিলেন না। ইতিপূর্ব্বে আবদালী সম্মুখ যুদ্ধে হোলকারকে পরাভব করিয়াছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধেই তাহার প্রতিশোধ দিবার সদাশিবের সঙ্কল্প হইল। গতিক বুঝিয়া জাঠ ও রাজপুতেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৭৬১ খৃঃ

অব্দের ৭ই জানুয়ারী উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে, সে যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাভূত হয়।

মনে করিলে অহম্মদ দিল্লীর বাসশাহ হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা ছিল না। শত্রুদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

এই অবধি মোগল রাজ্যের অবসান হইল। আলি গহর শাহ আলম নামে বাদশাহৎ গ্রহণ কবিয়া ইংরাজদিগেব বৃত্তি ভোগে দিনপাত কবিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তবাধিকারিগণও বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র। সম্রাট উপাধিধাবী শেষ বাদশাহ মহম্মদ বাহাদুর শাহ। ইনি ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে ইংরাজদিগের বিপক্ষতাচরণ কবিয়া দ্বীপান্তবিত হন।

বহু দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে মহারাষ্ট্রীয, শিক, জাঠ, রোহিল্লা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল রাজ্যের মধ্যে বাঙ্গালা, হায়দারাবাদ, ইন্দোর, বরোদা, গোয়ালিয়র, পুনা ও ববার বিখ্যাত। বাণিজ্যের রক্ষা ও উন্নতি করিতে বণিগ্‌বৃত্তি বিদেশীয়েরা ক্রমে দেশীয় যুদ্ধে লিপ্ত হয়; অবশেষে সকলকে পর্য্যুদস্ত করিবা ইংরাজেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

য়ুরোপীয় বণিকগণ—পর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে টায়র, রোম ও কার্থেজীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে দ্রব্যাদি আমদানী করিত। কাশ্মীরের শাল, ঢাকাই ও বারাণসী বস্ত্র, দেশীয় স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, মলক্কসের সৌগন্ধি, সিংহলের মুক্তা, এবং গোলকুণ্ডার হীরক পশ্চিম দেশীয় রাজ্য সকলে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। তমলুক, সপ্তগ্রাম, দেবল ও পাটনা প্রভৃতি বন্দর হইতে জাহাজ সকল লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছিত। ভিনিস ও জেনোয়া নগরের বণিকগণ প্রধানতঃ এই বাণিজ্য চালাইত। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা মিসর অধিকার করিলে, কিছু দিন পর্য্যন্ত আসিয়ামাইনর হইতে কৃষ্ণসাগর দিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে দ্রব্য সকল আমদানী হইত। এই সময়ে মুসলমানেরা এ বাণিজ্যটী আপনাদিগের হস্তে লয়। কিন্তু মামলুক দাসেরা তুরঙ্কের আধিপত্য পাইলে ভিনিসীয়েরা পুরাতন পথে বাণিজ্য চালাইতে পুনর্ব্বার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তদবধি আলেকজান্দ্রিয়া য়ুরোপ ও আসিয়ার বাণিজ্য পথে সর্ব্বপ্রধান বন্দর হয়। পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত য়ুরোপীয় নগরী সকল কালক্রমে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তদ্দর্শনে অন্যান্য দেশ সকলের হিংসার উদ্রেক হয়, তাহারাও অন্য পথে ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে যত্ন করে। ইহাদের মধ্যে পর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ

প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি গোয়া, দিউ, দমায়ুন পর্ত্তুগিজদিগের এবং মাহি, পণ্ডিচরি ও চন্দননগর ফরাসীদিগের অধীনে রহিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যুবরাজ হেনরীর উৎসাহে পর্ত্তুগিজেরা নূতন নূতন দেশ বাণিজ্যার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তখন দিগদর্শন প্রভৃতি জল যাত্রার উপযোগী উপকরণ সকল আবিষ্কৃত না হওয়াতে তাহাদের উৎসাহ তাদৃশ ফলবান হয় নাই। অনেক কষ্টে পোর্টোসাণ্টো ও মদিরা দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। তাহার পরে ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসর কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পর্ত্তুগিজেরা বাস্কোডিগামার অধীনে মলবর উপকূলে কালিকট নগরে উপস্থিত হয়। তখন পশ্চিম উপকূলে জামোরিণ* ও কাম্বের রাজা রাজত্ব করিতেন। কালিকট জামোরিণের রাজধানী ছিল। গামা জামোরিণের সহিত বাণিজ্যার্থ সন্ধি করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান বণিকদিগের বিদ্বেষিতায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার পরে কেবরাল বাণিজ্যভার লইয়া উপস্থিত হন। জামোরিণের সহিত বন্দোবস্ত করিতে তিনিও প্রয়াস পান; বিফল হইলে অবশেষে কোচিন ও কানানোড়ে গমন করেন। এই দুই দেশের রাজগণ জামোরিণের অধীনে ছিল; এই সময়ে তাহাদের স্বাধীন হইবার অভিলাষ হয়; সুতরাং কেবরাল সেখানে অতি আদরের সহিত আহূত হইয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে পর্ত্তুগিজেরা এখানে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। কিন্তু এখানে তাহাদের একটীও উত্তম বন্দরের সুবিধা ছিল না। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আলবুকারক এদেশে আসিয়া জামোরিণ ও মুসল-

---

*পর্ত্তুগিজেরা কালিকটের রাজাকে জামোরিণ বলিত। তদবধি এই কথাটী ব্যবহৃত হইতেছে।

মানদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামের পর গোয়া অধিকার করেন। তদবধি গোয়া পূর্ব্ব দেশে পর্ত্তুগিজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে।

পর্ত্তুগিজদিগের এই বর্দ্ধমান বাণিজ্যে মিসরের সুলতান এবং ভিনিসীয়েরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য তাহারা কাম্বের রাজার সহিত মিলিত হইয়া পর্ত্তুগিজদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে পর্ত্তুগিজেরা পূর্ব্ব সমুদ্রে একটী বৃহৎ বাণিজ্য-ক্ষেত্রের অধিকারী হইয়া উঠে। আফরিকার পূর্ব্ব উপকুল, আরব্য ও পারস্য কুল, ভারতবর্ষ, মলক্কসপুঞ্জ, সিংহল, চীন ও জাপানের বাণিজ্য তাহাদের এক প্রকার একচেটিয়া হয়। দেড় শত রাজার নিকট তাহারা শুল্ক আদায় করিত, এবং সমগ্র ভারতসমুদ্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রবেশ করিতে দিত না। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের এক কণা-মাত্র এক্ষণে অবশিষ্ট রহিয়াছে।

পর্ত্তুগাল স্পেন দেশের সহিত একত্র হইয়া অবধি পর্ত্তুগিজ বাণিজ্যের হ্রাস হয়, এবং ওলন্দাজেরা পূর্ব্বদেশে প্রধান হইয়া উঠে। ওলন্দাজেরা পুর্ত্তুগিজদিগের আনীত পণ্য লিসবন হইতে লইয়া য়ুরোপের উত্তরাংশে বিক্রয় করিত। পরে তাহারা উত্তর মুখে ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পায়। অবশেষে হটমান নামে এক জন পর্ত্তু-গিজ বন্দী তাহাদিগের উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পথ বলিয়া দিলে তাহারা ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে (১৫৯৪)। এই অবধি উত্তরোত্তর পর্ত্তুগিজ বাণিজ্যের হ্রাস ও ওলন্দাজদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। বহুদিন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগি-

জদিগের সহিত বিবাদ করিয়া তাহারা মলক্কস ও সিংহলে বন্দর নির্ম্মাণ করে, এবং কালক্রমে মলবর উপকুল ও নিগাপট্টন বিমলিপট্টন, মান্দ্রাজ ও পলিকট্টে বাণিজ্য করিতে দেশীয় রাজগণের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

যখন য়ুরোপীয় এতগুলি দেশ আসিয়ার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইতে ছিল, তখন যে সমুদ্রকুশল ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে, সহজেই অনুমিত হইলে পারে। সম্পূর্ণ ষোড়শ শতাব্দী উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্বমুখে আসিয়ায় আসিবার নূতন পথ আবিষ্কার করিতে অতিবাহিত হয়। অবশেষে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগিজদিগের আবিষ্কৃত পথে প্রবেশ করিলে তাহারাও সেই পথ অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প করে। এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক বণিক সভা হয়। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানিকে পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। ইংরাজেরাও প্রথমে ভারত সাগরের দ্বীপশ্রেণীর সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল; অবশেষে প্রথম জেমস এলিজাবেথ প্রদত্ত তাহাদিগের সনন্দ কায়েম রাখিলে ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্যে তাহারা প্রবৃত্ত হয়, এবং অনতিবিলম্বে সুরটে বাণিজ্যালয় স্থাপিত করে (১৬১১)। যাবার রাজধানী বাণ্টাম ও ভারতবর্ষে সুরট বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য স্থান হইয়াছিল।

পর্ত্তুগিজ অপেক্ষা ওলন্দাজেরা পূর্ব্বদেশে ইংরাজদিগের প্রতি অধিক বিদ্বেষাচরণ করিয়াছিল। ক্রমাগত বহুদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে; এবং অবশেষে ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়া এবং তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া ওলন্দাজেরা আম্বয়ানা দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। ?ীপ-প্রকৃতি

প্রথম জেমস এবং তাঁহার বিদ্রোহ পীড়িত পুত্র প্রথম চার্লসের রাজত্ব কালে এ অত্যাচারের কোন প্রতিকার হয় নাই। ক্রমওয়েলের শাসন সময়ে ইংরাজেরা ঐ লুণ্ঠনজনিত ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু টাকা পাইয়াছিল। যাহা হউক, এই সময়ে সুরট একটী বিশিষ্ট বন্দর হইয়া উঠে। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে পারস্য আরব্য উপকুল পর্য্যন্ত সমুদয় বাণিজ্য ইংরাজদিগের অধীনে আইসে। এবং করমণ্ডল উপকুলে মসুলিপত্তন ও আবমেগমে এক একটী বন্দর এবং দেশীয় রাজার অনুমত্যনুসারে মান্দ্রাজপট্টনে সেণ্ট জর্জ নামক দুর্গ স্থাপিত হয় (১৬৩৯)।

ক্রমে ইংরাজেরা বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। শাহজেহান ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রাজত্ব কালে পিপলি, বালেশ্বর, হুগলি, কাশিমবাজার, মালদহ ও পাটনা নগরে তাহারা বাণিজ্যালয় স্থাপন করে।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগিজ রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চারলস্ বোম্বাই নগর যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ছয় বৎসর নিজের তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া তাদৃশ লাভ বোধ না হওয়াতে অবশেষে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ঐ স্থানটী দান করেন।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা রাজমন্ত্রী কোলবার্টের অনুগ্রহে একটী কোম্পানি বাঁধিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসে। চন্দননগরে তাহাদের প্রথম বাণিজ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিচরি ফরাসিদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে।

এই অবধি ইংরাজদিগের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দেশীয়দিগের উৎপাত সহ্য

করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যে মোগলদিগের সহিত বিবাদ করিয়া শিবজির অনুচর মহারাষ্ট্রীয়েরা সুরট প্রভৃতি ইংরাজদিগের কয়েকটী বন্দর কয়েকবার লুঠ করিয়া লয়। বঙ্গদেশের নবাবকে শুল্ক প্রদানে অস্বীকার করায় বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা এক বার সমুদয় দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল। অবশেষে আরঞ্জেবের শরণাপন্ন হইলে, সম্রাট তাহাদিগকে পুনরায় বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই উপলক্ষে ইংরাজেরা (১৬৯০) কলিকাতার ভিত্তি স্থাপন করে। তখন জব চার্ণক তাহাদিগের নায়ক *। এই চার্ণকের নামানুসারে অদ্যাপি দেশীয়গণ বারাকপুরকে চাণক বলিয়া থাকে। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা রাজসরকার হইতে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিন খানি গ্রাম লইয়া কলিকাতার সীমা বৃদ্ধি পূর্ব্বক আপনাদের নিজস্ব করিয়া লয়। † ইহার পরে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবল নিরীহ বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিল; দেশীয় কোন বিবাদ বিসম্বাদে হস্তার্পণ করে নাই। তথাপি গৃহ শত্রুর উপদ্রবে এক সময়ে তাহাদিগকে উৎসন্ন প্রায় হইতে হইয়াছিল।

লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে কেবল কয়েক জন অনুগৃহীত ব্যক্তি ভারতবর্ষের অতুল বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। এজন্য এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে অন্যান্য লোকে রাজাকে প্রসাদিত করিয়া মধ্যে মধ্যে

---

*চার্ণক সাহেব সতীদাহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটী ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি মন্দ প্রকৃতির লোক।

† উত্তর পশ্চিমাংশে সুতানুটী, দক্ষিণ পশ্চিমাংশে গোবিন্দপুর এবং পূর্ব্বাংশে কলিকাতা বা কালিকা ক্ষেত্র অবস্থিত ছিল।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিত। প্রথম জেমসের রাজত্ব কালে মিচেলবোর্ণ এবং তাহার পুত্র চারলসের রাজত্ব কালে কোর্টেন সাহেব এইরূপে এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন। কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে ইহাদিগকে আপনাদের অংশী-দার করিয়া লয়। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্ব কালে আর একদল বণিক "ইংরাজ কোম্পানি" আখ্যানে রাজকীয় সনন্দ লইয়া এদেশে উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত উভয় দলের হিংসা ও বিবাদে দেশীয় রাজাদিগের অনুগ্র-হাশয়ে উভয়ের উৎকোচ দানে, উভয়ের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হয়। পূর্ব্বে বো সাহেব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দূত স্বরূপে আসিয়া জেহাঙ্গীরের নিকট বিশেষ উপকার লাভ করি-য়াছিলেন। ইংরাজ কোম্পানিও এইরূপ লাভ প্রত্যাশায় নরিশ সাহেবকে বাদসাহের নিকট বহুমূল্য উপহার দিয়া প্রেরণ করেন (১৭০০)। উভয় দলের বিবাদে দেশীয় সরকারের আমোদ ও উৎকোচ লাভ হইল। সাতলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াও নরি-শের অভিলাষ পূর্ণ হইল না। যাহা হউক, কয়েক বৎসর বিবা-দের পর ১৭০৮ খৃঃ অব্দে দুই দল এক হইয়া যায়। ইহার পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নির্ব্বিঘ্নে কেবল বাণিজ্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। দেশীয়দিগের সহিত সখিতা করিয়া ও দেশীয় রাজার প্রসাদ ভাজন হইয়া বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক সকল দূর করিতে তাহাদের চল্লিশ বৎসর কাটিয়া যায়। অব-শেষে ঘটনা স্রোতে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া তুলে।

ফরাসি ও ইংরাজেরা চিরদিন পরস্পরের বিদ্বেষী। ভারতবর্ষে মোগল পাঠানের কলহ যেমন প্রবাদ মধ্যে পরিগণিত হইয়া

পড়িয়াছে, য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসির বিদ্বেষ সেইরূপ গণ্য হইত। সুতরাং ভারতবর্ষেও যে তাহারা পরস্পরন্তে পীড়ন না করিয়া নির্ব্বিবাদে এক স্রোতের জলপান করিবে, কেহ বিশ্বাস করে নাই।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে রাজমন্ত্রী কোলবার্টের অনুগ্রহে ও যত্নে ইংরাজদিগের ন্যায় ফবাসিরাও সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে যত্নবান হইলে একটী ফরাসি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। প্রথমতঃ ফরাসিরা আফ্রিকা উপকুলে বোরবোঁ ও মরিসস দ্বীপে বন্দর স্থাপন করে। তথা হইতে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ফরাসিদিগের তৎকালিন অধিনায়ক মার্টিন সাহেব করমণ্ডল উপকুলে একটু স্থান ক্রয় করিয়া ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচরি নগর স্থাপন কবেন। কয়েক বৎসর পরে ওলন্দাজদিগের সহিত ফরাসিদিগের যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারা পণ্ডিচরি অধিকার পূর্ব্বক গড়খাই করিয়া নগরটী দৃঢ়ীভূত করেন। কিন্তু শক্রদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে পণ্ডিচরি ফরাসিদিগকে প্রত্যর্পিত হয়।

১৭৩৫ খৃঃ অব্দে ডুমা পণ্ডিচরিব শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থায় নিজাম উলমুলক দাক্ষিণাত্যে আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, ও হায়দারাবাদ তাঁহার রাজধানী হয়। প্রথমতঃ কর্ণাট হায়দারাবাদের অধীন ছিল, কিন্তু নিজাম উলমুলকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা দোস্ত আলি আপনার অধীনতা অস্বীকার করেন। নবাব দোস্ত আলিকে বহু দিন সুখে রাজত্ব করিতে হয় নাই। বেররের রাজা রঘুজী ভোঁস্লে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় ও

হত্যা করেন। তখন তাঁহার পুত্র সফদর আলি ও জামাতা চন্দ সাহেব পণ্ডিচরিতে ডুমার শরণ লন। কিছু দিন পরে সফদর মহারষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া কর্ণাটের সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু চতুর চন্দ সাহেব পণ্ডিচরিতেই রহিয়া গেলেন; কর্ণাটের রাজকোষের সমুদয় সম্পত্তি তাঁহারই নিকট ছিল। ডুমা পরোপকার-পরায়ণ ছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রার্থনায় তিনি অভ্যাগত অতিথিকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন না। ক্রোধে রঘুজি পণ্ডিচরি অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসিরা পরাজিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রিত সফদর আলিকেও বহু দিন রাজত্ব করিতে হয় নাই। হায়দারাবাদের নিজামের অনুমতি পাইয়া আনরউদ্দীন সফদরকে পদচ্যুত করিয়া কর্ণাটের নবাব হন।

ডুমার পরে ডুপ্লে সাহেব পণ্ডিচরির গবর্ণর নিযুক্ত হন। বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া ডুপ্লে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে চন্দননগরের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার আগমন পূর্ব্বে চন্দননগর অতি সামান্য দশায় ছিল, ইংরাজদিগের কলিকাতার সহিত কোন রূপে তুলনা হইতে পারিত না। যখন চন্দননগর হইতে ডুপ্লে পণ্ডিচরিতে গমন করেন। (১৭৪১), তখন বাণিজ্যে চন্দননগর বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল; মোচা, জেডো, বসোরা ও চীন দেশীয় জাহাজ সকল চন্দননগরে বাণিজ্যার্থ আগমন করিত, এবং স্থলপথে তিব্বত পর্য্যন্ত আমদানী রপ্তানী চলিত।

ডুপ্লে পণ্ডিচরির শাসনভার প্রাপ্ত হইবার কয়েক বৎসর পরে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসির রণডঙ্কা নিনাদিত হয়। উভয়জাতি প্রবল প্রতাপ, পরস্পরের সমকক্ষ, জল স্থলে উভয়ে

প্রাণান্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভারতবর্ষবাসী উভয় দেশীয় বণিকেরাও মাতৃ ভূমির জয়রবের প্রতিনাদ করিয়া পরস্পরের উচ্ছেদনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সময়ে ফরাসি সেনাপতি লাবোর্দনে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাহায্যে, ইংরাজেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই, ডুপ্লে ইংরাজদিগের মান্দ্রাজ অধিকার করিলেন এবং তত্রত্য ইংরাজদিগকে বন্দী করিয়া পণ্ডিচরিতে উপস্থিত হইলেন (১৭৪৬)। ইহার দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত পণ্ডিচরি আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষেও যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল, এবং ইংরাজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

কর্ণাটের যুদ্ধ—মজফরজঙ্গ ও চন্দ সাহেব।

বিদেশী দুই দল বণিকের শত্রুতানিবন্ধন অন্য সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের ক্ষতি বৃদ্ধির কোন কারণ ছিল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগিজদিগের মধ্যেও এইরূপ যুদ্ধ ঘটিত; কিন্তু তাহার দ্বারা ভারতবাসীর কোন লাভ লোকসান হয় নাই। তখন দেশে এক জন সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার ভয়ে দেশ মধ্যে বিদেশীয় সমর স্রোত প্রবাহিত হইত না। কিন্তু আরঙ্গেবের মৃত্যুর সহিত সে প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়। এক্ষণে দেশে অরাজকতা ঘটিয়াছিল। সামান্য জমিদার হইতে আমির-উলওমরা পর্য্যন্ত, যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সে স্বাধীন হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল। এমন সময়ে বিদেশীয়েরা আপনাদিগের শৌর্য্য নির্ব্বীর্য্যভারতবর্ষীয়দিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং দেশীয় রাজগণ যে বিপত্তি সময়ে তাহাদিগের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিবে ও ক্রমে বণিকেরা রাজব্যাপারে লিপ্ত হইবে ইহা বিচিত্র নয়।

ফরাসিরা বাণিজ্যে তাদৃশ লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমে বণিগ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনে তাহাদের অভিলাষ হয়। ডুপ্লে এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মান্দ্রাজ অধিকারের অনতিবিলম্বে তাঁহার মনোমত সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবে কি রাজ্য স্থাপনে যত্ন করিবে তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। ঘটনা স্রোতে অদৃষ্টে যাহাই ঘটে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু ফরা-

সিরা যখন দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া উঠিল, তখন অপমানভয়ে ও হিংসাক্রমে আর তাহারা নিশ্চিন্ত রহিতে পারিল না।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ নিজাম উলমূলকের মৃত্যু হয়। তাঁহার ছয় পুত্র ও এক দৌহিত্র ছিল। বৃদ্ধ নিজামের বাসনা ছিল, দৌহিত্র মজফর জঙ্গ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ প্রথমেই সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। ওদিকে কর্ণাটে তখন আনর উদ্দীন নবাব ছিলেন। চন্দ সাহেবের ইচ্ছা ছিল কর্ণাটে নবাবী করেন। কিন্তু দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বীই হীনবল; এমন সামর্থ্য ছিল না, নিজে নিজে কেহ সিংহাসনাশায় যুদ্ধ করেন। সুতরাং দুই জনে সন্ধি করিয়া ডুপ্লের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ডুপ্লে প্রথমতঃ কর্ণাটের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আম্বুরে আনর উদ্দীন পরাজিত ও হত হন (১৭৪৯)। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি নিরুপায় হইয়া মান্দ্রাজে ইংরাজদিগের আশ্রয় লইলেন। চন্দ সাহেব কর্ণাটের নবাব হইলেন এবং মজফর আপনাকে দাক্ষিণাত্যের নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এত সহজে ডুপ্লে নাজির জঙ্গকে পদচ্যুত করিতে পারেন নাই। ভেলোর নগরে নাজির জঙ্গ সসৈন্য উপস্থিত হইলে ফরাসি সৈন্যেরা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, এবং মজফর মাতুলের হস্তে পড়িয়া কারাবদ্ধ হন। কিন্তু যুদ্ধে যাহা হয় নাই, গৃহ বিচ্ছেদে তাহা ঘটিল। নাজির জঙ্গের অধীনস্থ কয়েক জন সামন্ত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ পূর্ব্বক কারাবদ্ধ মজফরকে সিংহাসনে বসাইল (১৭৫০)। কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে কে বিশ্বাস করিতে পারে? মজফর সিংহাসনে না বসিতেই সেই

পাঠান সামন্তেরা পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহী হইল ; মজফর তাহাদিগের অনুসরণে ধাবমান হইয়া হত হইলেন। এই সময়ে বুসি নামে ডুপ্লে সাহেবের প্রেরিত এক জন ফরাসি সেনাপতি নিজামের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। মজফরের মৃত্যুর পরে কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া বুসি নাজির জঙ্গের দ্বিতীয় ভ্রাতা সালাবৎ জঙ্গকে সিংহাসনে বসাইলেন।

ডুপ্লের বাসনা পূর্ণ হইল। তাঁহার সাহায্যে কর্ণাটে একজন নবাব ও দাক্ষিণাত্যে একজন সুবাদার সিংহাসন লাভ করিল। তাঁহার শত্রু ইংরাজেরা লজ্জায় অবনত মস্তক হইল ; সমস্ত দেশে ফরাসি বাহুবলের ঘোষণা হইতে লাগিল। তাঁহার যত্নের পুরস্কার স্বরূপ ফরাসি গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণা নদী হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু এ সুখ সমৃদ্ধি তাঁহাকে বহুদিন ভোগ করিতে হয় নাই। কর্ণাটে চন্দ সাহেব তখনও আপন পদ দৃঢ় করিতে পারেন নাই। মহম্মদ আলি তখনও ইংরাজদিগের সাহায্যে ফরাসি সৈন্যের ও চন্দ সাহেবের বিপক্ষে ত্রিচিনপল্লী দুর্গে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। বিশেষতঃ ডুপ্লের জয় লাভে ইংরাজদিগের দারুণ হিংসার উদ্রেক হয়। তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে ইংরাজেরা কৃতসঙ্কল্প হইল। সেই সময়ে ক্লাইব নামে এক জন ইংরাজ যুবক মান্দ্রাজে বাস করিতেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, বিপক্ষদিগের অনুপস্থিতি কালে কর্ণাটের রাজধানী আর্কট নগর অধিকার করিতে পারিলে চন্দ সাহেবকে ত্রিচিনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। ইংরাজেরা তাঁহার পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য

প্রেরণ করিল। ক্লাইবের পরামর্শ সিদ্ধ হইল; আর্কট ক্লাইবের হস্তগত হইল, চন্দ সাহেব ফিরিয়া আসিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। ওদিকে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে ফরাসি সৈন্যেরা ত্রিচিনপল্লীতে ইংরাজদিগের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল। নিরুপায় হইয়া চন্দ সাহেব মহারাষ্ট্রীয়দিগেব শরণ লইলেন। তাহারা মহম্মদ আলিব প্ররোচনায় তাঁহাকে হত্যা করিল। নির্ব্বিঘ্নে মহম্মদ আলি আর্কটে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭৫২)।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে ডুপ্লে পণ্ডিচরির শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে পদচ্যুত হইয়া পারিসে যাইতে আদিষ্ট হন। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট তাহাব মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। ঋণগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখে বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নচিত্তে ডুপ্লের মৃত্যু হয় (১৭৬৪)। তাঁহার উত্তরাধিকারী গডিহু সাহেব মহম্মদ আলিকে কর্ণাটের নবাব রূপে স্বীকার এবং অধিকৃত রাজ্য সকল প্রত্যর্পণ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই অবধি ভারতবর্ষে ফরাসি প্রাধান্যের হ্রাস হইতে থাকে।

আর্কটে ক্লাইবের ঐশী শক্তিব প্রথম বিকাশ হয়। তৎকালে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগেব তাদৃশ সেনাপতিব অভাব ছিল, সুতরাং এই অবধি সকল বিপদেই ইংরাজেরা উদ্ধারার্থ তাঁহাকে নিয়োজিত করিতে লাগিল। দিন দিন দরিদ্র পুরোহিত-পুত্রের সৌভাগ্যেব বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল।

ফরাসি সেনাপতি বুসি তখন নিজাম সালাবৎ জঙ্গের সরকারে চাকরি করিতে ছিলেন। বুসি সাহসী সহৃদয় ও এক জন বিচক্ষণ সেনাপতি; তাঁহার সদ্গুণে দাক্ষিণাত্যের সকল নবাব ফরাসিদিগের উপর স্নেহদৃষ্টি করিত। আর্কট হইতে

মহম্মদ আলি চন্দ সাহেবকে দূরীকৃত করিবার অনতিবিলম্বে মৃত নিজাম উলমুলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজিউদ্দীন দিল্লীতে অপদস্থ হইয়া পৈতৃক রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু একাকী বুসি ও সালাবৎ জঙ্গকে পরাভূত করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া গাজি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে (১৭৫২) মহারাষ্ট্রীয়েরা উৎখাত স্রোতের ন্যায় হায়দরাবাদ অভিমুখে দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বুসি সহজেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। ইহারই কিছু দিন পরে গাজিউদ্দীন বিমাতাপ্রদত্ত বিষান্ন ভক্ষণ করিয়া হত হন! সুতরাং সালাবৎ বুসির সাহায্যে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, এই অবধি কি রূপে বুসির হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন, দুর্ব্বল নিজামের তাহাই প্রধান চেষ্টা হইয়া উঠিল। তিনি বারম্বার বুসির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বুসি আপন পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ উত্তর সরকারের জমিদারী লইয়া হায়দরাবাদ হইতে অবসৃত হইলেন। তথাপি হায়দবাবাদে ফরাসি প্রাধান্য পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ক্লাইব বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; অনেকে ভাবিয়াছিল, সমস্ত ভারতবর্ষ ক্লাইব ও বুসি কালক্রমে দুই ভাগে অংশ করিয়া লইবেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটে। এই সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লালি নামে এক জন আইরিশ ফরাসি রণপাণ্ডিত্য ও সাহসিকতার জন্য ফ্রান্সদেশে বিশেষ সমাদৃত হইতে ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসি গবর্ণমেণ্ট ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেই লালিকে

ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। লালি সাহসী হইলেও উষ্ণমস্তিষ্ক উদ্ধতস্বভাব ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। ডুপ্লে যেরূপ নূতন সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপযুক্ত কারুকর, লালিও সেইরূপ পুরাতন সাম্রাজ্য উচ্ছেদের উপযুক্ত পাত্র। ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিতেই তিনি গর্ব্বিত ব্যবহারে অধীনস্থ সৈন্য ও মিত্ররাজন্যদিগের বিরাগ উৎপাদন করিলেন। তাঁহার আদেশে বুসি উত্তর সরকারের জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিচরিতে উপস্থিত হইলেন। তখন মান্দ্রাজ যুদ্ধার্থে কিছু মাত্র প্রস্তুত ছিল না। ক্লাইব বাঙ্গালা জয় করিতে সমুদয় সৈন্য ও রণতরী লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে বুসি লালিকে মান্দ্রাজ অধিকারার্থ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লালি কাহার পরামর্শ শুনিবার নহেন। অগ্রে ধন সঞ্চয়ার্থ তিনি তাঞ্জোর লুণ্ঠনে যাত্রা করিলেন। ওদিকে অবসর পাইয়া বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজেরা মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঞ্জোরেও মনস্কামনা পূর্ণ হইল না, অসময়ে মান্দ্রাজ আক্রমণ করিয়াও লালি পরাজিত হইলেন। ইংরাজেরা ক্রমে উত্তর সরকার অধিকার করিয়া ওয়াণ্ডিয়াস নগরে সসৈন্য উপস্থিত হইল। এইখানে (১৭৬০) তুমুল সম্মুখ সংগ্রামে লালি পরাজিত, বুসি বন্দীকৃত ও ফরাসি সৌভাগ্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। পর বৎসর ইংরাজেরা পণ্ডিচরি আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন।

শত্রু হস্তে বন্দীকৃত হইয়াও বুসি সদ্গুণে সমুচিত সম্মানলাভ করিয়া ছিলেন; লালি দেশে প্রত্যাগত হইয়া রাজাজ্ঞানুসারে কুঠারাঘাতে স্বদেশীয়দিগের কর্ত্তৃক হত হন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সিরাজউদ্দৌলা—ইংরাজদিগের বাঙ্গালা অধিকার। মিরজাফর ও মিরকাসিম।

সম্রাট মহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে বঙ্গদেশে বর্গীদিগের হঙ্গাম ও নবাব আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক দেশ রক্ষার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হয়, এবং সিরাজউদ্দৌলা নামে আলিবর্দ্দির দৌহিত্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই সময়ে বঙ্গদেশ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ছিল; হিন্দুদিগের সাহায্যে বাঙ্গালার মুসলমান শাসন দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য আলিবর্দ্দি প্রধান প্রধান কার্য্যে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যৌবনোন্মত্ত সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে অল্প কাল মধ্যে জমিদার ও প্রধানগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কি রূপে নবাবের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাঁহারা তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে আপনা হইতে সুবিধা ঘটিয়া উঠিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ফরাসি ও ইংরাজেরা কর্ণাটযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। হিংসাপ্রযুক্ত অথবা ধনলোভে ইংরাজদিগের প্রতি সিরাজের বিষম বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। ছল ক্রমে তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির অনতিবিলম্বে কলিকাতা অধিকার করিয়া লন এবং তত্রত্য ইংরাজদিগকে দূরীভূত বা কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তৎকালে মান্দ্রাজ ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রধান স্থান হইয়া উঠে, এবং ঠিক সেই সময়ে ক্লাইব বিলাত হইতে এক জন বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত

হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগত হন। কলিকাতার দুরবস্থার কথা মান্দ্রাজে পৌঁছিলে, ক্লাইব তথা হইতে অনতিবিলম্বে সসৈন্য বাঙ্গালায় আসিয়া কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া লইলেন এবং হুগলি লুণ্ঠন করিলেন। সিরাজ কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিতে আসিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ক্লাইবের ইচ্ছা ছিল, অতঃপর নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া ইংরাজদিগকে সুস্থাবস্থায় রাখিয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু এই সময়ে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটে। বাঙ্গালা দেশে চন্দননগর ফরাসিদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। কলিকাতা অধিকৃত হইলে ক্লাইব কালবিলম্ব না করিয়া চন্দননগর আক্রমণ করেন। নয় দিন অবরোধের পর চন্দননগর ইংরাজদিগের হস্তগত হয়।

যে কোন কারণে হউক, সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের অপেক্ষা ফরাসিদিগকে অধিক ভাল বাসিতেন। তাহার অনুমতি না পাইয়া ফরাসিদিগকে আক্রমণ করাতে ইংরাজ-দিগকে পুনরায় দেশ হইতে দূরীভূত করিতে তিনি সজ্জিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার সেনাপতি মিরজাফর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বণিক শেঠ স্বরূপ চন্দ, ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভ প্রভৃতি দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ক্লাইবের সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকট পলাসি ক্ষেত্রে ইংরাজ ও মুসলমানদিগের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে (১৭৫৭)। যুদ্ধক্ষেত্রে পরামর্শ মতে মিরজাফর নবাবকে পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্য ক্লাইবের সহিত মিলিত হন। সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজ-উদ্দৌলা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু রজামহলের নিকট

বন্দীকৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলে মিরজাফরের পুত্র নীচপ্রকৃতি মিরন তাঁহাকে কারাগারে হত্যা করে।

সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও হত হইলে ক্লাইব মিরজাফরকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসন প্রদান করেন। মিরজাফর দুর্ব্বলপ্রকৃতি, রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ, বৃদ্ধ ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার অত্যাচার ও দুর্ব্বলতাহেতু চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘটিতে আরম্ভ হয়, এবং দিল্লীশ্বরের পুত্র আলিগহর ও অযোধ্যার নবাব উজির বিহার আক্রমণ করেন। মিরজাফরের এতাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া উপভোগ করেন। ইংরাজেরা তাহাকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করে। অবশেষে অকর্ম্মণ্য নবাবকে পদচ্যুত করিয়া ইংরাজেরা তাঁহার জামাতা কাশিম আলিকে তৎসিংহাসন প্রদান করে। ক্লাইব ইতি-পূর্ব্বেই স্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার স্থানে ভান্সিটার্ট সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের শাসনকর্ত্তা হন।

সিংহাসন লাভের পুরস্কার স্বরূপ কাশিম বর্দ্ধমান মেদিনী-পুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী ইংরাজ কোম্পানিকে প্রদান করেন। তিনি এক জন বীর্য্যবান, নীতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা ক্রমে দেশের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিতে ছিল, তাহারা যে আপনাদিগের ক্ষতি করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতে দিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময় কোম্পানি ভারতবর্ষীয় ভৃত্যদিগকে অতি সামান্য বৃত্তি দিতেন*। কালিয়ড্ ও কুট্ প্রভৃতির ন্যায় বিখ্যাত সেনাপতি-

---

* শোর ও মন্‌রো প্রভৃতি উপযুক্ত কর্ম্মচারীরাও প্রথমাবস্থায় মাসে ৮৷১০ টাকা করিয়া বেতন পাইতেন।

দিগকেও অর্থাভাবে কখন কখন এক সন্ধ্যা উপবাস করিতে হইত। এবং তৈলাভাবে অন্ধকার গৃহে সামান্য রজ্জুখট্টায় অতি প্রধান কর্ম্মচারিরাও রাত্রিপাত করিতেন। সুতরাং ধনো লোভে কোম্পানির কার্য্যে অবহেলা করিয়া অতি সামান্য কর্ম্ম-চারিরাও আপন আপন হিসাবে দেশীয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কাশিমের সহিত কোম্পানির পণ হইয়াছিল যে,দেশীয় ব্যবসায়ি দিগের ন্যায় তাহাদিগকে নবাব সরকারে বাণিজ্যার্থে শুল্ক দিতে হইবে না। কাশিম সিংহাসনে বসিতে বসিতেই দেখিলেন যে কোম্পানির নাম করিয়া কোম্পানির ভৃত্যেরাও নিজ নিজ পণ্য-দ্রব্যাদির শুল্ক দিতে প্রতারণা করিতেছে। কর্ম্মচারিদিগের বাণিজ্য নৌকা কুতঘাটে কোম্পানির নিশান তুলিয়া নিষ্কৃতি পাইত। ক্রমে দেশীয়েরাও কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগকে ঘুস দিয়া তাহাদিগের নিশান দেখাইয়া নবাবের কর্ম্মচারিদিগকে ফাঁকি দিতে লাগিলেন। বাণিজ্য-শুল্কে রাজস্বের তৃতীয়াংশ আ-দায় হইত। কিন্তু সকলেই এইরূপ প্রতারণা আরম্ভ করিলে রাজ-স্বের বিশেষ ক্ষতি হইয়াপড়িল। কাশিম ভান্সিটার্ট সাহেবকে এ বিষয় বারম্বার অবগত করাইলে অবশেষে কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের জন্য দেশীয়দিগের অপেক্ষা অতি লঘুহার শুল্কের বন্দোবস্ত হয়। তথাপি তাহা দিতেও তাহারা অস্বীকার করিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া কাশিম কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলের নিকট শুল্ক আদায় বন্ধ করিলেন। কিন্তু এইরূপে দেশীয়দিগের সহিত সমান পদে অবস্থিত হওয়া ইংরাজদিগের অপমান ও লোকসান বোধ হইল। সাহেব কুঠিয়ালেরা ছলক্রমে নবাবের কর্ম্মচারিদিগের সহিত বিবাদ করিতে ও বলপূর্ব্বক নগর সকল লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মির কাশিম মিরজাফরের ন্যায়

ক্ষীণস্বভাব ছিলেন না। ক্রমে ইংরাজদিগের অত্যাচার তাঁহার অসহ্য বোধ হইল ; তিনি তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ঘড়িয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরে কয়েকবার যুদ্ধ ঘটে। অবশেষে বারম্বার পরাজিত হইয়া কাশিম রাজ্য ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আশ্রয় লন। আলিগোহর ও সুজাউদ্দৌলা তাঁহার সাহায্যার্থে একবার বিহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। পাটনা নগরে পরাজিত হইয়া আলিগোহর এবং বক্সারে পরাজিত হইয়া সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

কোম্পানির কর্ম্মচারীরা তৎকালে নিতান্ত দুর্বৃত্ত ছিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে নবাবপদোচিত সম্মান ও দেশীয়দিগকে রক্ষা করিতে গিয়া কাশিমকে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল। তখন ইংরাজেরা পুনরায় সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক ব্যাধিগ্রস্ত মিরজাফরকে কলিকাতা হইতে আনিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইল। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নাজিমউদ্দৌলার নিকট ইচ্ছানুরূপ উপহার পাইয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের নবাবী প্রদান করে। কিন্তু নাজিমের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত ইংরাজেরাই সমুদয় ক্ষমতা হস্তগত করিতে লাগিল। কোম্পানী বিলাতে ছিল, তাহাদের কর্ম্মে ভারতবর্ষে আসিয়া কি উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র লক্ষপতি হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিবে, রাজ্যের গবর্ণর হইতে সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। দেশীয়দিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ, গুপ্ত ব্যবসায়, অনুগ্রহ বিক্রয় প্রভৃতি দোষে কোম্পানির বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। এবং দেশীয়েরা অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে বিলাতে মিরকাশিমের সহিত যুদ্ধ

সংবাদ পৌঁছিলে, কোম্পানির ডিরেক্টরেরা পুনরায় ক্লাইবকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন।

ক্লাইব পৌঁছিয়া দেখিলেন নবাবের সহিত যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। তখন কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের অভ্যাস সংশোধন ও পুত্তলিকা প্রায় নবাবকে অপসৃত করিয়া ইংরাজদিগের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা আনয়ন করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। দ্বিতীয় কার্য্যটী বিশেষ গুরুতর হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজে নিষ্পন্ন হইল। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ আগষ্ট বাৎসরিক বৃত্তি ও নগদ কয়েকটী মুদ্রা লাভ করিয়া শাহ আলম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করিলেন। এই অবধি ধনাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় অপসারিত হইল। বাঙ্গালার নবাবগণ বৃত্তিভোগী হইয়া ইংরাজদিগের সরকারে কেবল কাজির কার্য্য করিতে লাগিলেন।

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এত সহজে নিবারিত হয় নাই। তখন ইংরাজদিগের সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইলে ভাতা স্বরূপ কিঞ্চিত অধিক পাইত। এই অপব্যয় নিবারণার্থ ক্লাইব উদ্যোগী হইলে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব অকুতোভয়ে তাহা দমন করেন। ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন, যত দিন কোম্পানি কর্ম্মচারিদিগকে অল্প হারে বেতন দিবেন; ততদিন তাহাদিগের স্বাধীন ব্যবসায় কেবল বাক্যপূর্ণ উপদেশে নিবৃত্ত হইবে না। এই জন্য তিনি লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া তাহার উপসত্ত্বের কিয়দংশ কর্ম্মচারিদিগকে দিবার বন্দোবস্ত করেন। কর্ম্মচারীরা স্বাধীন ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে স্বীকার করে। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ক্লাইব স্বদেশে যাত্রা করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে পূর্ব্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল পুনরায় আরম্ভ হইল।

ক্লাইব কোম্পানির চাকর হইয়াও পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ মিরজাফর ও শাহ আলম প্রভৃতির নিকট অর্থ বা জমিদারী গ্রহণ অন্যায় মনে করিতেন না। এইরূপে তাঁহার বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। তজ্জনিত সমকক্ষদিগের হিংসা ও ডিরেক্টর-দিগের তাচ্ছিল্যে তাঁহার জীবনের শেষাংশ মনোদুঃখে অতি-বাহিত হয়। অবশেষে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়া-ছিলেন। ক্লাইব সাহসী ও যুদ্ধকুশল হইলেও তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান তাদৃশ প্রশংসনীয় ছিল না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হাইদর—মহিসুরের যুদ্ধ—ছিয়াত্তরে মন্বন্তর।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে পানিপথের বিখ্যাত ক্ষেত্রে আহম্মদসাহ আবদালি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করেন এবং ঐ বৎসর ইংরাজেরা পণ্ডিচারি অধিকার করিলে ভারতবর্ষে ফরাসি অধিকারের মূলোৎপাটন হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহকে বৃত্তি দিয়া বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের উপক্রম হয়। আর্য্যাবর্ত্তে শিখ, রোহিল্লা, জাঠ, মোগল, রাজপুত ও ইংরাজ এবং দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ, মহারাষ্ট্রী, পাঠান ও মোগলেরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। শিখ ও রাজপুতদিগের বিজয়িনী শক্তি সুপ্ত ছিল; কেবল রোহিলখণ্ডে রোহিল্লা, ভরতপুরে জাঠ, অযোধ্যায় নবাব উজির, বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ, হায়দরাবাদে নিজাম,পুনায় মহারাষ্ট্রী, ও মহীসুরে হাইদর আলি কিরূপে অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিবেন, তাহারই যত্ন ও উদ্যোগ করিতেছিলেন। নবাব উজিরের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে ইংরাজেরা আপাততঃ আর্য্যাবর্ত্তে নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজের গবর্ণরদিগের দোষে এবং তত্রত্য রাজাদিগের অপেক্ষাকৃত বীর্য্য গুণে ইংরাজেরা বিষম বিপদে পড়িল।

পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইলে মনোদুঃখে বালজী রাওর মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র রাঘব তাঁহার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। হায়দরাবাদে ১৭৬২ খৃঃ অব্দে নি-

জামউলমুলকের চতুর্থ পুত্র নিজাম আলি, বুসি-প্রতিষ্ঠিত সালাবৎ জঙ্গকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইহারই কিছু পূর্ব্বে মহিসুরের সেনাপতি হাইদর আলি তত্রত্য হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং মহিসুরের রাজা হন।

ইংরাজেরা যখন বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়, তখন দিল্লীশ্বর উত্তরসরকারও তাহাদিগকে প্রদান করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা সম্রাটের সনন্দ অনুযায়িক উত্তর সরকার অধিকার করিতে উদ্যোগ করিলে নিজাম আলি তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হন। ভয় পাইয়া মান্দ্রাজের গবর্ণর নিজামের তাঁবেদার স্বরূপে উত্তর সরকার দখল করিতে এবং হাইদব আলির বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্য করিতে স্বীকার কবিয়া সন্ধিস্থাপন করেন। হাইদর এই সময়ে আপন বাহুবলে কৃষ্ণানদীর তীর হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি কবিয়া এবং মহাবাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিয়া নিজাম আলি ইংরাজদিগের সাহায্যে সহসা হাইদারকে আক্রমণ করিলেন। হাইদার এপর্য্যন্ত ভ্রমক্রমেও ইংরাজদিগের অনিষ্ট কবেন নাই। এক্ষণে তাহাদিগকে মহিসুর আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদেব জাতক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি বহু সংখ্যক মুদ্রা ও রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া মহারাষ্ট্র ও হায়দরাবাদের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক সদর্পে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং চাঙ্গামা ও ত্রিণমালিতে সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রাণভয়ে ইংরাজেরা তাঁহাকেও দাক্ষিণাত্যের অপর রাজাদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকার করিল। বস্তুতঃ অকারণে

এইরূপে ভারতবর্ষের গৃহ বিবাদে ইংরাজদিগের ব্যাপৃত হওয়া নিতান্ত অন্যায় ও অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদিগের রাজ্যবৃদ্ধি প্রয়াশঃ এই রূপেই সিদ্ধ হইয়াছিল (১৭৬৬-৬৯)।

যাহা হউক হাইদর ইংরাজদিগের আশ্বাস পাইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি অবিলম্বে মহারাষ্ট্র আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহার রাজধানী অবরোধ করিল। তখন ইংরাজেরা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে হাইদরকে বিপদকালে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে ইংরাজদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হাইদর পুনর্ব্বার অভিযাচক হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং ইংরাজদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন (১৭৭২)।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে লুপ্ত প্রাধান্য পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রস্তুত হয়। তাহারা প্রথমে রাজপুতনা লুণ্ঠন করিয়া ভরতপুর, রোহিলখণ্ড ও দোয়াবে প্রবেশ করে। সম্রাট শাহ্ আলম ক্লাইবকে দেওয়ানী দেওয়া অবধি ইংরাজ প্রদত্ত বৃত্তিভোগে এলাহাবাদে দিনপাত করিতে ছিলেন। ১৭৭০ খৃঃঅব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে দিল্লিতে লইয়া গিয়া তাঁহার পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট করে। অনন্তর আর একবার রোহিলখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া উজিরের নিকট তাহাদিগের দেয় চল্লিশ লক্ষ টাকার জামিন লইয়া, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সেখানে পেশবা মধুরাওর মৃত্যু হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে তৎকালে ইংরাজদিগের দুর্ব্যবহার কথা ক্রমে

ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের পার্লি-মেণ্ট নামে মহাসভা এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। কমিটীর অনুসন্ধানে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের এ প্রকার নিন্দনীয় ব্যবহার সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ রদ করিয়া নিজ হস্তে ভারতবর্ষের ভার লওয়া সুপরামর্শ বলিয়া সকলের বোধ হয়। কিন্তু অবশেষে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রার্থনায় তাহাদিগের সহিত আর কিছু দিনের জন্য নূতন বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে বাঙ্গালার গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরল উপাধি পান, তাঁহাকে মন্ত্রী সভার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবার আদেশ হয়। মন্ত্রী সভার চারিজন সভ্য নিযুক্ত হন। এবং দেশীয় ও য়ুরোপীয়দিগের বিচারার্থ কলিকাতায় একটী সুপ্রিমকোর্ট বা প্রধান আদালত স্থাপিত হয়। একজন প্রধান জজ ও তিন জন পিউনি জজ তথায় বিচার করিবেন। এই বন্দোবস্তকে ১৭৭৩ সালের “রেগুলেটিং অ্যাক্ট” বলে।

ইতঃপূর্ব্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এক দারুণ দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশ ছারখার হইয়া যায়। ক্রমাগত দুই বৎসর কাল দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই; তথাপি রাজকর্ম্মচারিগণ কেহ আপাতঃ বিপদ হইতে পরিত্রাণের কিছু মাত্র চেষ্টা করে নাই। সেই দুর্ভিক্ষে ফলমূল শেষ হইলে বাঙ্গালিদিগকে স্থানে স্থানে কন্যা-পুত্র বিক্রয় করিয়া, কোথাও মৃত সন্তানের মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। অদ্যাপি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর স্মরণ হইলে বাঙ্গালিদিগের হৃদয় কম্পিত হয়। দুঃখের বিষয় এই ভয়ানক বিপদ কালে দেশের নূতন রাজা প্রজাদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য করেন নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস—রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত, হেষ্টিংসের অত্যাচার, মহারাষ্ট্র ও মহিসুর যুদ্ধ।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর হন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানির দপ্তরে কেরাণি হইয়া ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তদনন্তর কিছু দিন কাশিমবাজারের কুঠির তত্ত্বাবধারণ করিয়া মুর্শিদাবাদের এজেণ্ট নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহার বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হইয়া ডিরেক্টরেরা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের মেম্বর রূপে নিযুক্ত করেন। মান্দ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালার কৌন্সিলে বদলি হইয়া কয়েক মাস পরে বাঙ্গালার গবর্ণর হন। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হইলে তিনি বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণরজেনেরল হন (১৭৭৪)। ঐ আইনের মর্ম্মানুসারে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী তাঁহার অধীন হয়।

হেষ্টিংস বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিলেন, কোম্পানির সরকারে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট হইয়াছে, তথাপি রাজস্ব আদায় না কম হয়, এই নিমিত্ত মৃত প্রজাদিগের আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবাসিদিগের নিকট হইতে মাছট আদায় করা হইতেছে। অন্নশূন্য হইয়া অনেকে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে; দস্যুদিগের উৎপাতে রাজকীয় সৈন্যগণও পথে চলিতে ভয় পায়। মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোম্পানির খাজানা আদায় হইতেছে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্বে কেবল দেওয়ান ও গোমস্তাদিগের উদর পূর্ণ

হইতেছে। নবাব কেবল সাক্ষীগোপাল। ডিরেক্টরেরা হেষ্টিংসকে দেওয়ানী স্বহস্তে লইতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক নবাবের তত্ত্বাবধারক মহম্মদ রেজা খাঁ ঢাকায় ও সিতাব রায় পাটনায় দেওয়ান ছিলেন। প্রথমেই হেষ্টিংস নিরপরাধে তাহাদিগকে চৌর্য্য সন্দেহে কারাগারে বদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে ধনাগার কলিকাতায় তুলিয়া আনিলেন। শাহ্ আলম বহু দিন পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট অনেকবার নিষ্ফল প্রার্থনা করিয়া অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে মনোগত সিদ্ধ করেন। সেই অপরাধে হেষ্টিংস তাঁহার কোরা ও এলাহাবাদের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অযোধ্যার নবাব উজিরকে বাৎসরিক খাজানা হারে প্রদান করেন এবং সম্রাটের বাৎসরিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তদনন্তর জরিপ করিয়া এবং প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার না হয় এইরূপ কয়েকটী বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ইজারদারদিগকে বাঙ্গালার রাজস্ব বিলি করিয়া দিলেন। এবং রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী, যশোহর, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর, শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া, রামগড়, শাহাবাদ, সারণ ও ত্রিহুত এই অষ্টাদশ জেলায় সমস্ত বাঙ্গালা ও বিহার ভাগ করিয়া এক এক জেলায় একজন কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন এবং পরে (১৭৮১) কলিকাতায় একটী রেভিনিউবোর্ড স্থাপন করিলেন।

ডাকাইতদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে পূর্ব্বের ন্যায় চৌকিদারদিগকে চাকরান বন্দোবস্ত করিয়া এক এক প্রদেশে নিযুক্ত

করিলেন। ডাকাইতেরা ধরা পড়িলে তাহাদিগকে নিজ নিজ নিবাস গ্রামে লইয়া গিয়া ফাঁসি দেওয়া হইত এবং তাহাদিগের আত্মীয় কুটুম্বদিগকে দাস রূপে নিলামে বিক্রয় করা হইত।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে ডিরেক্টরেরা কলিকাতায় একটী সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন হেষ্টিংস প্রত্যেক জেলায় এক একটী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং তাহা হইতে আপিল নিষ্পত্তি করিতে কলিকাতায় একটী সদর দেওয়ানী ও একটী সদর নিজামৎ আদালত স্থাপন করেন। বস্তুতঃ এই সকল বিচক্ষণতার কার্য্য দেখিলে বোধ হয়, অরাজক প্রদেশে সামাজিক স্থৈর্য্য স্থাপন করিতে হেষ্টিংস সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন।

কিন্তু ক্লাইবের ন্যায় তাঁহারও নীতিজ্ঞান তাদৃশ প্রবল ছিল না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিল খণ্ড লুণ্ঠন করিয়া নবাব উজিরের নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকার জামিন লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। রোহিল্লারা এক কিস্তি পাঁচ লক্ষ টাকা উজিরকে প্রদান করে, কিন্তু তিনি এক কপর্দ্দকও মহারাষ্ট্রীরদিগকে দেন নাই। পর বৎসর তাহারা ফিরিয়া আসিয়া অযোধ্যা আক্রমণের উদ্যোগ করে এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত সমুদয় টাকা ছাড়িয়া দিয়া রোহিল্লাদিগের সাহায্য চাহে। রোহিল্লারা বিপদে আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।

হেষ্টিংসের সহিত প্রথম হইতে নবাব উজিরের বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। হেষ্টিংস উজিরকে কল্পতরু পাইয়াছিলেন। হেষ্টিংসের সৈন্যবল ছিল, ধনবল ছিল না; উজিরের তদ্বিপরীত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সহস্রে শূন্য বসাইলে হেষ্টিংস দ্বারা

সকল কার্য্য লইতে পারিবেন। হেষ্টিংস কয়েক লক্ষ টাকা পাইয়া সম্রাটকে বঞ্চিত করিয়া কোরা ও এলাহাবাদ উজিরকে প্রদান করেন। এক্ষণে আর একটী রাজ্যের আবশ্যক হইল। রোহিল্লারা বলবান্, দুর্ব্বল প্রতিবেশীর অসময়ে বিপদ ঘটাইতে পারে। এজন্য উজির মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেয় চল্লিশ লক্ষ টাকা রোহিল্লারা দেয় না বলিয়া গবর্ণরের নিকট জানাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন, পাঠানেরা নির্ম্মূল হইলে চল্লিশ লক্ষ টাকা যুদ্ধের খরচ স্বরূপ পুরস্কার। অমনি এক দল ইংরাজ সৈন্য রোহিল্লাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিল (১৭৭৪)।

মহারাজা নন্দ কুমার কিছু কাল নাজিমউদ্দৌলার সংসারে তত্ত্বাবধারণ করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁর বিচারের সময় নন্দকুমার হেষ্টিংসের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি গবর্ণরের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। এ রহস্যের কারণ অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। কৌন্সিলের নূতন মেম্বরেরা * কলিকাতায় পৌঁছিলে নন্দকুমার উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অপবাদে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাহাদিগের নিকট আবেদন করেন। মেম্বরদিগের সহিত হেষ্টিংসের মনান্তর ঘটিয়াছিল। যাহা হউক বিচারে হেষ্টিংসের অপরাধ প্রমাণ হয়। তদবধি নন্দকুমারের উপর গবর্ণরের জাতক্রোধ হয়। তিনি ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ইহারই অনতিবিলম্বে নন্দকুমার, রাধাচরণ ও ফৌকস নামে এক সাহেবকে কারাগারে বদ্ধ করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রমাণ হইল না। নন্দকুমার খালাস পাইলেন। তখন মোহন প্রসাদ নামে এক জন সওদাগর নন্দকুমারের নামে জাল করা

* ফ্রান্সিস বেয়ারিং ও মনসন। অন্যতম সভ্য বার্লো সাহেব কোম্পানির পুরাতন ভৃত্য। তিনি পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় ছিলেন।

অপবাদে হেষ্টিংসের নিকট আবেদন করে। হেষ্টিংস স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইম্‌পে সাহেবকে বিচারের ভার অর্পণ করেন। যেরূপে হউক নন্দকুমারের প্রাণান্ত না হইলে হেষ্টিংস নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। বিচারপতি ইম্পে ও সাহেব জুরির বিচারে নন্দকুমার দোষী প্রমাণ হইলে, তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হয়। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

নন্দকুমার সাধু চরিত্র লোক নহেন, এবং সেই সময়ে বিলাতী আইনানুসারে ইতিপূর্ব্বে আর একজন দেশীয় লোকের জালকরা অপরাধে ফাঁসি হইয়াছিল, তথাপি সেই সময়ের অবস্থা, নন্দকুমারের সহিত তাঁহার মনান্তর, ইম্পের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এবং দেশীয় লোকের ব্রহ্মহত্যার প্রতি ভয় স্মরণ করিলে হেষ্টিংসের এ কার্য্যটী যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে সিতাব রায় ও রেজাখাঁ নিরপরাধে কারাগারে প্রেরিত হন, এক্ষণে অসম্ভব দণ্ডে দেশের এক জন প্রধান লোকের প্রাণ বধ হইলে দেশবাসী সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল। ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভেই এ প্রকার নির্ব্বোধ ব্যবহারে হেষ্টিংসের রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

নন্দকুমারের পরে হেষ্টিংসের ক্রোধে বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের সর্ব্বস্বান্ত হয়। চৈৎ সিংহের পিতা বলবন্ত সিংহ নবাব উজিরের সহিত বিবাদে ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তদবধি চৈৎ সিংহের সহিত গবর্ণমেণ্টের একটী নির্দ্দিষ্ট খাজনার বন্দোবস্ত হয়। খাজনার অতিরিক্ত রাজাকে আর কিছু দিতে হইত না। তথাপি হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের নিকট আরও পাঁচ লক্ষ টাকা সৈন্য পোষণার্থ বার্ষিক প্রার্থনা করেন। অনেক বাদানুবাদের পর রাজা কয়েক বৎসর

এই আবওয়াব বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে অপারকতা জানাইয়া গবর্ণরের নিকট আবেদন করেন। সেই অপরাধে হেষ্টিংস তাঁহার আরও পনর লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। নিরুপায় হইয়া রাজা অগত্যা তাহাই দিতে স্বীকার পান; কিন্তু তখন কুড়ি লক্ষ মুদ্রায় অর্থগৃধ্নু গবর্ণরের কোপ শান্তি হইতে পারে না। অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজাকে দিতে হইবে। এই টাকা আদায় করিতে হেষ্টিংস স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা করিয়া চৈৎ সিংহকে বন্দী করেন। চৈৎ প্রজাদিগের নিতান্ত প্রিয় ছিলেন। রাজার অপমানে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া হেষ্টিংসের সিপাহিদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চৈৎকে উদ্ধার করে। প্রাণভয়ে বাঙ্গলার গবর্ণর রাত্রিকালে গবাক্ষ দিয়া বহির্গত হইয়া, নৌকা যোগে চুনারে পলায়ন করেন। তৎকালে রচিত একটী শ্লোক অদ্যাপি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত আছে—

"ঘোড়া পর হাওদা, হাতী পর জিন্।
জল্‌দি যাও জল্‌দি যাও ওয়ারন্ হেষ্টিন্।"

অতঃপর ইংরাজেরা বারম্বার চৈৎ সিংহকে পরাজিত করিয়া বিজয়গড় অধিকার করিয়া লয়, এবং তাঁহার সিংহাসন অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে। চৈৎ সিংহ রাজ্য ছাড়িয়া বুন্দেল খণ্ডে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

ইহার পরে হেষ্টিংস আর একটী আরও ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন। নবাব উজিরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হন। হেষ্টিংস তাঁহার নিকট বাকি পাওনা হিসাবে কয়েক লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। নবাবের অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না; কিন্তু তাঁহার বিমাতা বেগমদিগের দুই কোটী টাকার সঞ্চয় ছিল। উজির হেষ্টিংসের নিকট

আপন দুরবস্থা এবং ঋণশোধের অপারকতা জানাইলে খৃষ্টান গবর্ণর তাঁহার বিমাতাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের পরামর্শ দিলেন। ইংরাজদিগের সিপাহিরা বেগমদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া খোজাদিগকে হত্যাপূর্ব্বক এবং বিধবাদিগকে রাক্ষসের মত যন্ত্রণা দিয়া সমস্ত অপহরণ করিয়া লয়। হেষ্টিংস নিজে বেগমদিগকে ঐ সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেন, আবশ্যক হইলে তিনিই তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। রাজস্ববিৎ হেষ্টিংসের এই সকল নৃশংস ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সকল অপরাধে ভবিষ্যৎ কালে বিলাতে তাঁহার বিচার হয়। দশ বৎসর বিচারের পর তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন।

হয়ত অবস্থার দোষে হেষ্টিংসকে এই সকল অত্যাচারে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে এক খণ্ড রাজত্ব পাইয়া তাহার রক্ষার্থ ইংরাজদিগকে অন্যান্য রাজ্যকামুক জাতিদিগের সহিত অগত্যা অনেক বার যুদ্ধ করিতে হয়। হেষ্টিংসের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে ডিরেক্টরেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিতে অভিলাষী হন। হেষ্টিংসের গবর্ণরি সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজাম ও হাইদরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, মগেরা চট্টগ্রামের কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং শিখেরা পঞ্জাব হইতে বহির্গত হইয়া রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এই সকল যুদ্ধ দমন করিতে বিস্তর ব্যয় হয়। অথচ ধনাগারে অর্থ সঞ্চিত ছিল না। যদি হেষ্টিংসের কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় বা বিচক্ষণতা থাকিত, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাকে দুর্ণাম লাভ ও জীবিতাবস্থায় প্রভুদিগের ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইত না। অধিকন্তু ইংরাজদিগের বন্ধু আর্কটের নবাব ও অযোধ্যার উজির কোম্পানির গলগ্রহ হইয়া উঠেন। তাঁহাদি-

গের রাজ্য রক্ষার্থ গবর্ণরের ধনাগার হইতে মুদ্রা দিয়া সৈন্য পোষণ করিতে হইত। এই সকল কারণে প্রভুদিগের রাজ্য-রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে হেষ্টিংস নিজ ললাটে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে মধু রাওর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র নারায়ণ পেশবা হন, কিন্তু বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত সমস্ত ভার তাঁহার পিতৃব্য রাঘবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাঘবের স্ত্রী আনন্দবাই স্বামীকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য নারায়ণের প্রাণবধ করে। কিন্তু নারায়ণের মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাঁহার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা নারায়ণের হত্যা হেতু রাঘবকে ঘৃণা করিত। তাহারা নবজাত শিশুকে মধুরাও নারায়ণ নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইল। রাঘব পরাজিত ও দূরীভূত হইয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় লইলেন। বোম্বায়ে ইংরাজেরা অনেক দিন হইতে সালসেট ও বেসিন অধিকার করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। রাঘব সেই দুইটী স্থান এবং যুদ্ধের ব্যয়ের অধিকাংশ দিতে স্বীকার করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। মহিনদীর নিকটে আরস গ্রামের যুদ্ধে ইংরাজেরা জয় লাভ করে। কিন্তু ইহার পরে ক্রমে মহারাষ্ট্র দেশে প্রবেশ করিলে, পুনার দরবার তাহাদিগের আহার্য্য নষ্ট করিবার জন্য গ্রাম সকল ধ্বংস করিতে, এবং অধিকতর উৎসাহে প্রতিবন্ধকতা করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ইংরাজ সেনাপতি প্রাণ ভয়ে ওয়ার্গম নগরে রাঘবকে ত্যাগ করিতে এবং লব্ধ প্রদেশ সকল ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর পূর্ব্বক ফিরিয়া আসেন (১৭৭৯)।

ইতিমধ্যে হেষ্টিংস বাঙ্গালা হইতে গডার্ড নামক সেনাপতির

সহিত আর একদল সৈন্য দিয়া মহারাষ্ট্র দেশে প্রেরণ করেন। পথে গডার্ড গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া লন (১৭৮০)। গোয়ালিয়রের রাজা মাধবজি সিন্ধিয়া পুনার মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য করিতেছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বরাজ্য রক্ষার্থ ধাবমান হইতে হইল। গডার্ড কামাক সাহেবকে গোয়ালিয়রে রাখিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে আবার ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজেরা পণ্ডিচরি অধিকার করিয়া মলবর উপকূলে মাহিনগর আক্রমণ করে। পণ্ডিচরি ও মাহির মধ্যবর্ত্তি প্রদেশ হাইদরের অধিকারে ছিল। পূর্ব্বে ইংরাজেরা হাইদরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, এখন আবার তাঁহার অনুমতি না লইয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার বন্ধু ফরাসিদিগের অধিকার আক্রমণ করিলে, মহিসুর পতির ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ওদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা ওয়র্গমের সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সে সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া গডার্ড মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিলে, তাহারাও বিরক্ত হইয়া নিজাম হাইদরের সহিত পরামর্শ করিল যে, নাগপুরের ভোসলে বাঙ্গালায়, হাইদর, মান্দ্রাজে এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা বোম্বায়ে যুগপৎ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে। এইরূপে প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়েই মহিসুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহুদিন পর্য্যন্ত হাইদর, ইংরাজ সেনাপতির সমকক্ষতা করিয়াছিলেন। অবশেষে (১৭৮১) কর্ণেল কুট নামে ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে পোটোনোভো, পলিলোর ও সেলিমগড়ে হারাইয়া দেন। ইহারই অনতিবিলম্বে হাইদরের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র টিপু মহিসুরের নবাব হন। টিপু

অধিকতর সাহসে বেডনোর ও মাঙ্গালোরে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করেন।

মহারাষ্ট্র দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গডাড তাদৃশ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভোরঘাট নামক সহ্যাদ্রির গিরি-শঙ্কটে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে পলাইতে হয়। এই সময়ে মাধবজি গোয়ালিয়র পুনরধিকারে কৃতকার্য্য না হইয়া ইংরাজ-দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। সেই সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগকে সালসেট ব্যতীত সমুদয় মহারাষ্ট্র অধিকার পরি-ত্যাগ করিতে হয়। রাঘব বার্ষিক বৃত্তি লাভ করেন, এবং সিন্ধিয়া টিপুর সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি করিয়া দিতে স্বীকার পান। ইহাকে সালবায়ের সন্ধি বলে (১৭৮২)। টিপু বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এবং হৃত রাজ্য সকল পুনর্লাভ করিয়া মাঙ্গালোরে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন (১৭৮৪)। প্রথম মহারাষ্ট্র ও দ্বিতীয় মহিসুর যুদ্ধে ব্যয়ের সহিত তুলনা করিলে ইংরাজদি-গের অতি অল্প লাভ হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে অত্যাচার নিবন্ধন বিলাতে হেষ্টিংসকে পদচ্যুত করিবার উদ্যোগ হয়। পূর্ব্ব হইতে সন্ধান পাইয়া, গবর্ণর আপন কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া, ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করেন। বিলাত হইতে নূতন গবর্ণর আসা পর্য্যন্ত বাইশ মাস মেকফার্সন সাহেব গবর্ণরের কার্য্য করিয়াছিলেন।

সহস্র দোষ সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে, হেষ্টিংস বাঙ্গালার একজন উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ডিরে-ক্টরেরা বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইলে, তিনি প্রথম নায়েব দেওয়ান হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ

গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন, তিনিই ব্যয় সঙ্কুলনার্থ নিমক মহলের সৃষ্টি করেন, দেশীয় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা কলেজ স্থাপন করেন, এবং দেশীয় সামাজিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য হালহেড প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে আরবী ও সংস্কৃত শাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ করিতে প্রবর্ত্তিত করেন।

বিংশ অধ্যায়।

লর্ড করণওয়ালিস—আভ্যন্তরীণ সংস্কার, মহিস্থরের তৃতীয় যুদ্ধ।

হেষ্টিংসের গবর্ণরি সময়ে বিলাতে মহাসভায় তাঁহাকে একবার পদচ্যুত করিবার স্থির হয়, কিন্তু ডিরেক্টরেরা তাহার বিস্তর প্রতিবাদ করেন। তদবধি ডিরেক্টরদিগকে শাসন করিবার জন্য মহাসভায় উদ্যোগ হইতে থাকে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফক্স সাহেব মহাসভা স্বহস্তে ভারতবর্ষীয় রাজভার গ্রহণ করেন, এই উদ্দেশে একটী নূতন পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু তাহা সাধারণের মনোঃপুত না হইলে, রাজমন্ত্রী পিট সাহেব একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করেন। সেটী মহাসভায় মঞ্জুর হয়। সেই বিলের মর্ম্মানুসারে মন্ত্রী সমাজের ছয় জন সভ্য লইয়া একটী বোর্ড অব কণ্ট্রোল স্থাপিত হয়; ডিরেক্টরেরা পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য বিষয়ক সকল কার্য্য করিতে পারিতেন, কিন্তু রাজকীয় কার্য্যে বোর্ডের পরামর্শ লইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে ডিরেক্টরেরা যে সকল পত্র পাঠাইতেন বা তথা হইতে যে সকল কাগজ পত্র পাইতেন তাহা বোর্ডকে দেখাইতে হইত। এই আইন অনুসারে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহায্য করিতে তত্রত্য কৌন্সিলে তিন জন করিয়া সভ্য নিযুক্ত হন।

এই বিল মঞ্জুর হইবার পরে কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আইসেন। তিনি সাত বৎসর এদেশ শাসন করেন। ইহার মধ্যে কোম্পানির লব্ধ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নূতন রাজ্য সংস্থাপনের সময় পাইয়াছিলেন।

আকবর প্রথমে প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া তাহার সংগ্রহার্থে মাহিনা হিসাবে তহসিলদার নিযুক্ত করেন। তদবধি মুসলমানদিগের শাসন কালে শতকরা দশটাকা দস্তরির হিসাবে তহসিলদার নিযুক্ত হইত। প্রায়শঃ দেশ মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাই তহসিল কার্য্যে নিযুক্ত হইত। ইহারাই কালক্রমে জমিদার বা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়। হেষ্টিংস প্রথমতঃ ইজারদারি সৃষ্টি করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত প্রকাশ্য নিলামে ইজারদার বন্দোবস্ত হইত। কিন্তু ইহাতে রাজা প্রজা উভয়ের লোকসান হইত। ইজারদারেরা নিলামে সম্ভবাতিরিক্ত খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া ততোধিক সঞ্চয়ার্থ প্রজাদিগকে পেষণ করিত, অল্প দিনের জন্য ইজারা বিলি হওয়াতে তহসিলদারদিগের সহিত প্রজাদিগের স্নেহ মমতা বা ঘনিষ্ঠতা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এবং অনেকে যোগান করিতে অসমর্থ হইয়া [illegible] করিত, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের-ও রাজস্ব হানি হইত।

১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ডিরেক্টরেরা দেশীয় জমিদারদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তহসিল বন্দোবস্ত করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে কর্ণওয়ালিস সমুদয় দেশ জরিপ করিয়া এবং তাহার উপস্বত্ব স্থির করিয়া উপস্বত্বের অংশ জমিদারদিগের সরকারি খাজনা স্বরূপ নির্দ্ধারিত করেন। প্রথমতঃ এই বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্য স্থির হইয়াছিল, অবশেষে লাভ বোধ হওয়াতে, তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাকেই দশসালা বন্দোবস্ত বলে (১৭৯৩)। দশসালা বন্দোবস্তের পণ এই:—জমিদারদিগকে কখন নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক খাজনা গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে না। কিন্তু নিলামের তলব খেলাপ হইলে, তাহা-

দিগের জমিদারি বা তাহার কিয়দংশ নিলামের টাকার জন্য বিক্রয় হইবে। এবং জমিদারেরা প্রজাদিগকে পরগণার হার অনুসারে খাজনা স্থির করিয়া তাহার পাট্টা লিখিয়া দিলে, এবং খাজনার অধিক আর কোন আবওয়াব প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে না। এই অবধি জমিদারেরা ভূস্বামী বলিয়া গণ্য হইলেন। এই বন্দোবস্ত বাঙ্গালা, বিহার বারাণসী ও উত্তর সরকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রাজস্বের বন্দোবস্তের সহিত কর্ণওয়ালিস দেশীয় বিচার প্রণালীরও পরিবর্ত্তন করেন। হেষ্টিংস প্রত্যেক জেলায় এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাহারই হস্তে রাজস্ব পুলিস ও দেওয়ানী বিচারের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। একের হস্তে এতগুলি কার্য্যের ভার থাকাতে, কোন কার্য্যই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইত না। তৎপরিবর্ত্তে কর্ণওয়ালিস এক এক জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্য এক এক জন জজ, মুন্সেফ ও রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করেন। দেশীয় লোকেরা মুন্সেফ হইত, তাহারা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা করিতে পাইত, এবং বেতনের পরিবর্ত্তে টাকায় এক আনা করিয়া দস্তুরি পাইত। কালেক্টরদিগের হস্তে কেবল রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পিত হইয়াছিল। ইহাদিগের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার আপিল শুনিবার জন্য কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনায় চারিটী প্রভিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হয়। এই সকল আদালতে তিনজন করিয়া জজ এবং এক-জন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী থাকিত, তাহাদিগের নিকট হইতে আবার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতে আপিল হইত। এত দিন জমীদারদের

হস্তে পুলিশের কার্য্যভার অর্পিত ছিল, এখন হইতে এক এক জেলায় একজন দারোগা নিযুক্ত হইল। নাবালক ধনীসন্তানদের উপরেও কর্ণওয়ালিসের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণের জন্য একটী কোর্ট অব ওয়ার্ডস স্থাপন করেন। এবং তিনিই প্রথমে লিখিত আইন সকল প্রস্তুত করিয়া সাধারণ্যে গোচরার্থে তাহা মুদ্রিত করিবার আদেশ দেন। বস্তুতঃ ক্লাইব যেমন বাঙ্গালা জয় করেন, হেষ্টিংস তাহা বৃদ্ধি করেন, কর্ণওয়ালিস সেই রূপ সুখশান্তিতে সেই সকল শাসন করিবার উপযোগী বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

আকবরের ন্যায় কর্ণওয়ালিস রাজকার্য্যে বিজ্ঞ হইয়াও যুদ্ধ কার্য্যে অনুরূপ পরিপক্ক ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে মহিসুরের নবাবের সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধ ঘটে। মাঙ্গালোরে সন্ধি স্থাপিত হইবার পর টিপু দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তদনন্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া মহারাষ্ট্রদরবারের নানা ফড়নবিস নিজামের সহিত একত্র হইয়া টিপুকে আক্রমণ করেন। কয়েক মাস যুদ্ধে উভয় পক্ষের কেহ পরাস্ত না হওয়াতে সন্ধি হয়। তদনন্তর টিপু ত্রিবাঙ্কুড় আক্রমণ পূর্ব্বক কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন। ইতিপূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজার সহিত ইংরাজদিগের সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছিল। তাহাদিগের সুহৃৎ রাজাকে আক্রমণ করায়, কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মহাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া টিপুকে আক্রমণ করেন। প্রথমতঃ ইংরাজ সেনাপতি মেডাউস তাদৃশ কৃতকার্য্য না হওয়ায়, গবর্ণরজেনেরেল স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। শ্রীরঙ্গপত্তনের অনতিদূরে আরিকারা গ্রামে এক যুদ্ধ ঘটে (১৭৯১)। সে যুদ্ধে টিপু পরাস্ত হইলে কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করেন। তখন

তাঁহাকে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তিন কোটী টাকা দিতে ও অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিতে হয়, এবং ভবিষ্যৎ সদাচরণের প্রতিভূ স্বরূপ দুই পুত্রকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হয় (১৭৯২)। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা বড়মহল, দিন্দিগল ও মলবর প্রদেশ লাভ করিয়াছিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সারজন সোর সাহেব। সোর টিপুর পুত্রদিগকে শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরিয়া পাঠান। তাঁহার শাসন কালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। সোর নিতান্ত শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। অবসর বুঝিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামকে আক্রমণ পূর্ব্বক কার্ডালা গ্রামে হারাইয়া দেয়। সোর সাহেব এ যুদ্ধে কোন পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কর্ণওয়ালিস হইলে নিজাম বন্ধু বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার সুবিধা পাইতেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উজির আলি নবাব হন। সোর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আসফের ভ্রাতা সাদত আলিকে ঐপদ প্রদান করেন (১৭৯৮)। ইহার পর বৎসর সোর সাহেব স্বদেশে প্রস্থান করেন।

একবিংশ অধ্যায়।

ওয়েলেসলি—চতুর্থ মহিস্থর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ। কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দের মে মাসে লর্ড মর্ণিংটন বা মারকুইস ওয়েলেসলি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের এক জন সভ্য ছিলেন, সেই অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ঘটনা সকল শিক্ষা করিবার তাঁহার সুবিধা ছিল।

এই সময়ে ফ্রান্স দেশের নিপীড়িত প্রজাবর্গ যুগপৎ সমুত্থান করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সম্রাট সপ্তদশ লুইকে বলিদান দেয়। বিদ্রোহী সৈন্য মধ্যে কৃশকায় একটী দ্বীপবাসী বালক চাকরি করিত। বিদ্রোহ স্রোতে সেই মহাপুরুষ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসি রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া ক্রমান্বয়ে স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও জারমেনি অধিকার করিয়া লন; এবং মিসর হইতে এক দল সৈন্য ইংলণ্ড আক্রমণার্থ প্রস্তুত করেন, এবং স্বয়ং মিসরদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। উন্মত্ত ফরাসি সৈন্যের প্রতাপে ইংলণ্ডের ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। ওয়েলেসলি সেই বিপদের সময় এদেশে আগমন করেন। কর্ণওয়ালিস ইংরাজ রাজ্য বজায় করিতে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সমকক্ষভাবে ব্যবহার করিতেন, দেশে কেহ প্রবলতর হইয়া অপর কাহার সর্ব্বনাশ না করে তাহাই দেখিতেন। ওয়েলেসলি ভারতবর্ষে ইংরাজদিগকে সর্ব্বপ্রধান করিতে, ফরাসিদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে, এবং দেশীয় রাজ-

পুরুষগণকে হীনপদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন।

এই সময়ে নিজামের সরকারে দশ সহস্র সিপাহি রেমণ্ড নামক ফরাসি সেনাপতির অধীনে, গোয়ালিয়রে কুড়ি সহস্র পেরনের অধীনে, নাগপুরে দুই সহস্র এবং পুনায় দুই সহস্র চাকরি করিত। ইহারা মনে করিলে একত্র হইয়া ইংরাজদিগকে মহাবিপদে ফেলিতে পারে, এই বিবেচনায় ওয়েলেসলি এদেশে আসিয়াই নিজামের সহিত এক নূতন বন্দোবস্ত করেন। পণ হইয়াছিল যে রেমণ্ড ও তাঁহার সৈন্যগণ পদচ্যুত হইবে, তৎপদে ইংরাজ সৈন্য নিযুক্ত হইবে, তাহারা নিজামের রাজ্য রক্ষা করিবে এবং প্রয়োজন পড়িলে কোম্পানির কার্য্যে লাগিবে, তাহাদিগের খরচ হায়দারাবাদ সরকার হইতে প্রদত্ত হইবে। নিজাম নিজে কাহার সহিত ঝগড়া বিবাদ করিবেন না, গবর্ণরের পরামর্শ লইবেন এবং তাঁহাকে কেহ আক্রমণ করিলে কোম্পানি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। ইহাকেই "সবসিডরি ট্রিটি" বলে। ক্রমে ক্রমে তাঞ্জোর, হায়দারাবাদ ও অযোধ্যার নবাবের সহিত এই প্রকার সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। তাঞ্জোরের রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা অমরসিংহ, পোষ্যপুত্র সরফজিকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওয়েলেসলি আসিবামাত্র তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সরফজিকে সিংহাসন প্রদান করেন।

নিতান্ত বিপদে পড়িয়া ১৭৯২ খৃঃ অব্দে টিপু ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। সর্ব্বস্বান্ত হন দেখিয়াই তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার শত্রুতার বৃদ্ধি হয়। প্রথমে তিনি দেশীয়বিভিন্ন রাজা-

দিগকে একত্র করিয়া এবং আফগানস্থানের রাজা জেমান শাহের সাহায্য লইয়া ইংরাজদিগকে দমন করিবার কল্পনা করেন। অবশেষে হতাশ হইয়া ফরাসিদিগের সাহায্য পাইবার আশয়ে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে তিনি বোর্ব্বদ্বীপের ফরাসি গবর্ণরের নিকট দূত প্রেরণ করেন। ওয়েলেসলি সে সমাচার অবগত হন। ফরাসিদিগের নাম শুনিয়া গবর্ণরের ক্রোধাগ্নি জলিয়া উঠে এবং যুগপৎ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে দুই দল সৈন্য শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণার্থ প্রেরিত হয়। ইহাদিগের সহিত সিদাসির ও মালবলি নগরে দুইটী যুদ্ধ ঘটে। সে দুইটী যুদ্ধেই পরাজিত হইয়া টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রবেশ করেন। ইংরাজেরা নগর অবরোধ করিল, সে সময়ে টিপু সন্ধি করিবার জন্য একবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়ী শত্রুর অভিলাষ কে পূর্ণ করিতে পারে? অবশেষে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বারম্বার আঘাত পাইলে শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষা করিতে টিপুর মৃত্যু হয়। ওয়েলেসলি তাঁহার সন্তানদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া পুরাতন হিন্দু রাজবংশের এক বালককে রাজা করিয়া মহিসুরের কিয়দংশ প্রদান করেন। তাঁহার সহিতও সবসিডরি সন্ধি স্থাপিত হয়। এই যুদ্ধে কোম্পানি কানাড়া, কোইম্বাতুর, দায়পুর এবং শ্রীরঙ্গপত্তন লাভ করেন।

ক্লাইব ও হেষ্টিংস যাহা সঞ্চয় করেন, কর্ণওয়ালিস তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া যান। ওয়েলেসলি বলে ও কৌশলে পুনর্ব্বার ইংরাজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। টিপুর পতন হইলে নূতন নূতন রাজ্য সকল গবর্ণর গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। (১) কর্ণাটের মহম্মদ আলি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নবাব ছিলেন। ভোগাভিলাষ

চরিতার্থ করিতে তাঁহারা অধিক সুদে সমস্ত রাজ্য মান্দ্রাজের ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের নিকট বন্ধক দেন। সে ঋণ তাঁহাদিগের পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। উত্তমর্ণদিগের সুবিধার জন্য ওয়েলেসলি নবাবকে বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কর্ণাট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। (২) সবসিডরি সন্ধির পণানুসারে নিজাম এক দল ইংরাজ সৈন্যের বেতন দিতে স্বীকার করেন। বারম্বার মাসে মাসে বেতন গ্রহণ অপেক্ষা মহিসুরের তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধে সাহায্য করিয়া নিজাম যে কয়েকটী প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন, সৈন্যদিগের বেতন স্বরূপে চির দিনের জন্য তিনি তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। (৩) অযোধ্যার নবাবের সহিতও বেতনের পরিবর্ত্তে ঐরূপ বন্দোবস্ত হয়।

টিপু সুলতানের সর্ব্বস্বান্ত হইলে ওয়েলেসলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাদুর্ভাব খর্ব্ব করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে পেশবাদিগের প্রতাপ হীন করিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রে, যশোবন্ত রাও হোলকার ইন্দোরে ও রঘুজি ভোঁস্‌লে নাগপুরে মহারাষ্টবংশের প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধুরাও নারায়ন ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যা করিলে দ্বিতীয় বাজিরাও পেশবা হন। বাজিরাও শেষ পেশবা। হোলকার ও সিন্ধিয়া পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ওয়েলেসলি নিজামের সহিত যে রূপ সন্ধি করিয়াছিলেন, পেশবারও সহিত সেই রূপ সবসিডরি সন্ধিব প্রস্তাব করিলে সিন্ধিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু হোলকার ও সিন্ধিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিলে বাজিরাও সিন্ধিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের সুবিধা বুঝিয়া বেসিননগরে পলায়ন পূর্ব্বক ইংরাজদিগের সহিত পূর্ব্বপণে সন্ধি করেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে এবং রক্ষা

করিতে ভার লয়। বাজি ইংরাজ সৈন্য পোষণার্থ কয়েকটী প্রদেশ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেন। সিন্ধিয়ার অজ্ঞাতসারে এই সন্ধি নিষ্পন্ন হয়। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ইংরাজদিগকে দণ্ড দিবার জন্য হোলকার ও ভোঁস্‌লের সহিত একত্র হইলেন। ওয়েলেসলিও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার সুবিধা খুঁজিতে ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে লর্ড লেক্ ও দাক্ষিণাত্যে আর্থর ওয়েলেসলি দুই জন উপযুক্ত সেনাপতির উপর দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের ভার অর্পিত হয়। হোলকার নাম মাত্র সন্ধি করিয়াছিলেন, বিপদ কালে সিন্ধিয়ার কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই। আর্য্যাবর্ত্তে আলিগড়, দিল্লী ও লাসোয়ারি নগরে এবং দাক্ষিণাত্যে আসাই ও আর্গোঁয় গ্রামে যুদ্ধ ঘটে (১৮০৩)। সহস্র চেষ্টা করিয়াও সকল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া ইংরাজদিগের পদানত হন। ইতি মধ্যে ভোঁস্‌লে উড়িষ্যা প্রদেশ কোম্পানিকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়াও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া গঙ্গাযমুনাদোয়াব, দিল্লী ও আগরা ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন।

এক্ষণে সমগ্র মহারাষ্ট্র রাজ্যে এক মাত্র যশোবন্তরাও হোলকার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি হইবার কিছু দিন পরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘটে। বহু দিন হইতে বিবিধ দেশে হোলকারের প্রাপ্য চৌথ ইংরাজেরা বন্ধ করে, এবং তিনি জয়পুর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে। ইহাকে তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ সেনাপতি মন্‌সনের বিরুদ্ধে যশোবন্ত জয় লাভ করিয়াছিলেন, অতঃপর লর্ড লেকের হস্তে দীগ ও ফরাক্কাবাদে তাঁহার পরাজয় হয়, এবং ইংরাজেরা

তাঁহার দীগ দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। তখন যশোবন্ত ভরত-পুরের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লন। এখানে লেক্ সাহেব বারম্বার আক্রমণ করিয়াও ভরতপুর অধিকার করিতে পারেন নাই। (১৮০৫)। অনন্তর ভরতপুরের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে, হোলকার পঞ্জাবে শিখদিগের দরবারে পলায়ন করেন। বার্লো সাহেবের গবর্ণরি সময়ে হোলকারের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের শেষ ভাগে সিন্ধিয়া পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইয়া, হোলকারের সহিত যোগ দেন। কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয় বার গবর্ণরি করিতে আসিয়া সিন্ধিয়ার সহিত অপেক্ষাকৃত সৌজন্য ভাবে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে ওয়েলেসলি পদচ্যুত এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয় বার গবর্ণরজেনেরল রূপে নিযুক্ত হন। ওয়েলেসলি একজন বিচক্ষণ কার্য্যকুশল ও দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষ শাসনকর্ত্তা। ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় ওয়েলেসলির দুরাকাঙ্ক্ষা বদ্ধ ছিল না। জেমান শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ নিবারণার্থে পারস্যের বাদশাহকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে তিনি ইস্পাহানে এক দূত প্রেরণ করেন, এবং নেপোলিয়নকে মিসর হইতে দূরীভূত করিতে তথায় এক দল দেশীয় সৈন্য পাঠাইয়া ছিলেন। নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে ওয়েলেসলি কর্ত্তৃপক্ষদিগের আজ্ঞা অবহেলা করিতে বা সরকারের সর্ব্বস্ব অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্রমে কোম্পানি দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে আবহমান প্রচলিত উচ্চ রাজকার্য্যে দেশীয়দিগের নিয়োগ বন্ধ হয়। বিলাত হইতে সাহেব আসিয়া ভারতবর্ষে কোম্পানির সরকারে চাকরি করিত।

ইহারা দেশীয় ভাষা বা আচার ব্যবহারের কিছুই জানিত না। তাহাদিগের শিক্ষার জন্য ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। তিনি গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা ভাসাইবার প্রথা উঠাইয়া দেন, এবং রবিবারে আফিস বন্ধ করিবার নিয়ম প্রচলিত করেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার প্রতি ওয়েলেসলি অনেক বার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এত দিন সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল সদর আদালতের বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। সেখানে অর্থী প্রত্যর্থী কেহই উপস্থিত থাকিতে পাইত না। এই কুনিয়ম উঠাইয়া দিয়া ওয়েলেসলি সদর আদালতে তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত করেন ও তিনিই সদর আমিনি পদের স্থষ্টি করেন (১৮০৩)।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (দ্বিতীয়বার), বার্লো ও লর্ড মিণ্টো। শিখ ও পিণ্ডারিদিগের প্রাদুর্ভাব।

ওয়েলেসলি দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধ আয়োজনে কোম্পানির ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। এই জন্য কর্ণওয়ালিস দেশীয় রাজগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন মানসে বৃদ্ধ বয়সে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরিত হন।

ভারতবর্ষে আসিয়াই কর্ণওয়ালিস কিছু লোকসান সহ্য করিয়া, সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দ্বিতীয় সন্ধি চূড়ান্ত না হইতেই (১৮০৬) গাজিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু হইলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর বার্লো সাহেব আপাততঃ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন তাঁহার আমলে হোলকারের সহিত সন্ধি নিষ্পন্ন হয়; এবং মান্দ্রাজের গবর্ণর বেণ্টিঙ্ক সাহেবের অসাবধানতা দোষে দেশীয় সৈন্যদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ হইলে, বেলোড়ের সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়। কিন্তু সহজেই সে বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছিল। এই সময়ে অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল যে পদচ্যুত টিপু সুলতানের বংশকে পুনর্ব্বার মহিসুরের সিংহাসনে বসাইবার জন্য এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য বেলোড় হইতে স্থানান্তর করিয়া সেই রাজ পরিবারটীকে কলিকাতার দক্ষিণ টালীগঞ্জে রাখা হয়। এই সময়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের

সভাপতি লর্ডমিণ্টো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। লর্ডমিণ্টো ওয়েলেসলির ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন না, বা সোর সাহেবের ন্যায় কোম্পানির ক্ষতি করিয়া শান্তি বজায় করিতেন না। কোম্পানির স্বার্থের সহিত দেশীয় শান্তি যতদূর রক্ষা হইতে পারে তিনি তাহারই চেষ্টা করিতেন।

ওয়েলেসলির প্রতাপে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্য সকল অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মিণ্টো আসিয়া দেখিলেন, টিপুব সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; পেসবা, সিন্ধিয়া, হোলকার, নবাব উজিব ও নিজামের সহিত এক প্রকার সন্ধি নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহারা সকলেই ইংরাজ কোম্পানির প্রাধান্য স্বীকার কবিয়াছে। সুতরাং পুরাতন শত্রু হইতে তাঁহার কোন ভয়েব কারণ ছিল না।

কিন্তু এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডে ও হরিয়াণায় দস্যুদিগের এবং পঞ্জাবে শিখদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং পিণ্ডারি নামে একদল দস্যু সহসা উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া উঠে। মিণ্টো ক্রমাগত চারি বৎসর চেষ্টা করিয়া বুন্দেলখণ্ড ও হরিয়াণায় শান্তি স্থাপন করেন।

পঞ্জাবে আরঙ্গেব ও বাহাদুর শাহের তাড়নার পরে শিখেরা হীনবল হইয়া নির্ব্বিবাদে এক প্রকার সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর অধীনে দিনপাত করিতে ছিল। তাহাদের সমুদয় দেশ কয়েকটী মিশিল বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এক এক খণ্ডে এক এক জন সর্দ্দার ছিল. কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে সর্দ্দারেরা মধ্যস্থ হইয়া তাহা মিটাইত। রণজিতের পিতা মহা সিংহ আলু মিশিলের সর্দ্দার ছিলেন। বাল্যকালে বসন্ত রোগে

একটী চক্ষু নষ্ট হয় বলিয়া লোকে তাঁহাকে "কাণা রণজিৎ" বলিত। রণজিৎ কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন না। 'স' 'হ' কেবল এই দুটী অক্ষর লিখিতে শিখিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার নাম সহি হইত। কিন্তু তিনি বাল্যাবধি নিতান্ত পরিশ্রমী ও সাহসী ছিলেন। আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র জেমান শাহ ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে রণজিৎ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া লাহোরের আধিপত্য লাভ করেন। তদনন্তর ক্রমে এক একটী মিশিল অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। লর্ড মিণ্টোর আগমন সময়ে রণজিৎ শতদ্রু নদ পর্য্যন্ত আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনন্তর রণজিৎ সেরহিন্দ রাজ্য অধিকার করিলে কয়েক জন শিখ সর্দ্দার ইংরাজদিগের শরণ লয়। ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিতে রণজিতের অভিপ্রায় ছিল না। এজন্য মেটকাফ সাহেব গবর্ণরের দূত স্বরূপ হইয়া লাহোরে উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে একটী সন্ধি স্থাপিত হয়। রণজিৎ ইংরাজদিগের অধিকৃত বা আশ্রিত দেশ সকল আক্রমণ না করিতে স্বীকার করেন। এবং ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যের গোলমালে হস্তক্ষেপ না করিতে স্বীকৃত হয় (১৮০৮)।

তৎপরে মিণ্টো পিণ্ডারিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইংরাজদিগের পরামর্শে দেশীয় রাজগণ অনেক পাঠান সৈন্য পদচ্যুত করিয়া দেয়। ইহারা ক্রমে ক্রমে মধ্য দেশের উত্তরভাগে দলবদ্ধ হয়, এবং দেশ দেশান্তর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। যে উপায়ে সময়ান্তরে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, পিণ্ডারি পাঠানেরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশ লুণ্ঠনে প্রতিরুদ্ধ হইলে বর্গীরা পলাইয়া সহ্যাদ্রির

গর্ত্তে জন্মভূমিতে লুকাইতে পারিত। পিণ্ডারিদিগের সেই রূপ কোন আশ্রয় স্থান বা অধিকার ছিল না। তাহারা বর্ষা শেষ হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া নর্ম্মদা তটে দলবদ্ধ হইত এবং তথা হইতে বিজয়া দশমী দিনে ভিন্ন ভিন্ন দলে রাজ্য সকল লুণ্ঠন করিতে বাহির হইত। মিণ্টোর শাসন সময়ে আমির খাঁ নামে এক জন পাঠান ইহাদের সর্দ্দার হইয়া উঠে।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী মোরাদাবাদ নগরে আমির খাঁর জন্ম হয়। আমিরের পিতামহ আফগানস্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া রোহিলখণ্ডে বাস করে। বাল্যাবধি আমির সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কখন গোয়ালিয়রে, কখন ইন্দোরে, কখন ভূপালে আমির চাকরি করিত। ক্রমে তাহার এক দল সঙ্গী জুটে। উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ সম্বন্ধে যোধপুর ও জয়পুরে যুদ্ধ বাঁধিলে আমির খাঁ যোধপুরের সাহায্য করিয়াছিল। সৌভাগ্যের সহিত দল বৃদ্ধি হয়। ক্রমে আমির খাঁ দশ বৎসর মধ্যে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা উপস্বত্বের জমিদারী সংগ্রহ করে। আমির খাঁ ভিন্ন এই সময়ে চেতু ও করিম খাঁ নামে আরো দুই জন সর্দ্দার পিণ্ডারিদিগের মধ্যে প্রভুত্ব করিত। লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধ সময়ে আমির খাঁ যশোবন্ত হোলকারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তদবধি আমির হোলকারের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। শেষাবস্থায় যশোবন্ত উন্মাদ হইলে আমির তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য নাগপুর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে মিণ্টো প্রথমতঃ বিনা প্রার্থনায় নাগপুরের সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮১০ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের য়ুরোপীয় সৈন্যেরা গবর্ণর বার্লো সাহেবের অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়াছিল। সেই

বিপদে দেশীয় সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া বিদ্রোহ নিবারণ করে।

ফরাসিদিগের স্থলপথে ভারতবর্ষে আক্রমণ নিবারণার্থে লর্ড মিণ্টো রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপনের সময় কাবুল ও পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা কেহই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে নাই। কাবুলের রাজা শাহসুজা দূত প্রেরণের কয়েক মাস পরে ভ্রাতৃ হস্তে পরাজিত হইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত হন, এবং পারস্যের দূত আপন আত্মম্ভরিতায় অবমানিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হন। বিলাত হইতে আর একজন দূত আসিয়া টেহারাণে অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্য করিতে পারিয়াছিল।

মিসর হইতে প্রত্যাগত হইয়া নেপোলিয়ন হলাণ্ড অধিকার করিয়া লইলে, ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ভারত সাগরীয় যাবাদ্বীপও তাঁহার হস্তগত হয়। ১৮১১ খৃঃ অব্দে লর্ড মিণ্টো যাবা অধিকারার্থ স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর বটেবিয়া ইংরাজদিগের হস্তগত হয়।

যাবা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গবর্ণর জেনেরেল শুনিতে পাইলেন যে তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মে লর্ড ময়রা বা মার্কুইস হেষ্টিংস নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সময়ে (১৮১২) পিণ্ডারিরা মধ্য দেশ হইতে বহির্গত হইয়া মির্জাপুর ও গয়া পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে, এবং অবশেষে শোন নদের তট দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। পিণ্ডারিদিগকে দমন করিবার আয়োজনের অগ্রেই তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইল।

১৮১২ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ব প্রদত্ত কোম্পানির সনন্দের সময় পূর্ণ হয়। তখন আর কুড়ি বৎসরের জন্য এক নূতন সনন্দ প্রদত্ত

হইল এই অবধি ভারতবর্ষে কোম্পানির এক চেটিয়া বাণিজ্য রহিত হয়, খৃষ্টান মিসনরিরা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি প্রাপ্ত হয়, কলিকাতায় একজন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক এক জন আর্কডিকন নিযুক্ত হন এবং দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কোম্পানির রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আদেশ হয়। বণিক ভাবে প্রবেশ করিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কালক্রমে বণিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া এই অবধি কেবল রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

লর্ড ময়রা বা মার্কুইস হেষ্টিংস—নেপাল ও পিণ্ডারিদিগের পতন।

১৮১৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ময়রা কলিকাতায় পৌঁছেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী ডিরেক্টরদিগকে লাভ দেখাইতে গিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কয়েকটী যুদ্ধ তাঁহার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। এদেশে আসিয়াই নূতন গবর্ণর জেনেরলকে নেপালের রাজার সহিত এবং তৎপরে যুগপৎ পেশবা, পিণ্ডারি ও নাগপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়।

নেপালের অধিবাসিদিগকে গোরক্ষ কহে। ইহারা ভোট জাতীয় বৌদ্ধ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে পর্ব্বততলস্থ হিন্দুগণও এখানে উঠিয়া আসিয়া বাস করিত। এই সকল উপনিবেশিকদিগের মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয় ছিল। কালক্রমে সেই রাজপুতেরাই দেশ মধ্যে প্রধান হইয়া উঠে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্য ভাগে কাট মণ্ডু, ললিত পাটন এবং ভোট গ্রামে তিনটী বিশিষ্ট রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সকল রাজগণ নিরন্তর আত্মবিচ্ছেদে ব্যাপৃত থাকিত। অবশেষে সুবিধা পাইয়া গোরক্ষদিগের রাজা পৃথুনারায়ণ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া সমুদায় নেপাল অধিকার করিয়া লন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে পৃথুনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রতাপ সিংহ এবং পৌত্র রাণা বাহাদুর ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রাণা বাহাদুরের নাবালক অবস্থায় তাঁহার মাতা রাজেন্দ্র লক্ষ্মী এবং পিতৃব্য বাহাদুর সাহু লাসা অধিকার করিয়া লন। এই অপরাধে চীন দেশের সম্রাট তাঁহাদিগকে

আক্রমণ করেন, এবং তাঁহাদিগকে কর দিতে স্বীকার করাইয়া লন। রাণা বাহাদুর বয়স প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং রাজা হইলে তাঁহার দুরাচারে বিরক্ত হইয়া অমাত্যগণ তাঁহাকে হত্যা করে। অবশেষে ভীম সাহু নামে এক জন অমাত্য রাণা বাহাদুরের জারজ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকেন। ভীম সাহুর আমলে পশ্চিমে শতদ্রু পর্য্যন্ত গোরক্ষেরা অধিকার করে। এই সময়ে দক্ষিণে ইংরাজাধিকারে বেতিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ বাঁধে। প্রথমতঃ গবর্ণর জেনেরল মধ্যস্থ মানিয়া সীমানার গোলমাল মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপাল দরবার তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বলপূর্ব্বক ইংরাজাধিকৃত আরো কয়েকটী দেশ অধিকার করিলে ইংরাজ পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা হইল।

ইংরাজেরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেবল সমতল ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত হীনবল ও গৃহবিচ্ছিন্ন জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এক্ষণে অজ্ঞাত পার্ব্বতীয় প্রদেশে অজ্ঞাতশৌর্য্য নূতন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে নূতন প্রকার বন্দোবস্ত হইল। সমুদয় সৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া গবর্ণর জেনেরল প্রত্যেক ভাগে এক এক জন বহুদর্শী সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া অক্টর্লনি* পশ্চিম প্রান্তে নেপাল সেনাপতি অমর সিংহকে আক্রমণার্থ, তিন সহস্র পাঁচ শত সৈন্য লইয়া জিলেস্পি গড়োয়ালের নিকট দেবাদুন অধিকারার্থ, চারি সহস্র পাঁচ শত সৈন্য লইয়া উড গোরক্ষপুর হইতে বিবাদী প্রদেশ দিয়া নেপালে প্রবেশার্থ এবং আট

* ইহাঁর স্মরণসূচক স্তম্ভ কলিকাতায় মনুমেণ্ট নামে বিখ্যাত।

সহস্র সৈন্য লইয়া মার্লি মাথনপুর হইতে যাত্রা করিয়া কাট-মণ্ডু অধিকারার্থ প্রেরিত হইলেন। প্রথমে জিলেস্পি সাহেব রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া দেরাছুন অধিকার করিয়া লইলেন। গোরক্ষেরা তথা হইতে হটিয়া গিয়া নালাপানি দুর্গে প্রবেশ করিল। এই থানে ঘৃণিতপূর্ব্ব গোরক্ষদিগের কত বল, ইংরাজেরা তাহার পরিচয় পান। দুর্গ মধ্যে সেনাপতি বল-ভদ্রসিংহের অধীনে ছয় শত সৈন্য ছিল। ইংরাজেরা ক্রমাগত চারিবার দুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হয়, এবং তৃতীয় বার আক্রমণ সময়ে সেনাপতি জিলেস্পি হত হন। অনন্তর আক্রমণ পূর্ব্বক দুর্গ অধিকার অসম্ভব বুঝিয়া ইংরাজ সৈন্যরা দূর হইতে দুর্গ মধ্যে গোলা নিক্ষেপ করিতে থাকে। দুর্গে আশ্রয়োপযোগী কোন গৃহ ছিল না। অবশেষে বলভদ্র গত্যন্তর না দেখিয়া গোপনে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বতীয় জঙ্গলে প্রবেশ করেন; তখন হতাবশিষ্ট সপ্ততি গোরক্ষ দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে নালাপানি দুর্গে দুই বার পরাস্ত হইলে জিলেস্পির এক দল সৈন্য মার্টিনডেল সাহেবের অধীনে জৈতক দুর্গ অধি-কারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানেও তাহারা পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

জেনেরল উড গোরক্ষপুর হইতে যাত্রা করিয়া জিতপুরের দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সমতল ক্ষেত্রে তাঁহাকেও আশ্রয় লইতে হয়। লর্ড ময়রা মার্লির কাটমণ্ডুগামী সৈন্যের উপর অনেক ভরসা করিয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তরাই জঙ্গল অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়,

এবং গোরক্ষেরা পুনরায় তরাই অধিকার করে। এ তিন দল সৈন্য অপেক্ষা অন্যান্য ক্ষুদ্র দলে অধিক কার্য্য করিতে পারিয়াছিল। জয়পুরের সেনাপতি গার্ডিনার সাহেব রোহিল্লা সৈন্য লইয়া অপেক্ষাকৃত সহজে কমায়ুন, গড়োয়াল ও আলমোড়া অধিকার করিয়াছিলেন (১৮১৫)।

পক্ষান্তরে শতদ্রু তটে অক্টর্লোনি ব্রিটিশ সাহসের পরিচয় দিতেছিলেন। সে দিকে স্বয়ং অমর সিংহ গোরক্ষদিগের সেনাপতি ছিলেন। তথাপি অক্টলোনি নলগড় অধিকার করিয়া লন এবং মালায়ুন দুর্গে অমর সিংহকে অবরোধ করেন। ১৫ই এপ্রেল ভক্তি সিংহকে সৈন্যাপত্য প্রদান করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অমর সিংহ অক্টর্লোনিকে আক্রমণ করেন। ইংবাজেরা চতুর্দ্দিক হইতে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে তথাপি গোরক্ষেরা কামানের নিকটে আসিয়া সিপাহিদিগকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া দুর্গে প্রস্থান কবিতে বাধ্য হয়। ক্রমে গোরক্ষদিগের আতঙ্ক বৃদ্ধি হইতে ছিল। এই পরাজয়ের পরে অমর মালায়ুন পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। তাহাতে পণ হয় ইংরাজেরা যমুনার পশ্চিম সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইবে এবং অমরসিংহ সপবিবারে নেপালে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ইহার কিছু দিন পরে ভীম সাহ পূর্ব্ব রাজার দীক্ষাগুরু গজরাজ মিশ্র দ্বারা ইংরাজ দূত ব্রাড্‌শ সাহেবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু ক্রমে জয়ের সহিত গবর্ণর জেনেরেলের আশা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি চাহিয়া পাঠাইলেন যে (১) কালী নদীর পশ্চিম পার্ব্বতীয় সকল রাজার উপর নেপালপতির

আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, (২) সিকিম রাজ্য তত্রত্য রাজাকে প্রদান করিতে হইবে (৩) তরাই জঙ্গল ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং (৪) কাটমণ্ডুতে এক জন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিতে পাইবে। ভীম সাহু তিনটী প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজস্বসর্ব্বস্ব তরায়ের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ছাড়িতে চাহিলেন না। তথনও গোরক্ষবীর্য্য এত হ্রাস হয় নাই যে, ততদূর লোকসান সহ্য করিয়া সন্ধি করিবে। পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু ইংরাজেরা হরিহরপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া লইলে পূর্ব্ব পণেই ভীম সাহু সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন (১৮১৬) এই যুদ্ধে কমায়ুন দেরাহুন ও তরাই প্রদেশ ইংরাজেরা লাভ করেন।

ইতি মধ্যে অন্যত্র গোলযোগ বাঁধিয়া ছিল। দুর্ব্বল বাজি-রাও স্বদেশীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্তদিগের কোথাও সুখ নাই। সেই ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিয়া উঠে, এবং অবশেষে রাজ্য ছাড়িয়া দেশান্তরিত হইতে হয়। ত্রিম্বকজি ডাঙ্গলিয়া নামে তাঁহার একটি চাটুকার জুটিয়াছিল গাইকবাড়ের সহিত পেশবার বিবাদ উপস্থিত হইলে গাইকবাড়ের মন্ত্রী পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুনা নগরে গোলযোগ ভঞ্জনার্থ আগমন করেন। ত্রিম্বকজি গঙ্গাধরকে আপন আশ্রয়ে পাইয়া গোপনে প্রাণবধ করেন। গঙ্গাধর ইংরাজদিগেব আশ্বাসে শত্রু পুরীতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজেরা ত্রিম্বকজিকে ধৃত করিয়া হত্যা অপরাধে কারাবদ্ধ করিল। যেখান হইতে বাজিরাওর সাহায্যে ত্রিম্বকজি পলায়ন করে।

এ দিকে (১৮১৫) দুর্গোৎসব সময়ে অসংখ্য পিণ্ডারি চেজু

খাঁর আবাস স্থল নিমরে একত্র হইয়া তথা হইতে করমণ্ডল উপকূলে যাইয়া উত্তরসরকার লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে (১৮১৬)। পিণ্ডারিগণ গোপনে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণের নিকট সাহায্য পাইত। প্রথমতঃ গবর্ণর জেনেরল তাঁহাদিগের সাহায্য বন্ধ করিবার জন্য মহারাষ্ট্র রাজ্যের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই উপলক্ষে বিরক্ত হইয়া নাগপুরের আপা সাহেব পেশবার সহিত চক্রান্ত করিলেন। রঘুজি ভোঁস্‌লের মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা সাহায্য করিয়া আপা সাহেবকে নাগপুরের সিংহাসন প্রদান করে। সেই আপা সাহেব অকিঞ্চিৎকর কারণে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিলেন।

১৮১৭ খৃঃ অব্দের ৫ই নবেম্বর পেশবা এবং ২৬ নবেম্বর আপা সাহেবের সৈন্যগণ রেসিডেণ্টদিগের কুঠী আক্রমণ করে। কির্কি গ্রামে পেশবা ও ইংরাজ সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া বাজিরাও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ইহার পর স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং করিগম নগরে আর একবার পরাজিত হইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন। লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কাণপুরের নিকট বিঠুর গ্রামে নজরবন্দীতে রাখিয়া দেন। শিবজির বংশীয় একটী বালককে সেতারার রাজা করিয়া ইংরাজেরা বাজিরাওকে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে কোম্পানির সগর, আহম্মদাবাদ, পুনা, কঙ্কন ও মহারাষ্ট্রের সমস্ত দক্ষিণ ভাগ লাভ করেন। এত দিনে পুনার পেশবা বংশের উচ্ছেদ হইল (১৮১৮)।

তাঁহার বন্ধু আপা সাহেবেরও ঠিক এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। একেবারে নাগপুরের কুড়ি সহস্র সৈন্য পঞ্চদশ শত ইংরাজ

সৈন্যকে সিতাবলদী গ্রামে আক্রমণ করে, কিন্তু অবশেষে তাহারাই পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরাজেরা সমুদয় দেশীয় সৈন্য ছাড়াইবার পণে সন্ধি করিয়া আপা সাহেবকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় পলায়িত বাজিরাওর সহিত তাঁহার এক নূতন ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন হেষ্টিংস তাঁহাকে বারাণসীতে প্রেরণ করিয়া রঘুজির পৌত্রকে সিংহাসন প্রদান করিলেন (১৮১৮)।

পেশবা ও আপা সাহেবের বিদ্রোহ সময়ে হোলকারের সৈন্যগণও বিদ্রোহী হয়। উন্মত্ত অবস্থায় যশোবন্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা তুলসি বাই নাবালক পুত্র মলহরকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। তিনি গোপনে ইংরাজদিগের সহিত সবসিডরি সন্ধির প্রস্তাব করেন। সেই অপরাধে তাঁহার সৈন্যগণ শীপ্রানদীর তটে লইয়া গিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করে এবং তথা হইতে মেহিদপুরে যাইয়া সিপাহিদিগকে আক্রমণ করে (১৮১৭)। মেহিদপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয়। এক একটী পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া জ্বলন্ত অনলে প্রাণ হারাইল। এই যুদ্ধে কোম্পানি খান্দেশ লাভ করেন।

অবশিষ্ট পিণ্ডারিগণ। লর্ড হেষ্টিংস তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথমে সিন্ধিয়ার ও আমির খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধির পণে আমির খাঁর অধিকৃত রাজ্য সকলে ইংরাজেরা আধিপত্য স্বীকার করিল। তদনন্তর জালের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজ ও সবসিডরি সৈন্য মধ্যদেশ ঘেরিয়া ফেলিল। এক দল শোণ নদের তটে, এক দল ছোট নাগপুরে, এক দল হায়দরাবাদের পার্শ্বে, এক দল নর্ম্মদা তটে

এবং এক দল সৈন্য রাজপুতানায় স্থাপিত ছিল। পিণ্ডারিরা কোন দিন সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না, শত্রুর সম্মুখে পলায়নই তাহাদের গৌরবের বিষয় ছিল। এক্ষণে জাল বদ্ধ হইয়া পলাইবার উপায় রহিল না। বারম্বার পরাজিত হইয়া চেতু সিংহ বন মধ্যে পলায়ন করিলে সেখানে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করে, এবং করিম খাঁ বিষপানে প্রাণত্যাগ করে। অবশেষে পিণ্ডারিগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিষ্ট প্রজার ন্যায় কৃষি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপে একে একে সমুদয় বিপদ নিরাকৃত হইলে মধ্য ভারতবর্ষ হেষ্টিংসের সাহায্যে অরাজকতার হস্ত হইতে মুক্ত হইল (১৮১৭-১৮)।

লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে তহসিলদারদিগের অত্যাচারে বেরিলি, হাটরস ও উড়িষ্যায় বিদ্রোহ ঘটে। বেরেলি নগরে একজন মুফতি, হাটরাসে জমিদার দয়ারাম এবং উড়িষ্যার জগবন্ধু বিদ্যাধর বিদ্রোহিদিগের সর্দ্দার হয়। অতি সহজে প্রথম দুইটী এবং কিছু কাল বিলম্বে উড়িষ্যার বিদ্রোহ নিবারিত হয়; দয়ারাম অবশেষে বৃত্তি লাভ করে এবং জগবন্ধু পার্ব্বতীয় খন্দদিগের আশ্রয় লয়। উৎকোচ দিতে স্বীকার করিলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অসভ্যদিগের নিকট বিদ্রোহীকে প্রাপ্ত হয় নাই। অবশেষে হৃত জায়গীর পুনঃ প্রদত্ত হইলে জগবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।*

পেশবা রাজ্যচ্যুত হইলে এবং মধ্য ভারতবর্ষের দস্যুগণের দমন হইলে রাজপুতনার রাজগণ অধিকতর নিরাপদ হইলেন। এই সুযোগে হেষ্টিংস রাজবারার বিভিন্ন রাজার সহিত সব-

* রোটিঙ্গী গ্রামে জগবন্ধুর জন্ম হয়। ইনি খুরদার রাজ সরকারে চাকরি করিতেন।

সিডিরি বন্দোবস্ত করেন। এই সময়েই কচ্ছ এবং সিংহল জয় হয়।

হেষ্টিংস অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। এত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনার্থ নানা প্রকার বন্দোবস্ত করিবার সময় পাইয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস মাজি-ষ্ট্রেটদিগকে এবং ওয়েলেসলি জজদিগকে প্রদেশ মধ্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা করিয়া যান, দেশীয়গণ অতি সামান্য কার্য্যের কেবল ভার পাইত। ইহাতে কোম্পানির খরচ অধিক হইত, অথচ শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইত না। হেষ্টিংসের আমলে দেশীয়গণ অধিকতর কার্য্যের ভার পায়, এবং মুন্সেফ ও সদর আমিনেরা ১৫০ ও ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত দাবির বিচার করিবার ক্ষমতা পায়। মান্দ্রাজে প্রত্যেক গ্রামে ও প্রত্যেক প্রদেশে পঞ্চায়তের সৃষ্টি হয়; কির্কি যুদ্ধের পর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সীমা বৃদ্ধি হইলে সেখানে একটী সুপ্রিমকোর্ট, সদর দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদলত স্থাপিত হয়; এবং এই অবধি ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র কালেক্টরেরা পুনরায় মাজিষ্ট্রেটের অর্থাৎ ফৌজ-দারী মোকদ্দমা বিচারের ভার প্রাপ্ত হয়। কেবল ফৌজদারী আপিল এবং দায়রার বিচাব জজ সাহেবদের হস্তে থাকে।

এতদ্ভিন্ন লর্ড হেষ্টিংস প্রথমতঃ দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সকল স্থাপন করেন। তাঁহার আমলে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংস্কৃত কলেজের সূত্রপাত হয়। তাঁহার আমলে শ্রীরামপুরের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশ করে এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ পত্রের অধিকতর স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রথম ইংরাজি সংবাদ পত্রের

নাম হিকিস্ গেজেট (১৭৭০) এবং সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের নাম সমাচার দর্পণ ও দিক্ দর্শন। লর্ড হেষ্টিংস কোম্পানির বাৎসরিক ছয় কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহার আমলে এত যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যয় করিয়াও প্রতি বৎসর টাকা উদ্বৃত্ত হইত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

লর্ড আমহার্ষ্ট—ব্রহ্মযুদ্ধ ও ভরতপুরের দুর্গ অধিকার।

পলাসি যুদ্ধের চারি বৎসর পরে আলমপুরা নামে এক ব্যক্তি ব্রহ্মদেশে এক নূতন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে লুণ্ঠন ও আক্রমণ সুযোগে আলমপুরার রাজ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। শ্যাম রাজ্যের অধীন তেনাসরিম ও আরাকান এবং ১৮২২ খৃঃ অব্দে আসাম ও কাছাড় প্রদেশ নূতন রাজ্যে সংযোজিত হয়। ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া আভার রাজা দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহা বন্দুলা নামে তাহার এক সাহসী সেনাপতি ছিল। অতঃপর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ব্রহ্মরাজের বাসনা হইল।

লর্ড হেষ্টিংস পদত্যাগ করিলে লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হন (১৮২৩)। তাঁহার আগমন কাল পর্য্যন্ত আডাম সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করেন। আডাম মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার আমলে "কলিকাতা জর্ণাল" নামে একখানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের দোষোল্লেখ হইত বলিয়া তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করেন এবং জর্ণালের সম্পাদককে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিকের দল। রাজ্য বৃদ্ধি অপেক্ষা তাঁহারা নগদ আয় অধিক বুঝিতেন। এ নিমিত্ত তাঁহারা বারম্বার বারণ করিলেও হেষ্টিংস, ওয়েলেসলি ও লর্ড ময়রা

রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ডিরেক্টরদিগের নিকট অপদস্থ হন। আমহার্ষ্টকে তাঁহারা বিশেষ করিয়া এসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে এদেশে আসিবামাত্র ব্রহ্মদেশবাসিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

· রাজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারে অনেক প্রজা ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাঁহারা কর্ণপাত না করিলে ব্রহ্মনাথ পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাঁহার পৈতৃক রাজ্য বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু তাহাও অগ্রাহ্য হয়। অবশেষে তিনি সাহাপুরি দ্বীপ ব্রহ্মদেশের অধীন বলিয়া অধিকার করিয়া লন। তখন অগত্যা তাঁহার সহিত আমহার্ষ্টকে যুদ্ধ করিতে হইল।

প্রথমতঃ বন্দুলা (১৮২৪) বাঙ্গালা হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে চট্টগ্রামে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এক দল ইংরাজ সৈন্য তাহাদিগের রেঙ্গুনে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাজার আদেশ ক্রমে দেশবাসীরা সর্ব্বস্ব সঙ্গে লইয়া বন মধ্যে পলায়ন করিল। আহার্য্য অভাবে এবং পীড়ার আধিক্যে এ বৎসর ইংরাজেরা কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু পর বৎসরের আরম্ভেই আসাম অধিকৃত এবং স্থলপথে আরাকান ও মণিপুর দিয়া দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। তখন বন্দুলা রণসজ্জা করিয়া বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদিগের একটী মাত্রও আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না। ধনাভূ নগরে বন্দুলা যুদ্ধে (১৮২৫) হত হন, এবং ইংরাজেরা প্রোম অধিকার করিয়া লয়। পর বৎসর পাঘান গ্রামে পুনরায় পরাজিত হইলে আসাম, বৈন্তিয়া

তেনাসরিম ও আরাকান ছাড়িয়া দিয়া এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ এক কোটী টাকা দিয়া ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। আমহার্ষ্ট যেরূপ অপদার্থ শাসন কর্ত্তা এবং যুদ্ধের আয়োজন যেরূপ অনভিজ্ঞতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল, ব্রহ্মবাসীরা কিছু মাত্র সাহসী হইলে ইংরাজদিগকে বিষম বিপদে ফেলিতে পারিত।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময় ভরতপুরে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা রাজার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পুত্র বলদেব সিংহকে প্রদান করে। কিন্তু মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জ্জন শাল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। রেসিডেণ্ট অক্টর্লোনি সাহেব দুর্জ্জন শালের বিরুদ্ধে ভরতপুরের সমুদায় প্রধান লোককে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আমহার্ষ্টের ভয় হইল। একে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল, তাহাতে আবার নূতন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল না। অক্টর্লোনি গবর্ণর জেনেরলের বিরাগ ভাজন হইয়া পদচ্যুত হইলেন। অমনি দলে দলে দুর্বৃত্ত লোক দুর্জ্জন শালের সহিত যোগ দিতে লাগিল; সেই সময়ে মেটকাফ সাহেব অনুরোধ করিয়া আমহার্ষ্টকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি কম্বরমিয়র ভরতপুর অবরোধ করেন। দুর্জ্জন শাল দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিলে কম্বরমিয়র উহা অধিকার করিয়া লন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড লেক্ বারম্বার আক্রমণ করিয়া এই দুর্গে পরাস্ত হন। সেই আক্রোশে কম্বরমিয়র দুর্গটী ভূমিসাৎ করেন (১৮২৫)।

যে রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে, আমহার্ষ্ট রাজকার্য্যেও সেই রূপ পটু ছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস এতগুলি যুদ্ধ করিয়াও ধনাগারে

উদ্বৃত্ত যে সকল টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, আমহার্ষ্ট সে গুলির অপচয় করিয়া, আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া এবং দশ কোটী টাকা দেনা বাড়াইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাহা হউক তাঁহার একটী গুণ ছিল যে তিনি মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি দেশে চলিয়া যাইলে (১৮২৮) কৌন্সিলের বেলি সাহেব কিছু দিন তাঁহার কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক—আভ্যন্তরীণ উন্নতি।

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন। তিনি পূর্ব্বে একবার মান্দ্রাজের গবর্ণরি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বেলোড়ে বিদ্রোহ ঘটে। ডিরেক্টরেরা তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করে। তিনি সমরনীতিতে তাদৃশ পরিপক্ক ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সময়ে বিশেষ কোন যুদ্ধ ঘটনাও হয় নাই। রণজিৎ পেশোর ও কাশ্মীর জয়ে ব্যস্ত ছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা মস্তক উত্তোলন করে নাই এবং ব্রহ্মদেশের রাজা তখনই ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের ফল ভুলেন নাই। বেণ্টিঙ্ক সমাজের উন্নতির বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁহার শাসন কাল আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য বিখ্যাত।

তথাপি তাঁহার সাত বৎসর শাসন কাল মধ্যে যে একটাও যুদ্ধ ঘটনা হয় নাই এরূপ নহে। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ছোটনাগপুরের কোলেরা বিদ্রোহী হয় এবং বারাশত জেলায় তিতুমির নামক একজন মুসলমান হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে (১৮৩১)। কিন্তু ইহারা সহজেই পরাস্ত হইয়াছিল। এবং কাছাড়ে গোল যোগ বাঁধিলে ও কুর্গ দেশের রাজা ইংরাজদিগের পরামর্শ না শুনিয়া প্রজাদিগের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে বেণ্টিঙ্ক ঐ দুইটী দেশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। মহিস্থরও এই কারণে এই সময়ে কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে স্থাপিত প্রদেশীয় আদালত

সকল কাল ক্রমে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ স্থবির ও অলস লোকেরা ঐ সকল আদালতের জজিয়তি গ্রহণ করিত। সুতরাং রাশি রাশি মোকদ্দমা সেরেস্তায় পড়িয়া থাকিত, পেশ হইত না। বৎসবের মধ্যে দুই বার দায়রার বিচার হইত। তজ্জন্য নিরপরাধিদিগকেও অন্ততঃ ছয় মাস কারাগারে কাটাইতে হইত। এই সকল কারণ প্রযুক্ত বেণ্টিঙ্ক (১) প্রদেশীয় আদালত প্রোভিন্সাল কোর্ট গুলি উঠাইয়া দিয়া পুনরায় কালেক্টরদিগের হস্তে ফৌজ-দারি বিচারের সমুদয় ভার দেন। যখন কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় তখন কোম্পানির রাজ্যের পশ্চিম সীমা বারাণসী ছিল। কাল ক্রমে শতদ্রু পর্য্যন্ত সেই রাজ্য বিস্তৃত হয়। সুতরাং আপিল করিতে হইলে আগরা ও দিল্লী হইতে প্রজাদিগকে কলিকাতায় আসিতে হইত। এই অসুবিধা নিবারণার্থ তিনি (২) এলাহাবাদে আর একটী সদর আদালত স্থাপন করেন; (৩) এবং কালেক্টরদিগের বিচারের বিপক্ষে আপিল শুনিবার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও একটী রেভেনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সম্প্রতি ইংরাজ-দিগের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং তথাকার রাজস্ব প্রণালী তখন পর্য্যন্ত কোম্পানি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাঙ্গা-লার ন্যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য ওয়েলেসলি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে নিবারণ করেন। (৪) বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক নূতন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। গ্রামের মোড়লেরা গবর্ণমেণ্টের সহিত খাজানা চুকাইয়া আপনা আপনি বিলি করিয়া লইত। এই বন্দোবস্ত ত্রিশ বৎসরের

জন্য ধার্য্য হয়। (৫) তিনিই প্রথম প্রধান সদর আমিন ও ডিপুটী কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন এবং ঐ সকল পদে দেশীয় দিগকে নিযুক্ত করিবার আদেশ দেন। এবং (৬) কয়েকটী জেলা লইয়া এক একটী ডিষ্ট্রিক্ট করিয়া তথায় এক একজন কমিসনর নিযুক্ত করেন। কমিসনরেরা কালেক্টরদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিত।

(৭) অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু বিধবাগণ স্বামীর মৃত দেহের সহিত জ্বলন্ত চিতায় ইচ্ছা পূর্ব্বক দগ্ধ হইত। গ্রীস দেশীয় সিকন্দর শাহের অনুচরগণ সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। কালক্রমে দুষ্ট লোক স্বার্থ সাধনার্থ প্ররোচনা দিয়া বা বল পূর্ব্বক কখন কখন বিধবাদিগকে চিতায় জ্বালাইত। বারাকপুর স্থাপয়িতা চার্ণক এইরূপ একটী বিধবাকে চিতা হইতে রক্ষা করেন এবং পরে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও দেশীয়দিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ইংরাজদিগের সাহস হয় নাই; ওয়েলেসলি গঙ্গাসাগরে সন্তান ক্ষেপ নিবারণ করিয়া সে পথ পরিষ্কার করিয়া যান। খৃষ্টের ১৮২৬-২৭-২৮ এই তিন বৎসরে কেবল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে দেড় সহস্র সতী দাহ হয়। বেণ্টিঙ্ক এদেশে আসিয়াই প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও দেশীয়দিগের সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে মত গ্রহণ করিয়া অধিকাংশের পরামর্শানুসারে সতীদাহ নিবারণ জন্য ১৮২৯ খৃঃ অব্দে এক আইন প্রচার করেন। রাজা রামমোহন রায় প্রথমতঃ এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

(৮) সতীদাহের ন্যায় ঠগদিগের অত্যাচারাও অতি পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে থিফভন্

নামে একজন সাহেব ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া ঠগদিগের অত্যাচার দেখিয়া যান। ইহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আপনাদের ব্যবসায় চালাইত। অযোধ্যা হইতে কর্ণাট এবং শতদ্রু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ইহারা পথিকদিগকে বধ করিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে ভ্রমণ করিত, অন্য সময়ে কোম্পানির সরকারে চাকরি বা কৃষি কর্ম্ম করিত। হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া কালিমায়ির উপাসনা করিত এবং এক একটু শর্করা প্রসাদ পাইয়া দলবদ্ধ হইত। যাত্রার পূর্ব্বে শৃগালের রব ইহাদের বিশেষ শুভ লক্ষণ বোধ ছিল। সামান্য একখানি রুমালে ফাঁস দিয়া ইহারা এত সহজে বলবান ও দলবদ্ধ পথিকদিগের গলে লাগাইয়া তাহাদিগের প্রাণ বধ করিত যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রতি বৎসর অন্যূন দশ সহস্র লোক ইহাদিগের হস্তে প্রাণ হারাইত; তথাপি কোন অকস্মাৎ রোগে প্রাণ হারাইয়াছে ভাবিয়া আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কোন অনুসন্ধান করিত না। ক্রমে এই সকল অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন গবর্ণর জেনেরল ঠগি নিবারণার্থ এক নূতন আইন প্রচার করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্লিমান, বার্চ প্রভৃতি সাহেবদিগকে নিযুক্ত করেন। ইহাঁদিগের যত্ন ও পরিশ্রমে অতি অল্প দিন মধ্যে ভারতবর্ষীয় প্রজার এই বিষম শত্রুদল নিপাতিত হয়।

(৯) রাজপুতেরা অঘরে কন্যার বিবাহ দেওয়া বা বিবাহ সময়ে উপযুক্তরূপ খরচ পত্র করিতে না পারা অতি অপমানজনক মনে করিত। এই জন্য অনেকগুলি রাজপুত বংশে কন্যা হইবামাত্র দুগ্ধে ডুবাইয়া, গলায় নাড়ি জড়াইয়া বা আফিম খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

কালক্রমে কোন কোন বংশে পাঁচশত সন্তানের মধ্যে পাঁচটীও কন্যা খুজিয়া পাওয়া যাইত না। এই বীভৎস রীতির সন্ধান পাইয়া ডঙ্কান সাহেব প্রথম ইহা নিবারণ চেষ্টা করেন (১৭৮৯)। তৎপরে উইলকিনসন ও উইলোবি সাহেবও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। উপদেশ দিয়া ও ভয় দেখাইয়া শান্তভাবে ইহা নিবারণ করিতে বেণ্টিঙ্ক বিশেষ চেষ্টা কবিতেন।

কেবল সামাজিক উপপ্লব নিবারণ করিয়া বেণ্টিক নিবৃত্ত হন নাই। ডিরেক্টরেরা দেশীযদিগের শিক্ষার্থ যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন এপর্য্যন্ত তাহা আরবী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে ও তত্তৎ ভাষায় শাস্ত্র ও সংহিতা মুদ্রিত করিতে ব্যয় হইত। বেণ্টিক প্রথমে মেকলে প্রভৃতি সুবিজ্ঞ সাহেবদিগের পরামর্শ লইয়া ঐ টাকায় দেশীয়দিগকে ইংরাজি শিখাইতে প্রবৃত্ত হন। এবং তাঁহারই শাসন কালে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিতে কলিকাতায় মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হয় (১৮৩৫)।

বিনা রক্তপাতে এতগুলি উন্নতি করিয়াও বেণ্টিঙ্ক ধনাগারে সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আমহার্ষ্ট এক কোটী টাকা লোকসান করিয়া যান, তাঁহার শাসন কালে এক কোটী টাকা বাৎসরিক উদ্বৃত্ত হইত।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানির সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা আরো কুড়িবৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের ভারতবর্ষের এক চেটিয়া বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কেবল চীন দেশের বাণিজ্য তাঁহাদের হস্তে থাকে। এবারে চীনদেশেও সর্ব্ব সাধারণকে বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে

আর একটী প্রেসিডেন্সী হইল, ও তথায় এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইল। গবর্ণর জেনেরলকে সমুদয় ভারতবর্ষের জন্য আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল এবং দেশীয়গণ জাতি ধর্ম্ম ও বংশ নির্ব্বিশেষে গুণানুসারে কোম্পানির চাকরি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে বেণ্টিক স্বদেশ যাত্রা করেন। নূতন গবর্ণর জেনেরলের আগমন পর্য্যন্ত মেটকাফ সাহেব তাঁহার কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন। মেটকাফ ওয়েলেসলির নিকট বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করেন; ওয়েলেসলি ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিষয় বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার শিষ্য আপন প্রতিনিধি গবর্ণরি সময়ে ভারতবর্ষে সাধারণ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া দেশীয় লোকেরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় মেটকাফ হল প্রতিষ্ঠা করে।

ষড় বিংশ অধ্যায়।

লর্ড অক্‌লাণ্ড—আফগান যুদ্ধ।

আমহার্ষ্টের ন্যায় আর একটী বিষয়-বুদ্ধিশূন্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড অক্‌লাণ্ড। ইনি খৃঃ ১৮৩৬ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইহাঁর সমুদয় রাজত্ব কাল আফগানস্থানের যুদ্ধে অতিপাত হয়; সে যুদ্ধে ইংরাজেরা বিলক্ষণ কলঙ্ক ভাগী হইয়াছিলেন।

মহিয়ান পিটরের সময় অবধি রুসিয়ানেরা আপনাদিগের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রথমে অভিলষিত দেশ মধ্যে কৌশলে গৃহবিচ্ছেদ উৎপাদন করিয়া, পরে ইহারা মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়ায় এবং শান্তিরক্ষার ভানে ক্রমে সমগ্র রাজ্যটী গ্রাস করে। এই কৌশলে বল্‌টিক উপসাগরের পূর্ব্ব সীমা হইতে চীন দেশের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উত্তর মহাসাগর হইতে আফগানস্থান ও পারস্যের উত্তর সীমা ইহাদের পদানত হইয়াছে। পারস্যে ইহাদিগের কৌশল প্রতিরোধ করিবার জন্য ইংরাজেরা একটী দূত প্রেরণ করে, তদুপলক্ষে বিস্তর ব্যয় হয়। কিন্তু অবশেষে পারস্য সম্রাট রুসদিগেরই ভক্ত হইয়া উঠেন। লর্ড অক্‌লাণ্ডের শাসন সময়ে রুসীয় দূত পারস্য সম্রাটকে হিরাট অধিকার করিতে পরামর্শ দেন। তখন ইংরাজদিগের ভয় হয় যে ক্রমে দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া আফগানস্থান অধিকার পূর্ব্বক ভারতবর্ষে গোলযোগ বাধাইতে পারে। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ শাহ সুজাকে দেশবহিস্কৃত করিয়া কাবুলে রাজত্ব করিতেন। শাহ সুজা ভারতবর্ষে আশ্রয় লন, ইংরাজেরা তাঁহাকে বৃত্তি দিত। অক্‌লাণ্ড ভাবিয়াছিলেন

দোস্ত মহম্মদকে হস্তগত করিতে পারিলে রুসিয়ানেরা আফ্‌গানস্থানে কিছুই করিতে পারিবে না। এজন্য তিনি (অতি সামান্য) উপহার সঙ্গে দিয়া বরণস্ সাহেবকে দোস্ত মহম্মদের সমীপে প্রেরণ করেন। এই সময়ে শত্রুরাও তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য তথায় এক জন দূত পাঠাইয়াছিলেন। দোস্ত আপন মিত্রতার মূল্য স্বরূপ গবর্ণর জেনেরলের নিকট রণজিতাধিকৃত পেশোর চাহিলেন, কিন্তু অক্‌লাণ্ড রণজিৎকে বড় ভয় করিতেন। তিনি পেশোরের জন্য রণজিৎকে বলিতে সাহস করিলেন না, মিষ্ট কথায় দোস্তকে ভুলাইবার জন্য দূতকে পরামর্শ দিলেন। দোস্ত মহম্মদ ভুলিলেন না, কেই বা রুসিয়ানদিগের ন্যায় প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে কেবল ইংরাজদিগের মিষ্ট কথায় দাঁড়াইতে চাহিবে? তাহারা দোস্তকে সামান্য সাহায্য করিতেও স্বীকার পায় নাই, বরং অতি রুক্ষ ভাবে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল! অক্‌লাণ্ড আফগানদিগকে ব্রহ্মবাসীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য ভাবিয়াছিলেন। তিনি দোস্তকে পদচ্যুত করিয়া সমগ্র দেশে অবজ্ঞাত, সিংহাসন তাড়িত, দুশ্চরিত্র শাহসুজাকে আফগানস্থানের রাজা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং রণজিৎসিংহকেও দলে টানিয়া লইলেন। একেবারেই একবিংশ সহস্র সৈনিক, এলফিনষ্টোন, পটিঞ্জর প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে বোলান গিরিসঙ্কট হইয়া আফগানস্থানে প্রবেশ করিল। এ যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই (১৮৩৯) রণজিতের মৃত্যু হয়। বরফ ও শিলারাশির মধ্য দিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ইংরাজ সৈন্য কান্দাহারে * পৌঁছিলে নগরবাসীরা ইংরাজদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। তথা হইতে তাহারা

* এই স্থানটীর সংস্কৃত নাম গন্ধার। এই থানে গান্ধারীর জন্ম হয়।

গজনী জয় করিয়া কাবুলে যাত্রা করিল। দোস্ত মহম্মদ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে কাবুলও হস্তগত হইল। তখন শাহসুজা রাজা হইলেন, আফগানস্থান ইংরাজদিগের আয়ত্ত হইল, ম্যাক্‌নটন সাহেব তাঁহার দরবারে ইংরাজদিগের রেসিডেণ্ট হইলেন। কিছু দিন পরে দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগকে একটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে বন্দী হইয়া আসিলেন। কয়েকটী তোপ খরচ করিয়া ইংরাজেরা সমস্ত আফগানস্থান নিরাপদে জয় করিল, তখন কেবল দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্টেরা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল। অক্‌লাণ্ড এই মহৎ কীর্ত্তির জন্য বিলাত হইতে সম্মান সূচক উপাধি পাইলেন। সেনাপতিগণের উপাধির অভাব রহিল না।

কিন্তু আফগানেরা বাঙ্গালী ও ব্রহ্মবাসিদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান, সাহসী ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী। তাহারা যে বিনা যুদ্ধে ইংরাজদিগের চরণতলে আশ্রয় লইবে, ইহা কেবল অক্‌লাণ্ডের ন্যায় বুদ্ধিমান লোকেই বুঝিতে পারেন। মে মাসে পটিঞ্জর সাহেব সংবাদ দেন আফগান দেশে যুদ্ধের বাত্যা উঠিবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ক্রমে চতুর্দ্দিকে দলে দলে আফগান সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল, দোস্ত মহম্মদের বীরপুত্র আকবর তাহাদের অধিনায়ক হইয়া পিতার দুর্দ্দশা মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

২ রা নবেম্বর বিদ্রোহীরা কাবুল আক্রমণ করে। পূর্ব্ব প্রেরিত দূত বরণস্‌ সাহেবের উপর বিদ্রোহিদিগের বিশেষ আক্রোশ ছিল, প্রথমে তিনিই হত হইলেন। সেনাপতি

এলফিনষ্টোন জরাজীর্ণ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার সহকারী সেল্‌টনের বিশ্বাস হইয়াছিল যে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া জেলালাবাদে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ, ম্যাক্‌নটন ভাবিয়াছিলেন কাবুলে থাকা যাইতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে মত ভেদ হইল, কেবল পরামর্শে দিন যাইতে লাগিল, ওদিক বিদ্রোহি সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে ছিল। অবশেষে ম্যাক্‌নটন সাহেব আকবরের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে যাইলেন, শিবিরে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে গুলি করিয়া বধ করিল। এত অপমানেও ইংরাজ সৈন্যের চৈতন্য হইল না, তাহারা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল, তাহাদিগের অনুপস্থিতিতে দুর্ভাগ্য শাহসুজা হত হইলেন। পথে সৈন্যদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়, একে আহার্য্যের সম্বল নাই, তাহাতে দারুণ শীত, আবার বিদ্রোহীরা প্রতিপদে আক্রমণ করিয়া সৈন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইংরাজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল, এক কুদ কাবুল গিরিসঙ্কটেই তিন সহস্র হত হইল, অবশেষে এলফিনষ্টোন ও কয়েকটী বিবি আকবরের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন। আকবর তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া দুর্গ মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। যাহা হউক অবশেষে কেবল এক জন মাত্র ভগ্নদূত (ডাক্তার ব্রাইডন) জেলালাবাদে এই বিপত্তির সংবাদ দিতে পারিয়াছিল। ইতিমধ্যেই অক্‌লাণ্ড স্বদেশে প্রস্থান করিয়া ছিলেন (১৮৪২), এবং লর্ড এলেনবরা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন।

লর্ড অক্‌লাণ্ডের শাসন সময়ে ইংরাজদিগের দুর্ব্যবহারে চীনদিগের সহিত একটী যুদ্ধ ঘটে (১৮৪০-৪২)। সে যুদ্ধে চীনেরা পরাজিত হয় এবং সন্ধির পণে ইংরাজেরা হংকং লাভ করে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

লর্ড এলেনবরা—আফগান যুদ্ধের অবসান।

এলেনবরা ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া দেখিলেন তখনও সেনাপতি সেল জেলালাবাদে এবং নট কান্দাহারে বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে আত্মরক্ষা করিতেছেন। তিনি খাইবর সঙ্কট দিয়া পোলককে সেলের উদ্ধারার্থ এবং বোলন সঙ্কট দিয়া সেনাপতি ইংলণ্ডকে নটের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। পোলক জেলালাবাদ অধিকার করিয়া বৈরনির্য্যাতনার্থ কাবুল অভিমুখে রওনা হইলেন এবং নটকেও সেই দিকে আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। পথে বিদ্রোহিদিগকে পরাজিত করিয়া পোলক কাবুলে পৌঁছিলেন, অনতি বিলম্বে নটও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আগমন কালে নট পথিমধ্যে গজনি অধিকার করিয়া লন এবং গজনভি মামুদ সোমনাথ হইতে যে দুই খানি চন্দনের কপাট খুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আসেন।* সমবেত সৈন্য কাবুলের বাজার ছারখার করিয়া ইস্তালিফ দুর্গ অধিকার করিয়া এবং বন্দিদিগকে মোচন করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে (১৮৪২)। তখন এলেনবরা দোস্ত মহম্মদকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং ইংরাজেরা স্থির করিয়া রাখিল আর কখন আফগানস্থানে যুদ্ধ করিতে যাইবে না। দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় দোস্ত মহম্মদ বলিয়াছি-

---

* বিজয় চিহ্ন স্বরূপ এলেনবরা এ দুই খানি কপাট বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে বলেন সে দুইখানি সোমনাথের কপাট নহে। তাহার অঙ্গে আরবী ভাষায় কোরানের অনেক কথা লেখা আছে।

লেন,“ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ধন,বল, সৈন্য ও রণতরি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, কিন্তু বুঝিলাম না এ অতুল সম্পত্তি থাকিতে সাহেবেরা আমার বালির ঝুড়িটী কেন কাড়িতে গিয়াছিলেন”। যুদ্ধের অবসানে জগন্নাথের রথের ন্যায় সমারোহের সহিত সোমনাথের কপাট দুইখান জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ভারতবর্ষে আনা হইয়াছিল। কিন্তু মহাসভার সভ্যদিগের ও বিলাতী সংবাদ পত্রের ভর্ৎসনায় তাহাদিগকে গুজরাট পর্য্যন্ত পাঠান হয় নাই, সেই অবধি আগরাতেই রহিয়া গিয়াছে।

কাবুল হইতে সৈন্য সকল ফিরিয়া আসিলে এলেনবরা ঘোষণা করিয়া দেন যে অতঃপর শতদ্রুনদ ইংরাজ রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইবে। কিন্তু তিনি থাকিতে থাকিতেই ছয় মাস মধ্যে সে সীমা অতিবর্ত্তিত হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধু প্রদেশ কোম্পানীর রাজ্য ভুক্ত হয়।

নাদির শাহের মৃত্যুর পরে আহম্মদ শাহ আবদালি সিন্ধুদেশ আফগানস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সিন্ধুর অধিবাসীরা বেলুচ বংশ-জাত। কাল ক্রমে ইহারা নাম মাত্র আফগানস্থানের আধিপত্য স্বীকার করিয়া প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সিন্ধুর শাসনকর্ত্তাদিগকে আমির বলে। আমিরেরা বরাবর দুরভিসন্ধির ভয় করিয়া ইংরাজদি-গকে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিত না। কিন্তু ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে আফগানস্থানে যুদ্ধ যাত্রা কালে ম্যাক্নটন সাহেব ইহা-দের সহিত একটী সন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতে পণ হয় যে কেহ কাহার রাজ্যের প্রতি লোভ করিবে না, এবং সিন্ধু তটবর্ত্তী হায়দরাবাদে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিতে

পাইবে। আউট্রাম সাহেব সেখানে অনেক দিন রেসিডেণ্ট ছিলেন।

আফগানস্থানের যুদ্ধ সময়ে আউট্রামের অনুরোধে আমিরেরা ইংরাজদিগের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদিগের সাহায্য ভিন্ন সেনাপতি নটকে কান্দাহার হইতে কাবুলে যাইতে বিষম বিপদে পড়িতে হইত। তথাপি এলেনবরা আমিরেরা আফগানদিগের সহিত চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া আউট্রামকে পদচ্যুত করিয়া তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ চার্লস নেপিয়রকে নিযুক্ত করেন। নেপিয়র পূর্ব্ব হইতে আমিরদিগকে বিদ্বেষ করিতেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া ষড়যন্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ দেশীয় ভাষায় লিখিত একখানি চিঠি বাহির করেন। যাহারা দেশীয় ভাষা বুঝিত সকলেই বলিয়াছিল চিঠি খানি জাল, কিন্তু দেশীয়ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও নেপিয়রের বিশ্বাস হয় সেখানি জাল নহে। তিনি প্রথম হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সুবিধা পাইলে যেরূপে হউক সিন্ধুপ্রদেশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিবেন। সেখানে আলি মোরদ নামে তাঁহার একটী সহায় জুটিয়াছিল। সিন্ধু বাসীরা সমগ্র প্রদেশের প্রধান লোককে "রইস" বলে। তৎকালীন রইস মির রোস্তম, তাঁহারই ভ্রাতা আলি মোরদ। বৃদ্ধ রোস্তম ইংরাজদিগকে বিশেষ প্রীতি করিতেন, কিন্তু তাঁহার অভিলাষ ছিল মৃত্যু কালে পুত্রকে রইস করিয়া যাইবেন। সেই জন্য তাঁহার উপর মোরদের আক্রোশ হয়। সে বৃদ্ধ রোস্তমের সহিত প্রকাশ্যে প্রণয় দেখাইয়া গোপনে নেপিয়রের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মোরদের পরামর্শে নেপিয়র রোস্তমের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া মোরদকে প্রদান করেন।

অনন্তর তিনি এক নূতন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য আমিরদিগকে হায়দরাবাদে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু আমিরেরা উপস্থিত হইলে নেপিয়র অকারণে তাহাদিগের উকিলদিগকে অপমান করেন। সেই আক্রোশে আমিরদিগের অনুচরেরা কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারিকে আক্রমণ করে। আমিরেরা অনুচরদিগকে শান্ত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল, এবং তাহাদিগের সাহায্যেই ইংরাজ কর্ম্মচারিরা সে যাত্রা রক্ষা পায়। তথাপি নেপিয়র তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মিয়ানি ও দপা নগরে দুইটী যুদ্ধ ঘটে (১৮৪৩)। সে দুটী যুদ্ধেই ইংরাজেরা জয়লাভ করে এবং সিন্ধু প্রদেশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। কিরূপ বীর্য্যের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ লোকে চেষ্টা করিতে পারে, মিয়ানির যুদ্ধে বেলুচেরা তাহার পরিচয় দিয়াছিল। এই বিদ্রোহ জন্য অনেক নিরপরাধী আমিরকেও দ্বীপান্তরিত হইতে হইয়াছিল।

আফগানস্থান ও সিন্ধু প্রদেশে ভিন্ন এলেনবরার শাসন কালে ইংরাজ সৈন্যকে আরও একটী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে জঙ্কজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা তারাবাই গযাজি নামে একটী পোষ্যপুত্র লইয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ইংরাজেরা গযাজির মাতুলকে তারাবাইর মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু তারাবাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদা কাশিজিকে সেই পদ প্রদান করেন। কাশি ইংরাজদিগকে বিদ্বেষ করিতেন, অথচ দরবারের প্রধান লোকেরাও তাঁহাকে ভাল চক্ষে দেখিত না। ইংরাজদিগের আদেশ অগ্রাহ্য করায় এলেনবরা গোয়ালিয়রে প্রবেশ করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্যদিগকে আদেশ করেন। তারাবাইয়ের ইচ্ছা

ছিল এ বিপদে ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন। কিন্তু গোয়ালিয়রের সৈন্যেরা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মহারাজপুর ও পুনিয়ারে দুইটী যুদ্ধ ঘটে, সে দুইটী যুদ্ধেই ইংরাজেরা জয় লাভ করে। অতঃপর তারাবাইকে বৃত্তি দিয়া ইংরাজেরা গোয়ালিয়র শাসন করিতে এক জন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া দেন।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে এলেনবরা পদচ্যুত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহার সমস্ত সময় কাটিয়া যায়, আভ্যন্তরীণ কোন প্রকার উন্নতি করিতে তাঁহার অবসর হয় নাই। তাঁহার আমলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়, এবং দেশীয়েরা সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অনুমতি পায়। এলেনবরা বিলাতে অতি উচ্চদরের রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার বা সুবুদ্ধিতার কিছুমাত্র পরিচয় পায় নাই। বিশেষতঃ যেরূপে সিন্ধুপ্রদেশ হস্তগত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞানেরও বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। সিন্ধু রাজ্য লুণ্ঠনের যে কয়েক সহস্র মুদ্রা আউট্রামের অংশে পড়িয়াছিল, উন্নতচেতা সেনাপতি দস্যুবৃত্তি লব্ধ ধন বলিয়া তাহার এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করেন নাই। দেশীয় লোকদের উন্নতি করিবার জন্য সে টাকা গুলি তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ডফ্ সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

হার্ডিঞ্জ—শিখ যুদ্ধ; শিক্ষার উন্নতি; সতীদাহ শিশু হত্যা, ও নরবলি নিবারণ।

এলেনবরার পরে সার হেনেরি হার্ডিঞ্জ। ইনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হন। ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লিগনির মাঠে ইহাঁর বাম হস্ত আহত হইলে ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়। তজ্জন্য লোকে ইহাঁকে হাত কাটা গবর্ণর বলিত।

হার্ডিঞ্জ অতি উপযুক্ত লোক। তিনি ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে তাঁহার অভিলাষ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিখদিগের আচরণদোষে তাঁহাকেও আসিবামাত্র যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহ ও তৎপরে পৌত্র নৌনেহাল পঞ্জাবের রাজা হন। রণজিতের উদ্যোগে সমগ্র পঞ্জাব ও কাশ্মীর তিনি অধিকার করেন। কাশ্মীরের শাসন ভার গোলাব সিংহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোলাব সিংহের ভ্রাতা ধ্যান সিংহ রণজিতের মন্ত্রিত্ব করিতেন। অল্প দিন মধ্যে খড়্গ সিংহ ও নৌনেহাল উভয়েরই মৃত্যু হয়। তখন রণজিতের জারজ পুত্র সের সিংহ লাহোরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। রণজিৎ ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে নিযুক্ত করিয়া শিখদিগকে সৈনিক কার্য্যে অতি সুশিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে এক লক্ষ

সৈন্য লাহোরের দরবারে পোষিত হইত। তথাপি তিনি সুবুদ্ধি বশতঃ একবারও ইংরাজদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন নাই। ইংরাজেরাও পঞ্জাবের রাজত্ব কামনা করিত না। অসভ্য পার্ব্বতীয় ও সুসভ্য ব্রিটিস রাজ্যের মধ্যে একটী পরাক্রমশালী, স্বাধীন অথচ মিত্রভাবাপন্ন রাজ্য বজায় রাখিতে তাহাদের কল্পনা হয়। সের সিংহের ইংরাজদিগের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা ছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ধ্যান সিংহ ও সের সিংহ লেনা সিংহের হস্তে হত হন।* তখন নাবালক দলিপ সিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাতা ঝিন্দনকুমারী রাজা লাল সিংহের সাহায্যে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

লাল সিংহ ক্ষীণ প্রকৃতি ও বিলাস প্রিয়, রাণী ঝিন্দন স্ত্রীলোক। দিন দিন শিখ সৈন্যেরা উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে ছিল। ধনাগারে অর্থের অকুলান হইয়া পড়িতে লাগিল, সৈন্যগণ বেতন পাইল না। তখন নাবালক রাজার, দুর্ব্বল লাল সিংহের অথবা রাণী ঝিন্দনের কি সাধ্য তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখেন? বিশেষতঃ অনেক দিন হইতে শিখসরদারদিগের বাসনা ছিল ইংরাজ রাজ্যের লোহিত সীমায় প্রবেশ করিয়া মনের সাধে লুণ্ঠন করে। তাহাদিগের মনোগত বুঝিতে পারিয়া হার্ডিঞ্জ অগ্রেই উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েক বার অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া অবশেষে (১৮৪৫) শিখ সেনা উদ্বেল সাগরের ন্যায় শতদ্রুপার হইয়া ফেরোজ সহরে উপস্থিত হইল। মুদকি (১৮৪৫) ফেরোজ সহর (১৮৪৫) আলিওয়াল (১৮৪৬) ও

---

* এই কয়েকটী হত্যা সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে। বোধ হয় যথার্থ কারণ অদ্যাপিও নির্ণীত হয় নাই।

সোব্রায়োঁ নগরে (১৮৪৬) চারিটী যুদ্ধ ঘটে। লাল সিংহ ও তেজ সিংহ শিখদিগের এবং গফ্ ও লিট্লার ইংরাজদিগের সেনাপতি ছিলেন। গবর্ণর জেনেরল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেনাপতিদিগের অধীন হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম তিনটী যুদ্ধে কোন পক্ষ বিশিষ্ট রূপে জয় লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ উদ্ধত শিখ সৈন্যের জয় লাভ হয়, তাহাদিগের সেনাপতিদিগেরও এইরূপ বাসনা ছিল না। অবশেষে সোব্রায়োঁ নগরে পরাজিত হইয়া শিখেরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে (১৮৪৬)। এই সকল যুদ্ধে শিখ সৈন্যেরা যথার্থ শূরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল, ইংরাজেরা ভারতবর্ষে এমন শত্রু আর দেখে নাই।

শিখ যুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ব্যয় হয়; তাঁহাদের তখন রাজ্যের সীমা বৃদ্ধিরও অভিলাষ ছিল না। অতঃপর গোলাব সিংহের মধ্যস্থতায় শতদ্রুর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাজ্য সকল ও জলন্দর প্রদেশ হস্তগত করিয়া এবং গোলাব সিংহের নিকট যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দুই কোটী টাকা পাইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজপদে কায়েম রাখিয়া ভাড়িপ্ত শিখদিগের সহিত সন্ধি করেন। শিখেরা অধিকাংশ সৈন্য ছাড়াইয়া দিতে ও এক জন রেসিডেণ্ট রাখিতে স্বীকার করিয়াছিল। ইহার কিছু দিন পরে লাল সিংহ পুনরায় রাজ্য মধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অপরাধে দোষী প্রমাণ হইলে তিনি পঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত হন এবং আর একটী নূতন সন্ধি করিয়া দলিপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত রেসিডেণ্ট হেনরি লরেন্সের অধীনে আট জন সরদার পঞ্জাব শাসনার্থ নিযুক্ত হন।

হার্ডিঞ্জ কেবল দুই বৎসর দশ মাস ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে পঞ্জাবের যুদ্ধ ঘটে। সে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে তিনি দেশের উন্নতি সাধনে মনোযোগ করেন। তাঁহার আমলে গঙ্গা ও যমুনার দুইটী বিস্তৃত খাল খনন আরম্ভ হয়, লৌহবর্ত্ম ও তাড়িতবার্ত্তার সূত্রপাত হয়। তিনি এদেশে আসিয়াই সুশিক্ষিত দেশীয়দিগকে বর্ণ ও জাতি বিচার না করিয়া কোম্পানির দপ্তরে চাকরি দিবার অনুজ্ঞা পুনঃ প্রচার করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নরহত্যা ও নরপীড়ন নিবারণার্থ তাঁহার নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারিগণ এজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই শাসন সময়ে সতিদাহ, নরবলি, বালিকা বধ ও দাস বিক্রয়ের নিবারণার্থ বিশেষ যত্ন হয়। তাঁহার রাজত্বকালে মণ্ডীর এক সামান্য জমিদারের ন্যায় রাজার মৃত্যু হইলে দ্বাদশটী এবং লাহোরের সেনাপতি হীরা সিংহ হত হইলে চতুর্ব্বিংশটী স্ত্রীলোক অনলে আত্মসমর্পণ করে। কন্যাবধ পঞ্জাবে এত প্রচলিত ছিল যে উনাও নগরের এক জন গুরুকে কন্যাবধের দোষ বুঝাইয়া দিলে তিনি বিবাহ করিতেই অস্বীকার করেন এবং অবশেষে পীড়াপীড়ি করিলে জমিদারি ছাড়িয়া দেন। ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক নরবলি প্রথা তখন খন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সময়ে সময়ে বলির অভাব হইলে অসভ্যেরা দেবীর সন্তোষার্থ বৃদ্ধ পিতামাতাকেও উচ্ছেদ করিত। হার্ডিঞ্জ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে এই কয়েকটী জঘন্য দোষের উৎপাটন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশে যাইবার সময় দেশীয় ও বিদেশীয় সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড ডালহৌসি—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ, রাজ্যগ্রাস—ও ব্রহ্মযুদ্ধ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসির হস্তে সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। তখন ডালহৌসির বয়স ষটত্রিংশ বৎসর; তাঁহার মত বুদ্ধিমান, দৃঢ়ব্রত ও রাজ্যকামুক শাসনকর্ত্তা আর কখন ভারতবর্ষে আসে নাই। বলে ও কৌশলে তিনি আফগানস্থানের প্রান্তর অবধি ব্রহ্মদেশের অন্তর পর্য্যন্ত কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি করেন এবং কোম্পানির সাম্রাজ্যের মধ্যে মধ্যে যে দুই একটী দ্বীপবৎ স্বাধীন রাজ্য বা মিত্র রাজ্য তখন মস্তক তুলিয়া ভাসিতে ছিল, সে গুলিকে গ্রাস করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা দ্বিতীয় শিখ ও ব্রহ্ম যুদ্ধ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নাগপুর, সেতারা প্রভৃতি রাজ্যের পতন ও আভ্যন্তরিক উন্নতি।

হার্ডিঞ্জের সময়ে হেনরিলরেন্স পঞ্জাবের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাণী ঝিন্দনকে ষড়যন্ত্র অপরাধে শেখোপুরায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শাসন সময়ে পঞ্জাব এক প্রকার নিস্তব্ধ ছিল। কিন্তু হার্ডিঞ্জের সহিত তিনিও ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। পরাক্রান্ত শিখেরা যে সহজে ইংরাজদিগকে রাজ্য চালাইতে দিবেন না, লরেন্স তাহা বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পঞ্জাবে ইংরাজদিগের নিত্য নূতন নূতন সংস্কারে সমস্ত দেশ বিরক্ত হইয়াছিল। ডালহৌসির শাসন সময়ে শিখ সর্দ্দার মুলরাজ মুলতানের দেও-

স্থান ছিলেন। লাহোরের দরবারের পীড়নে মুলরাজকে কর্ম্মে ইস্তফা দিতে হয়। আগ্নিউ ও এণ্ডারসান সাহেব তাঁহার পদে এক জন নূতন দেওয়ান নিযুক্ত করিতে তথায় গমন করেন। মুলরাজ তাহাদিগকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া নিস্কৃতি লইলে নগর বাসীরা দেওয়ানের অকারণ অপমানে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। এই রূপে মুলতান বিদ্রোহী হইল। অন্যান্য শিখেরা কেবল অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাইয়া একেবারে সমস্ত পঞ্চনদ জ্বলিয়া উঠিল। সের সিংহ নামে আর এক জন সর্দ্দার পিতার অপমানে শিখদিগের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ডালহৌসী গফ্ সাহেবকে প্রেরণ করিলেন। এই রূপে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ঘটে। এবার চিলিনওয়ালা ও গুজরাটে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, শিখেরা পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও আপনাদের রণ পাণ্ডিত্য দেখায়। চিলিনওয়ালার যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় হয় নাই। কিন্তু ইংরাজদিগের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল। গুজরাটে ইংরাজেরা জয় লাভ করে। (১৮৪৮-৪৯) যুদ্ধ অবসান হইলে ডালহৌসি সমস্ত পঞ্জাব কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। কর্ম্মচারিদিগের বিদ্রোহে কিজন্য দলিপ সিংহের রাজ্যটী বাজেয়াপ্ত করা হইল এ রহস্যটা বুঝা যায় না।

ইহারই তিন বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ঘটে। ব্রহ্ম দেশের অসভ্য রাজা সুসভ্য রাজনীতি বা রাজদূতের সমাদর বুঝিতেন না। প্রথম যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিদিগের সম্যক চৈতন্য হয় নাই। আবার তাহারা ইংরাজ বণিকদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। অসভ্য রাজাদিগের সহিত সন্ধির পণ প্রতিপালিত হয়

না দেখিয়া ইংরাজদিগের আর ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না। ডালহৌসি (১৮৫১) একেবারে এক দল রণতরি প্রেরণ করিয়া প্রোম, রেঙ্গুন ও পেগু অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে কোম্পানির রাজ্য যুগপৎ সিন্ধুর পর পারে ও ইরাবতীর তটদেশে বিস্তৃত হইল।

ব্রহ্মযুদ্ধ তদ্দেশবাসীরা আপনাদিগের দোষে ডাকিয়া আনে। তজ্জন্য ডালহৌসিকে কোন নিন্দাভাজন হইতে হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি যে সকল মিত্ররাজ্য গ্রাস করেন সে কেবল তাঁহার রাজ্যকামুকতা দোষেই বলিতে হইবে। হিন্দুরা চিরদিন "পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং" বলিয়া বিশ্বাস করে। পুন্নাম নরক হইতে পুত্র পিতৃপুরুষদিগকে রক্ষা করে—এ বিশ্বাস বশতঃ ঔরসজাত পুত্র না হইলে হিন্দুগণ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজসংসারে পুত্রোৎপত্তি তাদৃশ সুলভ নহে *। এজন্য মুসলমান সম্রাট দিগের বাদশাহৎ কালেও দেশীয় রাজাগণ পোষ্যপুত্রকে দায়াদরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন। মোগলেরা তজ্জন্য কোন আপত্তি করিত না, কিছু নজর দিলেই চুকিয়া যাইত। ডালহৌসি এই চিরন্তন প্রথার উচ্ছেদ করিয়া নিয়ম করেন, যে দেশীয় কোন মিত্র রাজার ঔরসজাত পুত্র না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তি কোম্পানির সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। তাঁহার আমলে সেতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, ও সম্বলপুরের রাজার মৃত্যু হয় তাঁহাদিগের ঔরসজাত পুত্র ছিল না, সুবিধা পাইয়া ডালহৌসি তাঁহাদিগের রাজ্য সরকারভুক্ত করিয়া লইলেন। এই কারণেও বাজিরাও পেশ-

---

* ধনবানের বিলাস-সম্ভোগ ও আলস্য প্রভৃতি পুত্রোৎপত্তির অন্তরায়। Mill's Political Economy.

বার পোষ্যপুত্র নানা সাহেব পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই অসম্ভব অন্যায় বিচারের ফল তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণরজেনেরলকে বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী দেশ ভিন্ন অযোধ্যার উর্ব্বরা দেশের প্রতি কোম্পানির সস্পৃহ দৃষ্টি পড়ে। ওয়েলেসলি অযোধ্যার নবাবের সহিত সবসিডরি সন্ধি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষীয় রাজগণ চিরদিন গৃহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। ওয়েলেসলি প্রদেশীয় সৈন্যর পরিবর্ত্তে কোম্পানির সৈন্য নিযুক্ত করিয়া দেশীয় ভূপতিগণের সে কার্য্যটীর উচ্ছেদ করেন। সুতরাং আলস্য নিবারণার্থ রাজগণকে কেবল দেওয়ানি বিচারে দিনপাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপে অন্ততঃ দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির অনেক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইংরাজ রেসিডেণ্টেরা কালক্রমে দেশীয় দরবারে এক একটী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হইয়া উঠে। তাহাদিগের হস্তক্ষেপণে বিচার কার্য্যেও নবাবদিগের সুখ ছিল না। সুতরাং ক্রমে সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যবনিকার অন্তরালে, সুরাসেবনে বা নর্ত্তকীর সহবাসে তাঁহাদিগকে আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপে অযোধ্যা ও হায়দরাবাদ অরাজক হইয়া পড়ে। রাজ কর্ম্মচারিরা প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে। গবর্ণর জেনেরলেরা অযোধ্যার নবাবকে রাজ্য সংশোধনার্থ অনেক বার উপদেশ ও আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় বিশেষতঃ তাৎকালিক নবাব উজিরের নিকট কোন উন্নতির আশাই ছিল না। অবশেষে ডালহৌসি ডিরেক্টরদিগের আদেশ ক্রমে ওয়াজিদ আলিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যায় ইংরাজাধিপত্য বিস্তার করেন (১৮৫৬)*। এই সময়েও কোম্পানির ঋণ পোরিশোধার্থ বেরার

প্রদেশ হায়দরাবাদের নিজামের নিকট অন্যায় করিয়া লওয়া হয়। ডালহৌসির রাজত্বের শেষ ভাগে রাজমহলের নিকটবর্ত্তী সাঁওতালেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাঁও-তালদিগের বিদ্রোহের যে ফল হইতে পারে তাহাই ঘটিয়াছিল।

'রাজ্যাপহরণ অপেক্ষা আভ্যন্তরিক উন্নতি দেখিতে অধিক আনন্দ হয়। ডালহৌসি যুদ্ধে যেরূপ পণ্ডিত, রাজ্য হরণে যেরূপ পটু, রাজ্য শাসনেও সেইরূপ সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে হার্ডিঞ্জ প্রবর্ত্তিত গঙ্গার খাল সম্পূর্ণ হয়, রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হয় ও দেশের চতুর্দ্দিকে তাড়িতবার্ত্তার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার শাসন কালে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সূচনা হয়, দেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষায় উত্তম শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কালেজ স্থাপিত হয় ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য হলকাবন্দী ও মডেল স্কুল সকল স্থাপিত হয়। বালিকাদিগেব শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হয় এবং ১৮৫৩ সালের নূতন সনন্দ অনুসারে বঙ্গদেশে একজন লেফ্‌ট্‌-নেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হয়।

---

* একজন ইংরাজ গ্রন্থকার অযোধ্যাগ্রাস "ডাকাইতি" (**Dacoity in Excelcis,** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড ক্যানিং—সিপাহি বিদ্রোহ, কোম্পানির সনন্দ-নাশ। এলগিন, লরেন্স, মেয়ো, নর্থব্রুক, লিটন ও রিপন।

ডালহৌসির পরে ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার শাসন কালে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটে, এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ভার ইংলণ্ডের অধীশ্বরী স্বয়ং গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি লর্ড ক্যানিঙের হস্তে সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া ডালহৌসি স্বদেশে গমন করেন। এদেশে প্রথম আগমন কালে সকলেই নূতন গবর্ণর জেনেরলের পারকতার উপর সন্দেহ করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সে সন্দেহ অপনীত হয়। ক্যানিঙের শাসন কালে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি পর্য্যন্ত টান পড়ে।

তাঁহার শাসন ভার লইবার কয়েক মাস পরে পারস্যের বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাঁধে। পারসিকেরা আবার হিরাট অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইংরাজেরা হিরাট নগর আফগানস্থান ও ভারতবর্ষের দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করে। সুতরাং হিরাট পারস্যাধিকৃত হইলে আফগানস্থানের আমির দোস্ত মহম্মদকে সন্ধিসূত্রে হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগকে পারস্যোপসাগরে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা জয় লাভ করে।

পারস্য ভিন্ন ক্যানিঙকে আর একটী বিদেশীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইতে হইয়াছিল। চীন সম্রাটের অত্যাচারে চীন দেশে আর একবার সৈন্য পাঠাইতে হয়। এখানেও ইংরাজেরা জয় লাভ করে এবং কয়েকটী বন্দর ইংরাজদিগের হস্তগত হয়।

দুই একটী বাহ্যিক আঘাতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। কিন্তু সহসা ভারতবর্ষীয় সিপাহি সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া এক আঘাতে শত বৎসরের রাজত্ব একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

ডালহৌসি ও তাঁহার রাজ্যাপহরণ-সহচরদিগের একটী বিশেষ দোষ ছিল যে তাঁহারা সময়ের গতিক ও দেশীয় প্রথার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এ দেশীয়েরা মহাজন প্রচলিত প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী। ডালহৌসির সভাসদেরা দেশীয় প্রজাদিগকে সভ্যরাজ্যের সুখ দেখাইতে প্রদেশীয় পূজনীয় রাজবংশের উচ্ছেদ করেন, দেশীয় জমিদারদিগের সর্ব্বনাশ করেন, দেশীয় সৈন্যের পদহীন করেন ও তাহাদিগের ঘৃণিত আচার ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করেন। সিপাহিরা অধিকাংশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণ, তাহারা হিন্দু-ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। কেহ তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্ত-ক্ষেপ করিলে তাহাদিগের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তখন "নিমকের গোলাম" সিপাহির কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

বহুদিন হইতে পঞ্জিকাকারেরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ছিলেন, শত বর্ষান্তে কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইবে। সেই শত বর্ষান্তক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ উপস্থিত। ডালহৌসির বুভুক্ষা-পীড়িত রাজন্যগণের আর্ত্তনাদে দেশ শুদ্ধ লোক মর্ম্মান্তিক চটিয়া ছিল; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তে অনেক ধনাঢ্য জমিদারকে দাস্যবৃত্তি বা দস্যু ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়।

ঠিক সেই সময়ে "টোটাকাটা" ও "কালাপানি" পারে সিপাহি-দিগকে গমন করিবার আদেশ হয়। ধূমায়িত হুতাশন একে-বারে প্রজ্জলিত হইল। বারাকপুর, মিরট, মিরট হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে অযোধ্যা, অযোধ্যা হইতে মধ্যদেশ, বুন্দেলখণ্ড, বিহার, বাঙ্গালা সর্ব্বত্র সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। দলে দলে পদচ্যুত রাজা ও সৈন্য বিদ্রোহিদিগের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। ক্যানিং এদেশে আসিবার সময় বলিয়াছিলেন "আকাশের এক পার্শ্বে অঙ্গুলী প্রমাণ মেঘ উঠিয়া কালক্রমে পৃথিবী ভাসাইতে পারে"। তাহার বাণী স্ফুরিত হইল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কোম্পানির অধীনতা অস্বীকার করিল। বিদ্রো-হিরা দিল্লী অধিকার করিয়া বৃত্তিভোগী বাহাদুরশাহকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। ভাবিয়াছিল আবার মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; ওদিকে বাজিরাও পেশবার পোষ্যপুত্র ঢুন্ধুপন্থ নানা মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহে বিদ্রোহিদিগের ভীষণ অত্যাচার ও বিভৎস ব্যবহার স্মরণ করিলে অদ্যাপি হৃদকম্প হয়। দুঃখের বিষয় বৈরনির্য্যাতনে ইংরাজ সৈন্যেরাও স্থানে স্থানে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিল। *

বিদ্রোহ ঘটিলে ক্যানিং কিছু মাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া নানা স্থান হইতে সৈন্য আনাইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। মান্দ্রাজ ও সিংহল হইতে সৈন্য আসিল, লর্ড এলগিন কতকগুলি সৈন্য লইয়া চীন দেশে যাইতে-ছিলেন, ক্যানিং তাহাদিগকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং

* "দেখিলাম কয়েক জন ইংরাজ সৈন্য বিদ্রোহী ভাবিয়া একটী জীবন্ত সিপাহীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে" Russels' My diary in India.

কলিকাতার জাহাজি গোরাদিগকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। সর্ব্বাগ্রে এলাহাবাদ ও লক্ষ্নৌ নগরে সৈন্য পাঠাইতে হইল। এলাহাবাদের দুর্গ বিদ্রোহীরা অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতে ছিল এবং লক্ষ্নৌ নগরে হেনরি লরেন্স হত হইয়াছিলেন। একাকী হুইলার কয়েকটী সাহেবের সাহায্যে কাণপুরে অসংখ্য সিপাহির সহিত যুঝিতে ছিলেন। কর্ণেল নিল কয়েকটী মান্দ্রাজি সৈন্য লইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বাগ্রে প্রেরিত হইলেন। নিল বারাণসীতে পৌঁছিবা সেখানকার সিপাহিদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া এলাহাবাদে যাইবা দুর্গ অধি-কার করিয়া লইলেন।

এই সময়ে হেবেলক পারস্য যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় পৌঁছেন। তাঁহার সঙ্গে এক সহস্র সৈন্য দিয়া ক্যানিং লক্ষ্নৌ উদ্ধারার্থ প্রেরণ কবেন। এলাহাবাদে পৌঁছিয়া হেবেলক শুনিতে পাইলেন নানা সাহেব গঙ্গার ঘাটে বিস্তর সাহেব ও বিবি হত্যা করিয়া কানপুর অধিকাব পূর্ব্বক আপ-নাকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ফতেপুরে বিদ্রোহি-দিগের সহিত হেবেলকের একটী যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। ফতেপুর হইতে হেবেলক কান-পুরে অগ্রসর হইলেন। এখানে নানা সাহেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন এবং পলাইয়া অযোধ্যায় আশ্রয় লন (১৮৫৭)। এবং কানপুর ইংরাজেরা পুনরধিকাব করে। কিন্তু অযোধ্যার অসংখ্য বিদ্রোহিদিগের বিপক্ষে কয়েকটী সৈন্য লইয়া হেবেলকের অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। কিছু দিন পরে আউট্রাম আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলে বারংবার যুদ্ধের পর এবং অনেক কষ্টে তাঁহাবা অযোধ্যা পুনরধিকার করেন।

সিপাহিদিগের সহিত কোম্পানির শিখ সৈন্তের মনান্তর ছিল। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া দলে দলে দিল্লীতে প্রবেশ করে, তথায় সমুদয় য়ুরোপীয়দিগকে হত্যা করা হয়। এই অসময়ে শিখেরা ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; তাহারা যদি পঞ্জাবে বিদ্রোহী হইয়া সিপাহিদিগের সহিত যোগ দিত, তাহা হইলে হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিতে ইংরাজদিগের বড়ই কঠিন হইত। কিন্তু শিখেরা যেরূপ সাহসী সেইরূপ সত্যপ্রিয়। তাহারাই দিল্লী অধিকার করিতে প্রস্তুত হইল। বিংশতি বার যুদ্ধ করিয়া এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত নগর অবরোধ করিয়া ইংরাজেরা অবশেষে দিল্লী পুনর্জয় করে। নির্ব্বোধ বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের কবরপ্রসাদে বন্দীকৃত হইয়া রাজদণ্ডে দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইলেন। তিনশতাধিক বৎসর পরে বাবরের বংশ নির্ম্মূল হইল (১৮৫৭)।

দিল্লী বিদ্রোহিদিগের জমায়ত স্থান হইয়াছিল। দিল্লী অধিকৃত হইলে অন্যান্য স্থানও ক্রমে আয়ত্ত হইতে লাগিল। বুন্দেলখণ্ডে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নানা সাহেবের সহচর তাঁতিয়া তোপির সমভিব্যাহারে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। ক্রমে অল্পে অল্পে নাগপুর, বুন্দেলখণ্ড ও অযোধ্যা ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। এক উদ্যমে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সিপাহির বিনাশ হইল। এই দুর্যোগে সিন্ধিয়া, হোলকার ও নিজাম ইংরাজদিগকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য বিলাতে আন্দোলন হইতে ছিল।

কাল ক্রমে তাঁহাদের প্রভুত্বের হ্রাস হইয়া আসিয়া ছিল; অবশিষ্ট যাহা ছিল, এই দুর্ব্বিপাক সময়ে দেশবাসিদিগের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদনার্থ তাহাও গৃহিত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর লর্ড ক্যানিং সমগ্র দেশে ঘোষণা করিলেন, —মহারাণী ভিক্টোরিয়া অদ্যাবধি ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; এই অবধি দেশীয়েরা জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে গুণ থাকিলেই রাজ সরকারে চাকরি পাইবে; যাহার সহিত যে বন্দোবস্ত বা সন্ধি হইয়াছে তাহাই বলবৎ থাকিবে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং দেশীয় রাজগণ অপত্যাভাবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সামান্য বণিকভাবে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ঘটনা স্রোতে বিংশতি কোটী প্রজার অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং কোম্পানির অংশীদারেরা লক্ষপতি ও ক্রোরপতি হইয়া বিদেশীয় বিভিন্ন জাতির রীতি নীতির নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়ান। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ অমানুষী ঘটনা আর হয় নাই। অদ্যাবধি দেশবাসীরা মহারাণীর রাজ্যকে “কোম্পানির মুলুক” বলিয়া অভিহিত করে।

মহারাণীর রাজ্য গ্রহণের সময় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল “ভাইসরায়” বা প্রতিনিধি উপাধি পান, কৌন্সিলে দ্বাদশ জন মেম্বর নিয়োগের আদেশ হয়, ইহাদিগের কয়েক জন দেশীয় হইবে এবং ক্রমে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট এক হইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়, তাহাতে এক জন দেশীয় জজ নিযুক্ত হন। বিলাতে বোর্ড অব কণ্ট্রোল সভা উঠিয়া গিয়া ভারতসভা স্থাপিত হয়। পনর জন উপযুক্ত লোক তাহার সদস্য এবং সেক্রেটরি অবষ্টেট নামে মহারাণীর এক জন প্রধান

মন্ত্রী উহার সভাপতি। লর্ড ক্যানিঙের শাসন সময়ে দণ্ডবিধি আইন পাস হয় এবং নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ যে কমিসন নির্ণীত হয়, তাঁহারা চুক্তিভঙ্গের নিমিত্ত ফৌজদারী দণ্ড হইতে কুলিদিগকে রক্ষা করেন। এই সময়েও যুদ্ধজনিত ঋণ পরিশোধার্থ ইন্‌কমট্যাক্স স্থাপিত হয়।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে লর্ড এলগিন ভারতবর্ষ শাসন করিতে আসেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিতানার ওহাবিরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করিতে যে সৈন্য প্রেরিত হয়, খাইবিরিবা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। তখন সিতানার অধিকার পরিত্যাগ করিতে অনেকের ইচ্ছা হইয়াছিল। এলগিনের মৃত্যু হইলে মান্দ্রাজের গবর্ণর ডেনিসন সাহেব কয়েক মাস ভাইসরায়ের কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে সিতানার বিদ্রোহ নিবারিত হয়।

১৮৬৪খৃং অব্দের ১২ই জানুয়ারি সারজন লরেন্স ভারত-বর্ষেয় গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পৌছেন। তাঁহার শাসন কালে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর সীমা লইয়া ভুটা-নের রাজার সহিত যুদ্ধ বাঁধে। প্রথমতঃ ইডেন সাহেব গোলযোগ মিটাইবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দূত স্বরূপ ভুটানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রাণভয়ে বিবাদী "দোয়ারে" ভোটদিগের অধিকার স্বীকার করিয়া আসেন। ভোট যুদ্ধে কোন পক্ষ জয় লাভ করে নাই। অব-শেষে দুই পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইংরাজেরা দোয়ারের অধিকার লাভ করিয়া দেবরাজকে কর দিতে অঙ্গীকার করে। (১৮৬৪)

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটে। তৎকালীন বাঙ্গালার লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর বিড়ন সাহেব দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কিছু মাত্র যত্ন করেন নাই। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ উড়িয়ার অনাহারে মৃত্যু হয়।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে রাজার অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত ইংরাজেরা মহিসুর স্বহস্তে গ্রহণ করে। উত্তরোত্তর গবর্ণর জেনেরলদিগের নিকট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি আশায় আবেদন করিয়া পদচ্যুত রাজা নিষ্ফল হন। লরেন্সেরও ইচ্ছা ছিল না তাঁহাকে সিংহাসন প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু মহাসভা রাজার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইবার আদেশ করেন। এই সময়ে বৃদ্ধ দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার সিংহাসন লইয়া পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। লরেন্স সে গৃহ বিবাদ নিবারণার্থ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনেক অনেক গোলযোগের পর সেরআলি আফগানস্থানের সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে লরেন্স বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার আমলে ভারতবর্ষে পূর্ত্ত বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

তাঁহার পরে লর্ড মেয়ো এদেশ শাসন করিতে আইসেন। তিনি অম্বালায় একটী দরবার করিয়া সেরআলিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। রুসিয়ানেরা তাঁহার সহিত যোগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য মেয়ো বাৎসরিক দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন, এবং তাঁহাকে আফগানস্থানের আমির বলিয়া স্বীকার করেন। মেয়ো দেশীয়দিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার সময়ে রাজকীয় লৌহলত্ম' স্থাপনের সূত্রপাত হয়।

পোর্ট ব্লেয়ার নগরে (১৮৭২) সেরআলি নামে এক জন মুসলমান তাঁহাকে হত্যা করে।

লর্ড মেয়োর উত্তরাধিকারী লর্ড নর্থব্রুক। তিনি দেশীয়দিগকে ভাল বাসিতেন। তাঁহার আমলে ত্রিহুত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘটে। নর্থব্রুক ও বাঙ্গালার তাৎকালিক লেফ্টনাণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেবের যত্ন ও পরিশ্রমে এ দুর্ভিক্ষে লোকদিগের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। নর্থব্রুকের শাসন কালে বরোদার রাজা মলহররাও গাইকবাড় অকর্ম্মণ্যতা দোষে রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু নর্থব্রুক বরোদা প্রদেশ মহারাণীর রাজ্যভুক্ত না করিয়া ভূতপূর্ব্ব গাইকবাড়ের স্ত্রী যমুনা বাইকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। শিবজিরাও বরোদার বর্ত্তমান গাইকবাড়। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে যুবরাজ আলবার্ট এডোয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্স মহারাণীর ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার অনতিবিলম্বে নর্থব্রুকও কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পদে লর্ড লিটন নিযুক্ত হন। নর্থব্রুকের রাজত্ব কালে একটীও যুদ্ধ ঘটে নাই। লর্ড লিটন বেলুচিস্থানের গৃহ বিবাদ নিবারণার্থ কুইটা নগরে সৈন্যোপবেশ স্থাপন করেন। এবং পশ্চিম প্রান্তস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ একজন স্বতন্ত্র কমিসনরের হস্তে রাখিবার উদ্যোগ করেন। আসাম নর্থব্রুকের সময় হইতেই বঙ্গদেশ হইতে পৃথক হইয়া একজন চিফ্ কমিসনরের হস্তে স্থাপিত হয়। ১৮৭৬-৭৭ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও দক্ষিণাঞ্চলে দারুণ দুর্ভিক্ষে অনেক লোকের প্রাণ সংহার করে। লর্ড লিটনের শাসনকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ হয় এবং রুষ সম্রাটের

দূতকে সমাদর করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দূতকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া লিটন ছলপূর্ব্বক সের আলির সহিত যুদ্ধ বাঁধান। রবার্ট সাহেব সেনাপতি হইয়া কয়েকটী সামান্য যুদ্ধে জয় লাভ পূর্ব্বক আফগানস্থান প্রবেশ করিলে সের আলি পুত্র যাকুব খাঁকে কাবুলে রাখিয়া স্বয়ং রুষাধিকৃত তাতার দেশে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়; তখন যাকুব ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কাবুলের সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সন্ধির পণানুসারে কাভানারি সাহেব তাঁহার দরবারে রেসিডেণ্ট রূপে নিযুক্ত হন এবং কান্দাহার ইংরাজেরা অধিকার করিয়া রাখেন। কয়েক মাস পরে সহসা দেশীয় লোকেরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ পূর্ব্বক ভস্মসাৎ ও কাভানারিকে হত্যা করে। তখন পুনরায় ইংরাজ সৈন্য কাবুলে প্রবেশ করে; যাকুব ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজদিগের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কাবুলের কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া, যাহাদিগের উপর সন্দেহ হইয়াছিল তাহাদিগকে ফাঁসি দিয়া এবং যাকুবকে বন্দি করিয়া ইংরাজেরা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর আবদুল রহমন কাবুলের আমির হইলেন। যাকুবের ভ্রাতা যাযুব বৈরনির্য্যাতনার্থ একবার কান্দাহার আক্রমণ করিয়া ইংরাজদিগকে পরাস্ত করেন, কিন্তু অবশেষে হটিয়া যান। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ডরিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিয়াছেন। তিনি এদেশে আসিয়াই কান্দাহার আমির আবদুল রহমনকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। গত বৎসর যাযুব পুনরায় কান্দাহার আক্রমণ করিয়া আমিরের (৮১) সৈন্যগণকে পরাজিত করেন। কিন্তু সেইখানেই ২২সেপ্টেম্বর স্বয়ং পরাস্ত ও ৪টা অক্টোবর হিরাট হইতে দূরীভূত হইয়া

পারস্থ দেশে পলায়ন করিয়াছেন। গত বৎসর মহিসুরের মহারাজা ও বরোদার গাইকবাড় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব সিংহাসনে উপবেশন করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি লর্ড রিপন লর্ড লিটনের দুষ্কীর্ত্তি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতানাশক ৯ আইনটী উঠাইয়া দিয়াছেন। দেশীয়দিগের বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ শিক্ষা হইতেছে ও কিরূপে তাহার উন্নতি করা যাইতে পারে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকারে প্রথম শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ এক কমিসন নিয়োগ করিয়াছেন। যাহাতে ফিরিঙ্গী সন্তানেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারও বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গত ১০ই মার্চ হইতে সুরা, অহিফেণ, লবণ, ও অস্ত্র শস্ত্র ভিন্ন আর সকল প্রকার দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, লবণের শুল্কও কেবল দুই টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ডেপুটী কালেক্টরদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে পাটোয়ারি কর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসর হইতে প্রতি জেলায় বোর্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে দেশীয় লোক সভ্যরূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে কিছু অধিক পরিমাণে শাসনভার অর্পণ করিবার সম্ভাবনা আছে। এই অল্প সময় মধ্যে লর্ড রিপন সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ।